শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—

৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বি. এন. মজুমদার জুয়েলার্স

Contact US : +91 70021 07440

প্রতিদিন প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে Special Offer

শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ☐ সংখ্যা ৫৫ | শিলচর ☐ বুধবার ☐ ১০ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ☐ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ☐ ২৪ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ☐ ১২ পাতা ☐ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

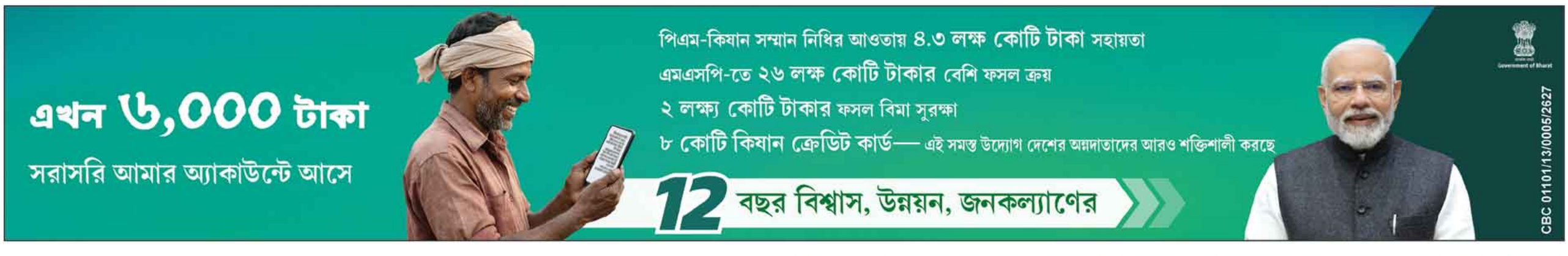

ইউরোপে ১৯ বিলিয়ন ডলারের বাজার দখলের ক্ষমতা রয়েছে : রাষ্ট্রদূত

বিনিয়োগকারীদের চোখে অসম আর প্রান্তিক নয় : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৯ জুন : অসমে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার এবং একই সঙ্গে একটি বিরাট সংখ্যক দক্ষ কর্মী যারা ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানে ভরপুর। ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক এবং আয়ুষ পণ্যের মাধ্যমে অসম ইউরোপের ১৯ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার বাজারে প্রবেশ করতে পারবে। তবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে শুধুমাত্র কাঁচামাল রফতানির ওপর নির্ভর করলে চলবে না, বরং এখানেই উন্নতমানের পণ্য তৈরি করতে পর্যাপ্ত শিল্প গড়ে তুলতে হবে, মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে 'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই বার্তাই দিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ভারতে নিযুক্ত) রাষ্ট্রদূত হার্ভে ডেলফিন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও ভারতে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত হার্ভে ডেলফিন। গুয়াহাটিতে। ছবি : শুভময় ভট্টাচার্য।

অসম সরকার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের যৌথ উদ্যোগে চালু হওয়া 'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার' মূলত ফ্লেভার, সুগন্ধি এবং আয়ুষ সামগ্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের মতে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত 'ইন্ডিয়া-ইইউ কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাজেন্ডা'-র সঙ্গে যোগ রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গবেষণা, উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং শিল্প সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সরাসরি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে ডেলফিন বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের লক্ষ্য শুধুমাত্র অসম থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে অন্যত্র প্রক্রিয়াকরণ করা বা এখানে এসে পণ্য কিনে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া নয়। আমরা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাই, যেখানে গবেষণা, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ, উৎপাদন, বিপণন এবং আন্তর্জাতিক

এরপর ছয়ের পাতায়

'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটিতে মঙ্গলবার।

২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি কার্যকর হচ্ছে জুলাই থেকে

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৯ জুন : রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় সুখবর দিল অসম সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদিত ২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) বৃদ্ধি আগামী জুলাই থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে রাজ্যের ৮ লক্ষেরও বেশি কর্মরত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যেই ডিএ ও ডিআর ৫৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

এরপর ছয়ের পাতায়

বিনিয়োগ টানতে ইউরোপের ২৫০ সংস্থার সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৯ জুন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের অসম সফরের মধ্যেই ইউরোপের ২৫০-রও বেশি সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী একটি ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৈঠকে বিনিয়োগ, শিল্প সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

ফেডারেশন অব ইউরোপিয়ান বিজনেস ইন ইন্ডিয়া (এফইবিআই)-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সংগঠনটি ভারতে কার্যরত ২৫০-রও বেশি ইউরোপীয় সংস্থা এবং ৬,০০০-এর বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে। অসম এই সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে রাজ্যের যুবক-যুবতী, কৃষক এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এফইবিআই-এর সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ভারতে উপস্থিত ২৫০-রও বেশি ইউরোপীয় সংস্থা এবং ৬,০০০-এর বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চায় অসম। এর মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজ, কৃষক এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।'

তিনি আরও বলেন, অসমের দক্ষ মানবসম্পদ এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে বিশেষ প্রণোদনা নীতি ভবিষ্যতমুখী শিল্প, নবীকরণযোগ্য শক্তি, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ নেহরুর রেকর্ড ভাঙবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন তিনি। ১০ জুন, বুধবার টানা ৪,৩৯৯ দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ করবেন মোদি। ভেঙে দেবেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ৪,৩৯৮ দিনের রেকর্ডকে।

এমন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, গত ১২ বছরে ভারতের নানা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের

এরপর ছয়ের পাতায়

ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের সংখ্যা ৯ থেকে কমে ৪

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : এতদিন প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে বার্ষিক ৯টি সিলিন্ডার পাওয়া যেত। এবার সেই সংখ্যা কমিয়ে দিল মোদি সরকার। নতুন পদক্ষেপ অনুযায়ী, এই প্রকল্পে এবার থেকে বছরে সর্বাধিক ৪টি সিলিন্ডারই পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়েছে এই নিয়ম।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সিলিন্ডার সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে জানা যায়, গড়পড়তা চারটি করে সিলিন্ডার ব্যবহার করেন উপভোক্তারা। সেই কারণেই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। সরকারি সূত্রের দাবি, অনেকেই এই প্রকল্পের অন্যায় সুবিধা নিচ্ছেন। উপভোক্তার নামে তোলা সিলিন্ডার বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কিংবা বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এর ফলে ভর্তুকি ব্যবস্থায় অর্থের অপচয় এবং সরকারের ওপর আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা

এরপর ছয়ের পাতায়

আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক সাড়া জিআই-স্বীকৃত তেজপুরের লিচুর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৯ জুন : আন্তর্জাতিক বাজারে প্রথমবারের মতো প্রবেশের পরই সাড়া ফেলতে শুরু করেছে অসমের জিআই-স্বীকৃত তেজপুরের লিচু। দুবাইয়ে প্রথম রফতানি চালান পাঠানোর পর এবার সিঙ্গাপুর থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মিলেছে। ভারতে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার সাইমন ওং জানিয়েছেন, সিঙ্গাপুরে তেজপুরের লিচুর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে এবং বাজারে তা দ্রুত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় সাইমন ওং লেখেন, 'তেজপুরের লিচু খেয়ে খুবই ভালো লাগছে। এই মিষ্টি লিচুর সঙ্গে

দুবাইয়ের পর প্রশংসিত সিঙ্গাপুরেও

সিঙ্গাপুরবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ। সিঙ্গাপুরে এটি দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। আরও রফতানি করুন।' এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, 'সিঙ্গাপুরে তেজপুরের লিচু এত মানুষের পছন্দ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। তাক থেকে সব বিক্রি হয়ে যাওয়ার আগেই পরবর্তী চালান পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

সম্প্রতি জিআই-স্বীকৃত তেজপুরের লিচুর প্রথম আন্তর্জাতিক চালান হিসেবে এক হাজার কিলোগ্রাম লিচু দুবাইয়ে রফতানি করা হয়েছে। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রফতানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিডা)-র

এরপর ছয়ের পাতায়

মণিপুরে মুক্ত ১৪ জিম্মি, এখনও নিখোঁজ ছয় ব্যক্তি

ইম্ফল, ৯ জুন : মণিপুরে ১৪ জন কুকি জিম্মি (বন্দি)-কে মুক্তি দিয়েছে নাগা সংগঠন। 'ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল' (ইউএনসি)-এর হস্তক্ষেপে মঙ্গলবার বিকালের দিকে তাঁদের সেনাপতি জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে এই অগ্রগতির মধ্যেও ছয়জন নিখোঁজ নাগা বন্দির অবস্থান নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত করা এবং নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

'ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল'-এর সভাপতি এনজি লোরহো বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর মাধ্যমে ছয়জন নিখোঁজ

এরপর ছয়ের পাতায়

ফিরলো পরিমাপবিদ্যার ২ নম্বর অনুসূচি

গ্রাহক ঠকিয়ে ভোজ্যতেলে পকেটভারি করার খেলা শেষ!

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : ৬৮০ গ্রাম, ৭৪০ গ্রাম, ৮৪০ গ্রাম, ৮৫০ গ্রাম, ৯১০ গ্রাম, - ইচ্ছেমতো এমন বিভিন্ন ওজনের ভোজ্য তেলের প্যাক তৈরি করে গ্রাহকদের পকেট কাটছিল বিভিন্ন কোম্পানি। এবার ছেদ পড়লো এই অধ্যায়ে। ফের কার্যকর করা হলো আইনি পরিমাপবিদ্যার (লিগ্যাল মেট্রোলজি) ২ নম্বর অনুসূচি। গত ৫ জুন ভারত সরকারের ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গনবণ্টন মন্ত্রক এই নির্দেশ জারি করেছে।

শিলচর ফুড গ্রেইন্স মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, তাদের দীর্ঘ ১৫ মাসের লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতেই এবার এভাবে সুরাহা পেলেন গ্রাহকরা। মঙ্গলবার শিলচরে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব পাল চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা অসিত দত্ত ও মূলচান্দ বৈদরা এমন দাবি করে বলেন, কিছু বহুজাতিক ভোজ্যতেল কোম্পানি ইচ্ছেমতো বিভিন্ন মাপের প্যাক তৈরি করে ভোজ্যতেল বিক্রি করছিল। তাদের কথায়, এমনিতে এমন সব মাপে তেল বিক্রি করলে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দেখা যায়, সেসব তেলের লিটার বা কেজির নির্ধারিত দরের আনুপাতিক হারে প্যাকের দর যা হওয়া উচিত ছিল, তা থেকে নেওয়া হচ্ছিল কিছুটা বেশি দর। প্রণববাবুরা

এরপর ছয়ের পাতায়

শ্রীভূমি কারাগারে নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় চার কর্মী গ্রেফতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৯ জুন : শ্রীভূমি জেলা কারাগারে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। অভিযানের পর কারাগারের চার কর্মীকে গ্রেফতার করেছে শ্রীভূমি পুলিশ। এর মধ্যে দু'জন সহকারী জেলার ও দু'জন ওয়ার্ডার। গ্রেফতার হওয়া কর্মীরা হলেন রুদ্র দেওরি, শুভাশিস ঘোষ, মসিদ আলি লস্কর এবং বিশ্বজিৎ বরুয়া। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গভীর রাতে জেলা পুলিশ সুপার লীনা দোলে-র নেতৃত্বে শ্রীভূমি জেলা কারাগারে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানে কারাগারের বিভিন্ন অংশ থেকে মোট ২৯টি মোবাইল ফোন, একাধিক মোবাইল চার্জার, ধারালো অস্ত্র, হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, লাইটার সহ নানা নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত কারাগারের ভেতরে এত বিপুল

এরপর ছয়ের পাতায়

বিএসএফ-বিজিবি-র ৫৭তম সীমান্ত সম্মেলন শুরু

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করা, সীমান্তে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজধানীতে শুরু হয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এবং বিজিবি-র মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৭তম সীমান্ত সম্মেলন। চার দিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে দুই দেশের সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশের প্রায় ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তকে আরও নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে এই সম্মেলনকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্মেলনে বিএসএফ-এর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল এবং বিজিবি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বাংলাদেশি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছে। সূত্রের খবর, সীমান্তে অনুপ্রবেশ, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, গবাদি পশু পাচার, মানবপাচার, জাল মুদ্রা চক্র, সীমান্ত বেড়া নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্যা, সীমান্তে সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়গুলি এবারের বৈঠকের মূল আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ইয়াবা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার, মানবপাচার

এরপর ছয়ের পাতায়

বেহাল সড়ক সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ রাজদীপ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : শিলচর শহর ও তার আশপাশের এলাকায় বেহাল সড়ক, খানাখন্দে ভরা রাস্তা এবং বর্ষাকালে বারবার জলাবদ্ধতার সমস্যায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরলেন শিলচরের বিধায়ক রাজদীপ রায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর রাজদীপ জানান, ১১৮ নং শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সড়কের মেরামত, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং নতুন সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত একাধিক প্রস্তাব তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন

এরপর ছয়ের পাতায়

গর্তের শহরে বন্দি নাগরিক জীবন, যেন 'রাম ভরসায়' শিলচর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : নির্বাচন শেষ হয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের জন্য নতুন মন্ত্রীও পেয়েছে এই অঞ্চল। কিন্তু শিলচরের মানুষ এখনও খুঁজে ফিরছেন চলার মতো একটি রাস্তা। ঘর থেকে বের হওয়া মানেই এখন ঝুঁকি। কোথাও হাঁটুসমান কাদা, কোথাও জলঢাকা গর্ত, কোথাও আবার রাস্তার অস্তিত্বই গিয়েছে মুছে। শহরের হাজার হাজার বাসিন্দার অভিযোগ, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের আশ্বাসের পাহাড় যত উঁচু হয়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা ততই নীচে নেমেছে।

মাত্র উনচল্লিশ দিন আগে গত ১মে দৈনিক *সাময়িক প্রসঙ্গে* এই দুরবস্থার ছবি সামনে এসেছিল গুরুত্বসহকারে। তখনও প্রশ্ন উঠেছিল, শিলচরের কোনও অভিভাবক আছে কি? জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে দাঁড়িয়ে সেই প্রশ্ন আরও তীব্র হয়েছে। কারণ, অবস্থার উন্নতি তো দূরের কথা, শহরের অধিকাংশ রাস্তা এখন আরও বিপজ্জনক, আরও ভয়াবহ। শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত ক্যাপিটাল মোড় থেকে সেন্ট্রাল রোড হয়ে যে সড়কটি শিলচরের বুক চিরে এগিয়ে গিয়েছে রাঙ্গিরখাড়ির দিকে, তার বর্তমান চেহারা যেন অব্যবস্থার এক নির্মম দলিল। রাস্তার একাধিক অংশে এমন গভীর ও বিস্তীর্ণ গর্ত তৈরি হয়েছে যে প্রথম দর্শনেই শিউরে উঠতে হয়। দিনের আলোতেও সেখানে যানবাহন চালাতে সতর্কতার শেষ থাকে না, আর সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরও বিপজ্জনক। বহু জায়গায় ভাঙা অংশ এড়িয়ে চলতে গিয়ে এক লেন থেকে অন্য লেনে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন চালকেরা, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। শহরের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের এমন পরিণতি দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, যদি কেন্দ্রস্থলের রাস্তারই এই হাল হয়, তবে শহরের প্রান্তিক এলাকার অবস্থা কেমন, তা সহজেই অনুমেয়।

শিলচর শহরের পরিচিত দৃশ্য। মঙ্গলবার তোলা ছবি।

শহরের দাস কলোনি থেকে অম্বিকাপট্টি, কাঁঠাল রোড থেকে পঞ্চায়েত রোড, বিবেকানন্দ রোড থেকে নিউ ভকতপুর, সবখানেই একই দৃশ্য। ভাঙা পিচ, বিশাল গর্ত, জমে থাকা নোংরা জল আর যানবাহনের অন্তহীন দুর্ভোগ। বহু জায়গায় রাস্তার উপরিভাগ এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত যে সেটিকে সড়ক না বলে নির্মীয়মাণ খননক্ষেত্র বলাই বোধহয় বেশি উপযুক্ত।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা শিলচর মেডিক্যাল কলেজমুখী সড়কে। মেহেরপুর থেকে মেডিক্যাল পয়েন্ট পর্যন্ত প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আটকে পড়ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, সকলের দিন শুরু হচ্ছে দুর্ভোগ দিয়ে, শেষও হচ্ছে দুর্ভোগে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝেমধ্যে দায়সারা মেরামতির কাজ দেখিয়ে দায়িত্ব সেরেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কিংবা প্রশাসন। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সংস্কারের চিহ্ন মুছে গিয়ে ফের পুরনো চেহারা ফিরে এসেছে। বর্ষা শুরু হতেই পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। বৃষ্টির জলে গর্ত ঢেকে যাওয়ায় প্রতিদিন ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। বাইক ও স্কুটি আরোহীদের কাছে শহরের রাস্তাগুলি এখন কার্যত ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, গত কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা কোথায় গেল? কেন একটি জেলা সদর শহরের মানুষকে প্রতিদিন

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম যোগাযোগ করুন: ২২৬৬৮২২, ২৩০০০৬

UROLOGIST

অন্যতম বিখ্যাত কিডনি বিশেষজ্ঞ Dr. Joy Narayan Chakraborty, MS, FRCS, DNB (Double), MCH বর্তমানে কলকাতার প্রসিদ্ধ FORTIS হাসপাতালে কর্মরত। আগামী 21 June 2026 স্থানীয় MEDINOVA হাসপাতালে সকল ধরনের Kidney ureter, Bladder Stone, Prostate এবং অন্যান্য Urinary জটিল রোগের চিকিৎসা ও প্রয়োজনে LASER-MACHINE-এর দ্বারা অপারেশন করিবেন। নাম নথিভুক্ত করার শেষ দিন 20 June, 2026.
(M) 6900280695

LOST

I have lost my original copy of Migration Certificate, Marksheet, Identity Card of National Institute of Open Schooling bearing enrolement No. M02073242619, Course-Secondary Examination, year Oct. 2025, while I was travelling from Uttar Krishnapur to Sonai Road on 02-06-2026. If anybody found please contact-
Orwa Muhammed Choudhury
S.o.- Jabarut Alom Choudhury
Uttar Krishnapur,
Cachar, Assam
Mob. No. 8638836790

সংশোধনী

আমি HUSSAIN AHMED BARBHUIYA, Aadhaar Card No. 4103 8773 0613 এবং আমার স্ত্রীর নাম RANJANA BEGUM BARBHUIYA, Aadhaar Card No. 5951 9465 6118, আমার মেয়ের নাম RAMJANA BEGUM BARBHUIYA, Aadhaar Card No. 2696 7616 1523 আমার মেয়ের Birth Certificate Vide Regn No. 1486/09 Date 29/05/2014 ভুলবশত আমার নাম HUSSAIN AHMED LASKAR, আমার স্ত্রীর নাম RANJANA BEGOM LASKAR, আমার মেয়ের নাম RAMJANA BEGOM LASKAR লিখা হয়েছে। আমি কাছাড় শিলচরের Executive Magistrate-এর AFFIDAVIT মাধ্যমে গত ০৫/০৬/২০২৬ তারিখে ঘোষণা করছি HUSSAIN AHMED LASKAR এবং HUSSAIN AHMED BARBHUIYA, RANJANA BEGUM BARBHUIYA এবং RANJANA BEGOM LASKAR, RAMJANA BEGUM BARBHUIYA এবং RAMJANA BEGOM LASKAR একই Person.
HUSSAIN AHMED BARBHUIYA
Vill & P.O Barjatrapur,
Cachar, Assam, Pin-788110
Mob.No 8724826707

নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-০১-এলএমজি-২০২৬-২৭-আরটি, তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ এসএসই/সিগ/বদরপুর জং./আইসি অধিক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং সম্পদসমূহের মেরামত, পুনরুদ্ধার / রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১১,৬১,১৮৯.৭৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,২৩,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।
সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জল সরবরাহ পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এসআর. ডিইই/এলএমজি/০৭ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ: ০৪-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এলএম-২৬-২৭-০৫; কাজের নাম ঃ এসএসই/ইলেক্ট/আগরতলা এবং এসএসই/ইলেক্ট/শিলচর -এর এক্তিয়ারাধীন এলাকায় জল সরবরাহ পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, সাবস্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিংয়ের রিওয়ারিং এবং ওয়াশিং পিট ও স্টেশন প্ল্যাটফর্ম এলাকায় কেবল সহ প্রিকুলিং পয়েন্ট এবং ১১০ ভোল্ট ব্যাটারি চার্জিং পয়েন্টের প্রতিস্থাপন ও পুনশক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,১৫,১৩,৪৪৮.২২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,৩০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায় এবং খোলার সময় ১১:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ০৬-০৭-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অনলাইন মনিটরিং এবং অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/০৬ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র.নং.১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এলএম-২৬-২৭-০৮, কাজের নামঃ লামডিং ডিভিশনের অধীনে (ফেজ-II) ইলেক্ট্রিকেল সম্পত্তির অর্থাৎ - বিভিন্ন সাবস্টেশন, লিফ্ট ও এসকেলেটর, টানেল লাইটস্, স্ট্রীট লাইট ইত্যাদির অনলাইন মনিটরিং ও কন্ট্রোল-এর ব্যবস্থা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি), লামডিং ডিভিশনের অধীনে স্থাপনাকৃত ফেজ-II -এর ১৩৮ টি আই এফডি (ইন্টিলিজেন্ট ফিল্ড ডিভাইসেস) বিভিন্ন সাবস্টেশন, লিফট ও এসকেলেটর, টানেল লাইটস্, স্ট্রীট লাইট ইত্যাদি ৮ বছরের জন্য (ওয়্যারেন্টি সময়ের ২ বছর ব্যতীত) (ইলেক্টিক অংশ)-এর ব্যবস্থা । টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৩৫,৮১,৯৬৭.৩৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ১০,৭১,৬০০.০০ টাকা। ক্র.নং.২; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এলএম-২৬-২৭-০৪, কাজের নামঃ এসএসই/পি/পান্ডু, নিউ গুয়াহাটি, কামাখ্যা ও গুয়াহাটি (ইলেক্টিক অংশ)-এর অধীনে রেস্ট কেম্পে ছিকে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার লক্ষ্যে এবি কেবল স্থাপনার মাধ্যমে আগুমেনটেশন ও আপগ্রেডেশন, এমভিসিসি কেবল দ্বারা এসিএসআর প্রতিস্থাপন করে ১১ কেভি এইচটি ফিডার, রেস্ট কেম্প ফিডার-এর জল যোগানের আগুমেনটেশন ও সাবস্টেশনের উন্নতিকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৯৯,২৪,৭৫৮.৫৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৯৮,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায় খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টেন্ডার নোটিশ বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে, ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর: সিওএন/জে-আই/ইম্ফল/২০২৫-২৬/০২; তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৬-এর জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার নম্বর: ডিওয়াইসিই-সি-৩-আইএমপি-এইচভি-২৫-২৬-০২আর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিই/সিওএন-৩/ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

LOST

A *grey* backpack containing an *ASUS ZENBOOK 14X laptop*, notebooks, and a *PNB ATM card/passbook (MZU Branch)*. The bag had a black BOLDFIT Raincover on it.
Date of Incident: 30th May 2026
Time: Between 10:30-11:00 A.M
Suspected Area: Alongside the highway between Sethawn and Thingdawl, while travelling by motorcycle towards Shillong. *Crucial Note: The laptop contains irreplaceable PhD research data.* REWARD: A handsome cash reward will be given to anyone who finds and safely returns it. No questions asked. If found, please contact immediately at:
+919085905067, +917002115446, +917896416686

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।
কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলকুড়ি চা বাগান এলাকা পরিদর্শন বিধায়ক কিশোরের, জানালেন কোনও বিদেশি নেই

জওহরলাল পাণ্ডে

শিলকুড়ি, ৯ জুন : কয়েকদিন ধরে শিলকুড়ি চা বাগানের ধরমখাল, চাকমাটিলা এলাকার জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ার পর বড়খলা কেন্দ্রের বিধায়ক কিশোর নাথ সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন। দলীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় পৌঁছে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বক্তব্য, সমস্যা ও উদ্বেগের বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে শোনেন। পাশাপাশি জমি সংক্রান্ত বিষয়ের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শন ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিধায়ক কিশোর নাথ জানান, এলাকায় বসবাসকারী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাস করে আসছেন এবং তারা স্থানীয় বাসিন্দা। তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহের সময় বিদেশি নাগরিক থাকার যে দাবি সামাজিক মাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছিল, তার কোনও সত্যতা তিনি খুঁজে পাননি বলে জানান।

তিনি বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত তথ্যের পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার মানুষের বক্তব্য ও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এখানে বসবাসকারী সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা। তাই কোনও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার না করে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা সকলের দায়িত্ব।'

বিধায়ক আরও জানান, শিলকুড়ি চা বাগান এলাকায় কোনও বিদেশি নেই। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনও বিষয় প্রকৃত তথ্য ও বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতেই বিবেচনা করা হবে এবং সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত এলাকাবাসীও তাদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন। জনগণের স্বার্থ রক্ষা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি সর্বদা কাজ করে যাবেন বলেও আশ্বাস দেন। স্থানীয়দের আশা, এই পরিদর্শনের মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চলা বিভ্রান্তি দূর হবে এবং এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে।

বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস পালন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ৯ জুন : বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও বীর শহীদ 'ধরতি আবা' স্বাধীনতা সংগ্রামী আদিবাসীদের ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধা সহকারে পালিত হয়। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের পর উপস্থিত সবাই বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবুল নারায়ণ কানু প্রয়াত বীর শহিদের জীবন পরিচয় এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনকে নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক সুরেশ বড়াইক বীর শহিদের অবদান তথা তাঁর কঠিন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে নবপ্রজন্মকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সম্পাদক দুর্গেশ কুর্মিও এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন কার্যালয় সম্পাদক গিরিজামোহন গোয়ালা, পীযূষকান্তি নাথ, বীরেন্দ্রলাল গোয়ালা, লালনপ্রসাদ গোয়ালা, বাসন্তী চক্রবর্তী, সুবচন গোয়ালা, উষা সিং, নন্দকিশোর তিওয়ারি, প্রতাপ কুর্মি, বিশুদ্ধানন্দ মাহাতো, শিবচরণ রবিদাস, বিজয় বাউরি, রূপা সিং, মিতা বাউরি, শঙ্কু বাক্তি, ওমপ্রকাশ কানু, রোহিত মুড়া, সঞ্জিত তাঁতি, কৃষ্ণানন্দ, দেবাশিস কর্মকার প্রমুখ।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে হাফলঙে স্বচ্ছতা অভিযান

বিপ্লব দেব

হাফলং, ৯ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে হাফলং শহরে এক বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালিত হয়।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, জেলা বিজেপির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। তাঁরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়ে জনসাধারণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা দেন।

পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নির্মাণের লক্ষ্যে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশন আজ একটি সর্বজনীন গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই উদ্যোগ দেশের কোটি কোটি মানুষকে একটি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও উন্নত ভারত গঠনে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন শুধু

পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কর্মসূচি নয়, এটি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যোগ। তিনি বলেন, গত ১২ বছরে এই মিশনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ, জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি এবং নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, গ্রাম থেকে শহর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাজার, সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাফলঙের নাগরিকদেরও এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার হয়ে দায়িত্বশীল জীবনযাপন, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্যের ব্যবহার কমানো এবং পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সুস্থ ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন দেবোলাল গার্লোসা।

রামনগর আইএসবিটি বাইপাসে ভারি যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দাবি, জেলা কমিশনারকে স্মারকপত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : শিলচর রামনগর আইএসবিটি বাইপাস থেকে কল্যাণী হাসপাতাল পর্যন্ত সড়কে স্কুল-কলেজ চলাকালীন সময়ে ভারি যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের দাবিতে জেলা কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

সমাজকর্মী তথা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মকর্তা আতাউর রহমান লস্করের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল জেলা কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তুলে ধরেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, রামনগর আইএসবিটি বাইপাস থেকে কল্যাণী হাসপাতাল পর্যন্ত উড়ালপুল নির্মাণকাজের কারণে সড়কের কিছু অংশ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং রাস্তার অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। ফলে সকাল ও দুপুরে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, অফিসযাত্রী ও সাধারণ মানুষকে চরম যানজটের মুখে পড়তে হচ্ছে।

বাসিন্দাদের দাবি, চিরুকান্দি পয়েন্ট ও রামনগর আইএসবিটি বাইপাসে ভারি যানবাহনের জন্য 'নো এন্ট্রি' ব্যবস্থা থাকলেও শ্রীকোণা ডেলি বাজার এলাকায়ও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা ও ছুটির সময়ে। জেলা কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আতাউর রহমান লস্কর জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হবে বলে আশাবাদী বাসিন্দারা।

শ্রীভূমিতেও সেল ব্রডকাস্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন হচ্ছে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৯ জুন : কেন্দ্র সরকার থেকে গত ২ মে তারিখে চালু করা একটি অত্যাধুনিক এবং সম্পূর্ণ দেশীয় জনসতর্কতা ব্যবস্থা 'সেল ব্রডকাস্ট সিস্টেম' বা সিবিএস, এখন অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে সি-ডট কর্তৃক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহযোগিতায় তৈরি এই ব্যবস্থাটি একটি নির্দিষ্ট এলাকার সমস্ত মোবাইল ফোনে তাৎক্ষণিক এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে জরুরি সতর্কতা সরাসরি পাঠাতে সক্ষম। অসম-সহ সমগ্র ভারতে বাস্তবায়নের জন্য এই সিবিএস ব্যবস্থা উপলব্ধ করা হয়েছে। এতে গত ২ মে তারিখে দেশব্যাপী এক পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রকৃত দুর্যোগের সময় এই ব্যবস্থাটি ইতোমধ্যেই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী অসম সরকার রাজ্যজুড়ে এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। এই সিবিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে থাকা সমস্ত মোবাইল ডিভাইসে আসন্ন দুর্যোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী বার্তা প্রেরণ করা হবে। ওই বার্তা জনগণ-সহ সবার ফোনেই পৌঁছবে। সিবিএস বাস্তবায়নের সময়, নাগরিকরা দুর্যোগ সংক্রান্ত জরুরি সতর্কতা তাদের মোবাইল ডিভাইসে পেতে পারেন। এই সিবিএস সতর্কতাগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল, যা বার্তাটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল হ্যান্ডসেটে প্রায় ৩০ সেকেন্ডের জন্য একটি উচ্চ শব্দযুক্ত অডিও অ্যালার্ম বা নোটিফিকেশন চালু করবে। এই সতর্কতাগুলো কেবল অনুমোদিত সরকারি সংস্থাগুলোর দ্বারা জারি করা অফিসিয়াল বার্তা, যা ঝড়ো হাওয়া, ভারি বৃষ্টি, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, আকস্মিক বন্যা বা গ্যাস লিকের মতো প্রকৃত জরুরি পরিস্থিতির সময় দেওয়া হয়ে থাকে। এই সতর্কতাটি মোবাইলের স্ক্রিনে একটি পপ-আপ মেসেজ হিসেবে উপস্থিত হবে এবং এর সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র উচ্চ শব্দ ও কম্পন বা ভাইব্রেশন হবে। সাপোর্টেড হ্যান্ডসেটগুলোতে মেসেজটি উচ্চৈস্বরে পড়েও শোনানো হবে। এই সিবিএস ব্যবস্থাটি প্রচলিত এসএমএস সতর্কতার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। এটি নেটওয়ার্ক জ্যাম বা যানজটের সময়ও কাজ করে এবং লক্ষ্যযুক্ত এলাকার সমস্ত মোবাইল ব্যবহারকারীদের (রোমিং ব্যবহারকারীদের সহ) কাছে পৌঁছয়। এটি একাধিক ভাষায় বার্তা সমর্থন করে এবং ২জি, ৩জি, ৪জি এবং ৫জি নেটওয়ার্ক জুড়েও কার্যকর থাকে।

বেঙ্গালুরুতে নিখোঁজ বদরপুরের যুবক, উদ্বিগ্ন পরিবার

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ৯ জুন : রোজগারের তাড়নায় বহির্রাজ্যে গিয়ে সন্ধানহীন এক যুবক। বদরপুর এলাকার এক যুবক পরিবার প্রতিপালনের তাগিদে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত অবস্থায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার পর থেকেই গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছেন পরিবারের লোকজন, আত্মীয়স্বজন ও এলাকার স্থানীয় জনগণ।

জানা গেছে, বদরপুর থানা এলাকার আদরকোণা গ্রামের বাসিন্দা অনঙ্গ চুটিয়া (৩১) দীর্ঘদিন ধরে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। গত ৪ জুন হঠাৎ করেই পরিবারের সঙ্গে তাঁর সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অনঙ্গর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় কোনওভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। বেঙ্গালুরুতে থাকা সহকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও সুনির্দিষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে পরিবার। নিখোঁজের ছয় দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনও সন্ধান না মেলায় চোখের জল ফেলছেন বৃদ্ধ মা ও স্ত্রী। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে উদ্বেগের ছায়া।

এদিকে, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি অনঙ্গ চুটিয়ার সন্ধান পেয়ে থাকেন অথবা তাঁর সম্পর্কে কোনও তথ্য জানেন, তা হলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। যুবককে দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিধায়ক বিজয় মালাকার ও শ্রীভূমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কার্যালয়ের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পরিবার। প্রশাসনের সদিচ্ছা ও উদ্যোগই এখন তাদের শেষ ভরসা।

রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সভা

আলোচনায় ছাত্রী ও অধ্যাপকরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৯ জুন : বর্তমান প্রযুক্তির দুনিয়ায় আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। সাইবার সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা যদি সচেতন ও সতর্ক না থাকি তবে অর্থহানির সঙ্গে সঙ্গে জীবনহানিও ঘটতে পারে। মঙ্গলবার রবীন্দ্রসদন কলেজে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক এক আলোচনায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্য বক্তা সারওয়ার জাহান এম।

কলেজের কম্পুটার সায়েন্স বিভাগের উদ্যোগে ও ট্রেনিং, ক্যারিয়ার গাইডেন্স অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেলের সহযোগিতায় আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হায়দরাবাদ থেকে আগত মাইক্রোসফট কোম্পানির সিনিয়র ইনফরমেশন সিকুরিটি আর্কিটেক্ট সারওয়ার জাহান। তিনি মূলত সাইবার জগতে নারীর ওপর আক্রমণ ও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। খুব সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ছাত্রীদের সামনে সাইবার আক্রমণ ও হ্যাকারের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেন। মূলত অর্থ আদায় ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার উদ্দেশে সাইবার অপরাধ ঘটে বলে তিনি জানান। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আইডেন্টিটি থ্রেট, ম্যালওয়ার অ্যাটাক, ফিনানশিয়াল ফ্রড, সাইবার স্টকিং, সাইবার গ্রুমিং ইত্যাদি নানা ধরনের সাইবার অপরাধের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া নারীরা বিশেষ করে যুবতীরা কীভাবে ডিপফেক ও সাইবার পর্নগ্রাফির শিকার হন, এ নিয়ে তিনি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। এধরনের সাইবার অপরাধ থেকে তিনি ছাত্রীদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে একগুচ্ছ পরামর্শও দেন। তিনি বলেন, অপরিচিত সফ্টওয়ার, অ্যাপ ইনস্টল করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। এবং কোনওভাবেই ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে যে কোনও মুহূর্তে নিজের বিপদ ঘটতে পারে। এর পাশাপাশি তিনি সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র ও ইউটিউব দেখার পরামর্শ দেন, যাতে আমরা আরও সতর্ক থাকতে পারি।

এদিন শুরুতে কলেজের ক্যারিয়ার গাইডেন্স অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক সঞ্জয়কুমার শীল এই আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। আইকিউএসি-র সমন্বয়ক ড. নীলাঞ্জন দে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে নারীদের বিপদের দিকগুলো উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে কলেজের অধ্যক্ষ সব্যসাচী রায় বলেন, এই প্রযুক্তিনির্ভর সময়ে ব্যাঙ্কিং-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। আলোচনা সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মেমচাতন সিংহ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কম্প্যুটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্তী। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা।

খনিজ ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের গভর্নিং কাউন্সিলের সভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৯ জুন : ডিমা হাসাও জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (ডিএমএফটি)-র গভর্নিং কাউন্সিলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক জেলা কমিশনার তথা ডিএমএফটি-র চেয়ারপার্সন গায়ত্রী দেবীদাস হাইলিঙ্গের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন হাফলঙের বিধায়ক রূপালি লাংথাসা, বিজেপি ডিমা হাসাও জেলা সভাপতি তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য ধৃতি থাওসেন, পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য মনজয় লাংথাসা এবং প্রবিতা জোহরি, স্যামসিং ইংতি, পরিষদের সদস্য লালরেমসিয়ামা দারনেই-সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক এবং গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যরা। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কল্যাণে ডিএমএফটি তহবিলের স্বচ্ছ, কার্যকর ও জনমুখী ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জেলার সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে গঠনমূলক মতবিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উস্‌কানিমূলক পোস্ট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৯ জুন : মব লিঞ্চিং মামলায় তদন্তের গতি দ্রুত চলছে। একে একে গ্রেফতার পাঁচ। সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়ালে রেহাই নয়, কড়া বার্তা পুলিশের। বরাক উপত্যকায় আলোড়ন সৃষ্টি করা পাথারকান্দি মব লিঞ্চিং কাণ্ডকে কেন্দ্র করে শ্রীভূমি জেলা-সহ বরাকজুড়ে চাঞ্চল্য এখনও অব্যাহত। বহুল আলোচিত এই ঘটনার তদন্তে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করছে শ্রীভূমি জেলা পুলিশ প্রশাসন। তদন্তে নেমে ইতোমধ্যেই পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। একইসঙ্গে ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের সনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে জোরদার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের দাবি, তদন্ত সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কাউকেই আইনের আওতার বাইরে রাখা হবে না। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভিডিও ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনের গতিবিধিও নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট, ভিডিও এবং মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পুলিশ প্রশাসন। শ্রীভূমি পুলিশের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনাকারী, ফেসবুক পেজ অ্যাডমিন এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীদের বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তদন্ত চলাকালীন সময়ে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি যাচাইবিহীন তথ্য, বিভ্রান্তিকর ভিডিও, গুজব, উস্‌কানিমূলক বক্তব্য বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে পারে এমন কোনও বিষয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তি আইন-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে মামলা রুজু করে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পুলিশের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বর্তমানে তথ্য আদান-প্রদানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলেও অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে সংবেদনশীল ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা থাকে। সে কারণেই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। শ্রীভূমি পুলিশ আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে সাইবার সেলের সহায়তায় বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোনও পোস্ট, ভিডিও বা মন্তব্য জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার মতো বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে কিছু সামাজিক মাধ্যমের কার্যকলাপ প্রশাসনের নজরে এসেছে বলেও সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য হাতে এসেছে এবং সেগুলো যাচাই-বাছাইর কাজ চলছে। তদন্তের স্বার্থে অনেক তথ্য এখনই প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও আগামী দিনে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সামনে আসতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল নাগরিকের প্রতি শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোনও ধরনের গুজব বা যাচাইবিহীন তথ্য বিশ্বাস না করা এবং প্রচার না করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। কোনও তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বা পুলিশি সূত্র থেকে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শান্তি, সম্প্রীতি এবং সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছে শ্রীভূমি জেলা পুলিশ। প্রশাসনের বক্তব্য, আইন নিজের গতিতেই চলবে এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনতে তদন্তকারী দল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই জনসাধারণকে ধৈর্য ধরে তদন্ত প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাথারকান্দি মব লিঞ্চিং কাণ্ডের তদন্ত এখনও চলমান। ইতোমধ্যে পাঁচ অভিযুক্ত গ্রেফতার হলেও বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পদক্ষেপ সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

দিনপঞ্জিকা

বুধবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ইং ১০ জুন, মুং ২৪ জেলহজ (ভাং তাং ২০ জ্যৈষ্ঠ)। অ ২৬ জেঠ, ফসলী মল ১০ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।২৬ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৬।৫০ গতে সূর্যাস্ত। দশমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

কর্কট : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

মীন : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

খাদ্যে স্বনির্ভরতার উপর জোর অভিভাবক মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

নগাঁওয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে। মঙ্গলবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৯ জুন : হোজাই ও নগাঁও জেলার অভিভাবক মন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অসম সরকারের কৃষি, সেচ ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। দায়িত্ব গ্রহণের পর দুই জেলার উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সব দফতরকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

মঙ্গলবার প্রথমে হোজাই জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন পীযূষ হাজরিকা। সেখানে বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। পরে নগাঁও জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে পৌঁছে নগাঁও জেলার অভিভাবক মন্ত্রী হিসেবেও আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

দুই জেলার বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান, মহিলা উদ্যোগিতা অভিযান, কৃষি, স্বাস্থ্য, পূর্ত, সেচসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। সরকারি প্রকল্পগুলির সঠিক ও সময়মতো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আধিকারিকদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

পীযূষ হাজরিকা স্বাস্থ্য দফতরকে জেলার সমস্ত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সর্বোচ্চ মাত্রার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজকে আরও গতিশীল করতে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

মন্ত্রী বলেন, হোজাই ও নগাঁও জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রতিটি জেলাকে আরও শক্তিশালী, উন্নত এবং সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর সাতের পাতায়

৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উন্নয়নে ৩১.২২ কোটির প্রকল্প অনুমোদন, কৃতজ্ঞতা কৃষ্ণেন্দুর

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৯ জুন : অসমের সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শ্রীভূমি তথা করিমগঞ্জ জেলার জন্য এলো এক বড় সুখবর। জানালেন পাথারকান্দির বিধায়ক ও রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বরাক উপত্যকার ও এনসি হিল উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। কান্দিগ্রাম মালুয়া থেকে বিদ্যমান করিমগঞ্জ বাইপাস পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ওয়ান টাইম ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক। প্রকল্পটির টেন্ডার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১.২২ কোটি। এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অনুমোদনের খবর জানিয়েছেন অসম সরকারের মন্ত্রী পাল। এক বিবৃতিতে জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির সংস্কার ও

এরপর সাতের পাতায়

সেবার ১২ বছর ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়ে গর্বিত মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু

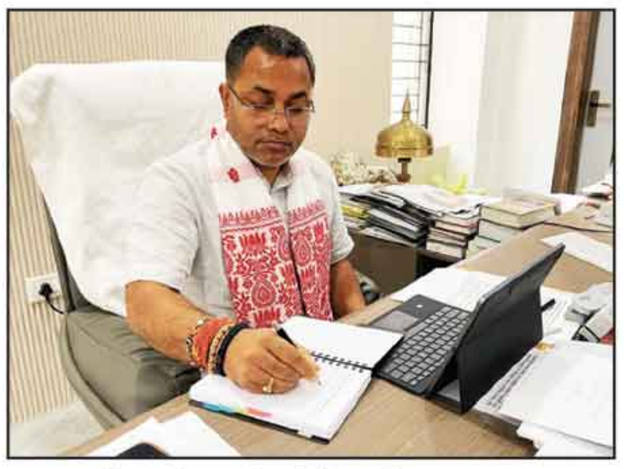

নিজ কার্যালয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি ৯ জুন : মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মঙ্গলবার ১২ বছরের সেবা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান ও গর্বিত বলে মন্তব্য করেছেন পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। বৈঠকে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। দেশের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও সুসংহত করা এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল জানান, গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে ভারত এক নতুন উন্নয়নের দিগন্তে পৌঁছেছে। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল বিপ্লব, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক অগ্রগতি; প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি বলেন, 'গত ১২ বছর 'সেবা, সুশাসন ও জাতি সর্বাগ্রে' এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে দেশ এগিয়ে

এরপর সাতের পাতায়

ডবকায় জমি-বিবাদে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১১

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ৯ জুন : হোজাই জেলার বিন্নাকান্দি গ্রামে জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সোমবার এক চাঞ্চল্যকর ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কুতুব উদ্দিন (৫৩) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন এবং অন্তত ১১ জন গুরুতর আহত হন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বহু বছর ধরে বসবাস করে আসা নিহত কুতুব উদ্দিনের পরিবারের দখলে থাকা একটি জমি নিয়ে সকালে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, বিতর্কিত জমিটি দখলের চেষ্টা চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে দা-ছুরি ও লাঠিসোঁটা

এরপর সাতের পাতায়

বদরপুর-চৈতন্যনগর ব্লকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে : জাকারিয়া

এম এইচ বাহার উদ্দিন

ফুলের তোড়া দিয়ে বিধায়ক জাকারিয়া আহমেদকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

বদরপুরঘাট, ৯ জুন : বদরপুর চৈতন্যনগর আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ও উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্লকের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুমন বরা ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় প্রদান করে বিধায়ককে সম্মাননা প্রদান করেন। এরপর বদরপুর চৈতন্যনগর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি ভোপাল রায়ও ফুলের তোড়া এবং উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে সম্মান জানান।

এদিন বিডিও সুমন বরা বক্তব্যে নবনির্বাচিত বিধায়ককে স্বাগত জানিয়ে ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সংবর্ধনার জবাবে বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ বলেন,

এরপর সাতের পাতায়

৫ ইন্সপেক্টর ও ১৪ সাব-ইন্সপেক্টর সহ ৫০ জন বদলি কাছাড় পুলিশে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : ব্যাপক হারে রদবদল করা হলো কাছাড় পুলিশে। সব মিলিয়ে বদলি করা হয়েছে ৫০ জনকে। এর মধ্যে রয়েছেন ৫ জন ইন্সপেক্টর এবং ১৪ জন সাব-ইন্সপেক্টর। বাকি ৩১ জনের মধ্যে ১ জন এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর সহ ল্যান্সনায়েক ও কনস্টেবল পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী। ৫ জন ইন্সপেক্টরের মধ্যে কাটিগড়া থানার ওসি নীলকমল বরুয়াকে বদলি করা হয়েছে সোনাইয়ের সিআই হিসেবে। এমটিআই নব শইকিয়াকে করা হয়েছে কাটিগড়া থানার ওসি। সিআইসিটি মিরাজ দোলেকে বদলি করা হয়েছে শিলচর থানায় অ্যাটাচ অফিসার হিসেবে। জয়পুর থানার ওসি অ্যালবার্ট লালিয়েনজৌলকে করা হয়েছে আর আই, সঙ্গে এমটিও হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বেও থাকবেন

এরপর সাতের পাতায়

প্রতিবছর কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ বরাদ্দ হলেও কাটিগড়ায় উন্নয়নের ছোঁয়া নজরে পড়েনি : বিধায়ক কমলাক্ষ

আব্দুস সুবহান লস্কর

কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে উত্তরীয় ও ঝাঁপি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

কাটিগড়া, ৯ জুন : স্বাধীনতার কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হলেও এমন কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি কাটিগড়ায়। অতি আক্ষেপের সুরে এমন অভিমত ব্যক্ত করলেন কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বলেন, আজও উন্নয়নের ছোঁয়া নজরে পড়েনি। বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নের কাজকর্ম মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সীমান্তের সুবাদে কাটিগড়া বিধানসভায় উন্নয়নের নামে প্রতিবছর কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ বরাদ্দ হলেও উন্নয়ন বলতে কিছুই নেই। তাই সবাই একজোট হয়ে কাজ করলে অসমের বুকে এক প্রতিষ্ঠিত বিধানসভা কেন্দ্র হবে কাটিগড়া। সংবর্ধনা সভায় এ কথাগুলি বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ। জিপি সচিবদের কর্তব্যে গাফিলতির জন্যই উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয়। বর্তমান কাটিগড়া থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত রয়েছে শাসক দলের দখলে, সবাই একজোট হয়ে কাজ করলে কাটিগড়াকে অসমের বুকে এক প্রতিষ্ঠিত বিধানসভা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পারব। মঙ্গলবার কালাইন উন্নয়ন খণ্ডে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় এমন কথাই শোনালেন কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। মঙ্গলবার কালাইন খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ে

এরপর সাতের পাতায়

লামডিং থেকে ধৃত অভিযুক্ত আলগাপুরের যুবক

রামকৃষ্ণনগরে পরকীয়া সম্পর্কের মর্মান্তিক পরিণতি, প্রেমিকের কোপে গৃহবধূর মৃত্যু

মনোজ মোহান্তি

লামডিং থেকে গ্রেফতার এবাদ উদ্দিন লস্কর, পাশে মৃত রোশনা বেগমের ফাইল ছবি।

রামকৃষ্ণনগর, ৯ জুন : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গড়ে ওঠা পরকীয়া সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এক গৃহবধূকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁরই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগর থানাধীন গামারিয়া এলাকায় ঘটে যাওয়া এই বর্বরোচিত ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা জেলায়। নিহতের নাম রোশনা বেগম (নাম পরিবার সূত্রে প্রাপ্ত)। তিনি তিন সন্তানের জননী ছিলেন। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর ট্রেনে চেপে পালানোর সময় রেল পুলিশের তৎপরতায় শেষ রক্ষা হয়নি অভিযুক্তের। লামডিং স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত প্রেমিক এবাদ উদ্দিন লস্করকে। ধৃত যুবকের বাড়ি হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর পার্ট-১ এলাকায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোশনা বেগমের স্বামী

এরপর সাতের পাতায়

ধুবড়িতে নাবালিকা অপহরণ ও যৌন নিপীড়ন মামলায় অভিযুক্তের ১০ বছরের কারাদণ্ড

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ৯ জুন : নাবালিকা অপহরণ ও যৌন নিপীড়নের একটি মামলায় ধুবড়ির পকসো আদালত গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করেছে। মামলার অভিযুক্ত দয়াল শীল ওরফে রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি আগমনি থানায় এক নাবালিকা কন্যার বাবা অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তীতে মামলাটি পকসো আদালতে বিচারাধীন হয়। মামলার শুনানি শেষে অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক তথা বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক সাবিনা মজুমদার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত পকসো আইনের ৪ নম্বর ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৩৬৬ ধারার অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে।

রায়ে আদালত দয়াল শীল ওরফে রাহুলকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত কারাদণ্ড ভোগের নির্দেশ প্রদান করে। এই রায়কে নাবালিকাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। আদালতের এই কঠোর অবস্থান শিশু ও নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের দৃঢ়তারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন আইনজীবী মহল।

লঙ্কায় ছেলের হাতে বাবা খুন

বিপ্লজিৎ দেব

লঙ্কা, ৯ জুন : লঙ্কা শহরের চার নং ওয়ার্ডের এক অমানবিক ঘটনায় অঞ্চল জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। উত্তম চক্রবর্তী (৭০) নামের ব্যক্তিটিকে তার একমাত্র আদরের ছেলে রাজ চক্রবর্তী গলা চেপে ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করে। জানা গেছে, সোমবার উত্তম চক্রবর্তীর ছেলে রাজ চক্রবর্তী নেশাগ্রস্ত হয়ে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল সেই সময় তার মা রেখা চক্রবর্তী পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন, আর বাবা টাকা দিতে অস্বীকার করায় রাজ চক্রবর্তী তার বাবা উত্তম চক্রবর্তীর গলা চেপে ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করে বাড়ির অব্যবহৃত বাথরুমে মরদেহ ফেলে রাখে। আরও জানা গেছে, মা ঘরে এসে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে তোর বাবা কোথায়, ছেলে তখন জানায় বাবা হোজাইয়ে কোনও কাজে গেছে।

এরপর সাতের পাতায়

তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর জখম কিশোরী, খোঁজ নিলেন দীপায়ন

কিশোরীর খোঁজ নিচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : শিলচর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা বিজেপির বুথ সভাপতি গোপাল রায়ের ১৪ বছরের কন্যা বান্টি রায় গুরুতর দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বর্তমানে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় দশম শ্রেণির এই ছাত্রী। প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মঙ্গলবার রাতে জেলা যুব মোর্চার কর্মী স্বর্ণদীপকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে বান্টির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন।

জানা গেছে, ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার সময় বান্টি প্রথমে একটি বৈদ্যুতিক তারের উপর আছড়ে পড়ে, তারপর মাটিতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় তার ডান হাতের বেশ কিছু অংশ দগ্ধ

এরপর সাতের পাতায়

নগাঁওয়ে মাদক উদ্ধার, এক সপ্তাহে ২০ জন গ্রেফতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ৯ জুন : নিষিদ্ধ মাদকের বিরুদ্ধে নগাঁও পুলিশের জোরদার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এক সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত ধারাবাহিক অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করার পাশাপাশি প্রায় ২০ জন মাদক সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এই অভিযানেরই অংশ হিসেবে শনিবার গভীর রাতে ইটাচালি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত শিয়ালমারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ শিয়ালমারির বাসিন্দা রেজাউল হক ওরফে রাজুর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি অভিযানে রেজাউল হকের ঘর থেকে ৫০টি প্লাস্টিক কন্টেনারে সংরক্ষিত প্রায় ৬০ গ্রাম হেরোইন, ৬.২৬ গ্রাম 'লিপি'সহ নেশাজাতীয় ওষুধ এবং ৫টি খালি প্লাস্টিক কন্টেনার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য উল্লেখযোগ্য বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযানের পরই

এরপর সাতের পাতায়

রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ভাওনার আসরে, ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে বিধায়ক রূপক

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ৯ জুন : রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, এবার ব্রজবলী ভাষায় অঙ্কীয়া ভাওনার বচন ও অভিনয়ের মাধ্যমে হাজারো দর্শককে মুগ্ধ করলেন নগাঁও-বটদ্রবা বিধায়ক রূপক শর্মা। রবিবার রাতে তাঁর বিধানসভা এলাকার পুরণিগুদাম কচালিগাঁও বরনামঘরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসবের শেষ দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্তিত অঙ্কীয়া ভাওনা 'বালিবধ'। সেই ভাওনায় রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।

সাধারণত রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রূপক শর্মাকে এদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়। ব্রজবলী ভাষায় বচন পরিবেশন ও চরিত্রের সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি ভাওনার ঐতিহ্যবাহী আবহকে জীবন্ত করে তোলেন। ভাওনার অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁদের দক্ষ অভিনয় ও উপস্থাপনায় দর্শকদের দীর্ঘ সময় ধরে আকৃষ্ট রাখতে সক্ষম হন।

গায়ন-বায়নের সুর, খোল-তাল, নেগেরা, ডবা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে নামঘর প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। ডাবরীয়াদের বচন, পয়ার ও বিলাপে সৃষ্টি হয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ভাওনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন বেহেরবাড়ি আউটপোস্টের জনপ্রিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওট। স্থানীয় সমাজকর্মী ও প্রবীণ

এরপর সাতের পাতায়

বিক্রমপুরে বীর বিরসা মুণ্ডার শহিদ দিবস পালন

বিরসা মুণ্ডার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে স্কুল পড়ুয়া সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের অগ্রদূত বীর শহিদ বিরসা মুণ্ডার শহিদ দিবস মঙ্গলবার শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় চন্দ্রনাথপুর এলাকার বিক্রমপুর চা-বাগানে। বিরসা মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চা-বাগানের শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নিয়ে এই মহান আদিবাসী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক মুণ্ডা বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন বিরসা মুণ্ডা। আদিবাসীদের জমির অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে তিনি সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হয়ে ১৯০০ সালের ৯ জুন কারাগারে তিনি শহিদ হন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় আট দশক পরেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী সমাজকে নিজেদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বিরসা মুণ্ডার আদর্শ আজও আদিবাসী সমাজের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

মব লিঞ্চিং : পাথারকান্দি সনাতনী সংগঠনগুলির প্রতিবাদ মিছিল

এসএম জাহির আব্বাস

পাথারকান্দিতে সনাতনী সংগঠনের বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ।

কটামণি, ৯ জুন : 'প্রকৃত সত্য সামনে আনুন' নালুগাঁও ঘটনায় সরব পাথারকান্দির জনতা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৫ দফা দাবি সনাতনী জনগণের। পাথারকান্দির নালুগাঁও গ্রামে সম্প্রতি সংঘটিত বহুল আলোচিত মব লিঞ্চিং ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে জনমত। ঘটনার পর থেকে একদিকে যেমন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে, অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা ধরনের মন্তব্য, গুজব এবং উস্কানিমূলক প্রচারকে ঘিরেও উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এবার প্রকাশ্যে প্রতিবাদে সামিল হল পাথারকান্দির বিভিন্ন সনাতনী সংগঠন ও এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ। সনাতনী ঐক্যমঞ্চের উদ্যোগে আজ বিকেলে পাথারকান্দির ঐতিহ্যবাহী ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর আশ্রম প্রাঙ্গণে এক বিশাল গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ শুরু হওয়ার অনেক আগেই আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ সেখানে উপস্থিত হতে শুরু করেন। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, প্রবীণ নাগরিক সহ সনাতনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সমাবেশে বক্তারা নালুগাঁওয়ের ঘটনাকে অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তারা বলেন, কোনও অপরাধমূলক ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে ঘটনার সুযোগ নিয়ে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা কিংবা একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সমাবেশ শেষে শত শত মানুষের অংশগ্রহণে এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। মিছিলটি ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর আশ্রম থেকে শুরু হয়ে পাথারকান্দির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে চক্র আধিকারিকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা শান্তি, সম্প্রীতি এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। হাতে ছিল বিভিন্ন দাবিসংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড। পরবর্তীতে পাথারকান্দি সার্কল অফিসারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে আন্দোলনকারীরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, নালুগাঁওয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু ব্যক্তি ও

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৫৫, বুধবার, ১০ জুন, জ্যৈষ্ঠ ২৬, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

উত্তর-পূর্ব ভারত ভেজাল ওষুধের ডাম্পিং গ্রাউন্ড?

ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবসার ভেতরগত বিষয়-আশয় সাধারণ ক্রেতাদের বোধগম্য নয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষকে ঠকে যাচ্ছে।

ভেজাল ওষুধ নিয়ে ভারতে উদ্বেগ নতুন নয়। এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারত জাল ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী বা ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের বাজার রমরমা। সেসঙ্গে রয়েছে ওষুধের দামের তারতম্য। একাংশ ফার্মাসির বিরুদ্ধে দেদার রেহাই মূল্যের নাম করে ক্রেতাদের পকেট কাটারও অভিযোগ। ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবসার ভেতরগত বিষয়-আশয় সাধারণ ক্রেতাদের বোধগম্য নয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষকে ঠকে যাচ্ছে। জাল ওষুধের কারবার একটি গুরুতর এবং ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে অভ্যন্তরীণ বাজারে জাল এবং নিম্নমানের ওষুধের উপস্থিতি একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলে সে ছবি পরিষ্কার হবে। বিভিন্ন গবেষণা ও সংগঠনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে মোট বিক্রি হওয়া ওষুধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাল বা নিম্নমানের হওয়ার আশঙ্কা। অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস (এআইওসিডি)-র মতো সংগঠনের সূত্র অনুযায়ী, অতিমারির পর থেকে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কালোবাজারিদের বেশকিছু টার্গেট ওষুধ। সাধারণত জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিক, ক্যান্সারের ওষুধ, হৃদরোগের ওষুধ, অ্যালবুমিন ইনজেকশন, এমনকী সাধারণ ব্যথানাশক এবং ওমেপ্রাজলের মতো গ্যাসের ওষুধও জাল করা হচ্ছে। সম্প্রতি মৃগী রোগের ওষুধের মোড়কে জাল ওষুধ বিক্রির চক্রও ধরা পড়েছে। এসব কারবারে জড়িত সরবরাহ শৃঙ্খল বা চেন এবং সিন্ডিকেট। বড় পাইকারি বিক্রেতারা সাধারণত সুরক্ষিত থাকলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ছোট পরিবেশক বা খুচরো বিক্রেতাদের মাধ্যমে এই জাল ওষুধ বাজারে প্রবেশ করে।

এছাড়াও অনলাইন ফার্মাসি ও অননুমোদিত মেডিক্যাল স্টোরের মাধ্যমেও এটি ছড়াচ্ছে। দেখতে হুবহু আসলের মতো হলেও এতে কোনও রোগ নিরাময়কারী রাসায়নিক উপাদান (অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস বা এপিআই) থাকে না। সাধারণত চক পাউডার বা স্টার্চ দিয়ে এগুলো তৈরি হয়। ওষুধের মোড়কে এক উপাদানের কথা লেখা থাকলেও ভেতরে কমদামি বা ক্ষতিকারক অন্য উপাদান থাকে। সঠিক উপাদানের ব্যবহার থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম পরিমাণে থাকে, যা রোগ সারাতে ব্যর্থ হয়। মনে রাখতে হবে, সস্তা বা ডিসকাউন্টে ওষুধ কেনার প্রবণতার কারণে অনেকে অননুমোদিত উৎস বা সাধারণ দোকান থেকে যাচাই না করেই ওষুধ কেনেন। এর প্রভাব ক্ষতিকর এবং ভয়ঙ্কর। জাল ওষুধ সেবনের ফলে রোগ তো সারেই না, উল্টে ভুল উপাদানের কারণে লিভার, কিডনি ও হার্টের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতে এসব জাল ওষুধের কারবার নিয়ে উদ্বেগ বহুদিনের। বলতে গেলে, এটি বর্তমানে একটি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান, সীমান্তবর্তী এলাকা এবং সচেতনতার অভাবকে কাজে লাগিয়ে অসাধু চক্র এই অঞ্চলকে জাল ওষুধের একটি বড় ট্রানজিট পয়েন্ট ও বাজারে পরিণত করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যে (যেমন, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড) আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং ভুটানের সঙ্গে। সীমান্ত ব্যবহার করে মাদক চোরাচালানের পাশাপাশি জাল ও অনুমোদনহীন ওষুধ খুব সহজেই ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ বা কলকাতার মতো বড় মেট্রো শহরে তৈরি বা মজুত রাখা জাল জীবনদায়ী ওষুধ, নকল অ্যান্টিবায়োটিক এবং ক্যান্সারের ওষুধগুলো মূল চক্রীরা দূরবর্তী এই অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। নজরদারির ফাঁক গলে এই অঞ্চলকে তারা 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করে। গুয়াহাটির রিজিওনাল ড্রাগস কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (আরডিটিএল)-র বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক ফার্মাসিতে কোনও বৈধ কোয়ালিফায়েড ফার্মাসিস্ট থাকেন না। এমনকী, কিছু গ্রামীণ এলাকায় সাপ্তাহিক হাটে বা ফুটপাতে সব্জির মতো ওষুধ বিক্রি করতে দেখা যায়। প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকা এবং দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ড্রাগ ইনস্পেক্টরদের পক্ষে সমস্ত ওষুধের দোকানে নিয়মিত আকস্মিক তল্লাশি চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। দিল্লি এবং কলকাতা পুলিশের সাম্প্রতিক তদন্তে উঠে এসেছে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে পাঠানো জাল ওষুধের চালানের মধ্যে সিংহভাগই ছিল ভুয়ো অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন- অ্যাজিথ্রোমাইসিন, সেফিক্সাইম), নকল জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন এবং হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন, ইনসুলিন ইনজেকশন এবং জীবনদায়ী হিউম্যান অ্যালবুমিন, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের ক্রনিক ওষুধ। সুতরাং, নকল বা জাল ওষুধের কারবার এখানে কোন্ গভীরে ভিত্তি গেড়ে বসে আছে এবং কালোবাজারিদের হাত কত দূর প্রসারিত, তা বোঝার বাকি থাকে না। অসমকে এই অভিশাপ থেকে রেহাই দিতে নয়া সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ জরুরি।

জ্বালানি সংকট, চোখ রাঙাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি

সুতীর্থ চক্রবর্তী

নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে দেশের বিদেশনীতি কী, এই প্রশ্ন বারবার উঠেছে। সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন আরও প্রকট হয়েছে। মোদির সময়কালে আমরা দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিদেশনীতির রাস্তা থেকে সরে এসেছি। ১৫০ কোটি মানুষের দেশের কূটনৈতিক ভাগ্য এখন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মোদির সঙ্গে কিছু রাষ্ট্রনেতার ব্যক্তিগত সম্পর্কের রসায়নের ওপর। এই ব্যক্তিগত কূটনীতির জেরে কখনও আমরা বিশ্বমঞ্চে একঘরে হয়ে পড়ছি, আবার কখনও দীর্ঘদিনের মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ককে শীতল করে ফেলছি। কিন্তু দিনের শেষে এর খেসারত দিতে হচ্ছে দেশবাসীকে।

ইরান যুদ্ধের (Iran-Israel War) জেরে এখন বিশ্বজুড়ে যে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে, তার অন্যতম ভুক্তভোগী ভারত। ভারতকে বছরে যে পরিমাণ গ্যাস আমদানি করতে হয়, তার প্রায় ৯০ শতাংশ আসে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। যে হরমুজ প্রণালী ইরান কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতের আমদানি করা জ্বালানি তেলের ৪০ শতাংশও হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল। গ্যাস ও জ্বালানি সংকটের এই মূল্য কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি চোকাতে হচ্ছে সাধারণ ভারতবাসীকেই। রাজ্যে রাজ্যে রান্নার গ্যাসের জন্য মানুষের হাহাকার যে-কথা বলে দিচ্ছে। আগামী দিনে যখন মোদি সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেবে, তখনও তার চাপ বহন করতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকেই। অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি সবার পকেট ফাঁকা করে দেবে।

রান্নার গ্যাসের জন্য হাহাকার দেশে যে ধরনের সংকট তৈরি করেছে, তা অভূতপূর্ব। দেশের সমস্ত শহরে অসংখ্য হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ। কিছু কিছু রেস্তোরাঁয় খাওয়ার বিলের সঙ্গে মেটাতে হচ্ছে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সারচার্জ। কোনও কোনও রেস্তোরাঁ ক্রেতাদের বলছে, বাড়ি থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে এলে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হবে। সংবাদমাধ্যমেই দেশের কোনও একটি রেস্তোরাঁর কাহিনি প্রচার হচ্ছে, যেখানে একটি সিলিন্ডারের বিনিময়ে মিলছে ২০ প্লেট মোমো। রান্নার গ্যাসের অভাবে হাসপাতালে রোগীদের খাবারে কাটছাঁট হচ্ছে। মন্দিরে ভোগ রান্না বন্ধ রাখা হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, অফিসের ক্যান্টিনে রান্না করা খাবারের অভাব। দেশের বড় অংশের মানুষ হাতে গড়া রুটি খেতে অভ্যস্ত। তাদের পরিবর্তন করতে হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসের। কোভিডের সময় এইরকম 'নিও-নর্মাল' পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কোভিড ছিল একটি মহামারি। কিন্তু এবারের এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য মোদি সরকার তার দায় এড়াতে পারে না।

ইরান যুদ্ধের যা গতিপ্রকৃতি, তাতে এই যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সেক্ষেত্রে গ্যাসের সংকট তো আরও তীব্র হবেই, তার সঙ্গে অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে পেট্রোল-ডিজেলের দামবৃদ্ধি। জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধি অন্য সমস্ত পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবে। দেশের অর্থনীতি বহু দিন ধরেই মূল্যবৃদ্ধির জেরে জর্জরিত। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো জ্বালানি সংকটের ধাক্কায় বড় ধরনের কোনও মূল্যবৃদ্ধি একেবারে মুখ থুবড়ে ফেলবে অর্থনীতিকে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে আমেরিকা ও

ভারতের আমদানি করা জ্বালানি তেলের ৪০ শতাংশও হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল। গ্যাস ও জ্বালানি সংকটের এই মূল্য কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি চোকাতে হচ্ছে সাধারণ ভারতবাসীকেই। রাজ্যে রাজ্যে রান্নার গ্যাসের জন্য মানুষের হাহাকার যে-কথা বলে দিচ্ছে। আগামী দিনে যখন মোদি সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেবে, তখনও তার চাপ বহন করতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকেই। অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি সবার পকেট ফাঁকা করে দেবে। রান্নার গ্যাসের জন্য হাহাকার দেশে যে ধরনের সংকট তৈরি করেছে, তা অভূতপূর্ব।

ইজরায়েলের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে শেয়ার বাজারে চলছে রক্তক্ষরণ। বিদেশি লগ্নিকারীরা রোজ বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পথে বসতে চলার অবস্থা বহু ছোট ছোট লগ্নিকারীর। বেকারত্বের এই যুগে বহু ভারতবাসীর জীবিকার উপায়ও শেয়ারে লগ্নি। রান্নার গ্যাসের সংকট যদি বিশাল হোটেল-রেস্তোরাঁ শিল্পে কোটি কোটি কর্মহানির শঙ্কা তৈরি করে, তা হলে শেয়ার বাজারে ধস পথে বসিয়েছে অসংখ্য পরিবারকে।

যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই ভারতের এই দুরবস্থার দায় কীভাবে এড়াবেন প্রধানমন্ত্রী? ভারতের মতো চিনকেও নির্ভর করতে হয় আমদানি করা জ্বালানি তেলের ওপর। অথচ চিনের সামনে এখনও কোনও জ্বালানি সংকট নেই। প্রথমত, যুদ্ধ শুরুর আগেই চিন উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রচুর অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও গ্যাস কিনে তা মজুত করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, হরমুজ প্রণালীতে ইরান চিনের জাহাজের ক্ষেত্রে কখনওই কোনও বাধার সৃষ্টি করেনি। এটা ভারতের ক্ষেত্রেও গোড়া থেকে হওয়ার কথা। কারণ, ইরান ভারতের দীর্ঘ দিনের বন্ধু। ইরানের চাবাহার বন্দরে ভারতের বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে। ২০২৪ সালের ২১ মে যখন ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি রহস্যজনক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন, তখন ভারত একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছিল।

ভারতের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছিল। সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছিল। অথচ আমেরিকার হানায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই নিহত হওয়ার পর শুধুমাত্র শোকবার্তা দিতে মোদি সরকার সময় নিল পাঁচ দিন। ইরানে হামলা শুরুর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে মোদি ইজরায়েলে গিয়ে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর গলা জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর খবর পেলেন না। ফলে ভারত চিনের মতো আগাম কৌশলগত তেল-গ্যাস মজুতের সময়ও পেল না। তাদের কঠিন সময়ে ভারতের নীরবতায় ক্ষুব্ধ ইরান হরমুজ প্রণালীতে ভারতীয় জাহাজকেও প্রাথমিকভাবে ছাড় দিল না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর সঙ্গে মোদির ব্যক্তিগত সম্পর্কের রসায়নের ভিত্তিতে প্রতি মুহূর্তে ভারতের বিদেশনীতি রচনা হচ্ছে। পহেলগাঁও হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সময় ট্রাম্প যখন আচমকা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকলেন, তখন ভারত আমেরিকার কৌশলগত সহযোগী হয়েও কোণঠাসা হয়ে পড়ল। আবার, সেই ট্রাম্পের শুল্কের চাপেই রাশিয়া থেকে সস্তার জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করল ভারত। এখন গ্যাস ও জ্বালানির সংকটের মুখে ভারতকে সচেষ্ট হতে হচ্ছে ইরানকে খুশি করতে। মোদি ফোন করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্টকে। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বারবার কথা বলছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। সৌদির রাজকুমার ও আরব আমিরশাহির শাসকের সঙ্গে মোদির ব্যক্তিগত সম্পর্কের কূটনীতি গত কয়েক বছরে ভারতের জ্বালানি-নির্ভরতা উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর আরও বাড়িয়েছে। এখন সংকটে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, ভারত আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা থেকেও জ্বালানি কিনবে।

মোদির ব্যক্তিগত কূটনীতি যে তাঁর 'বিশ্বগুরু' ভাবমূর্তি নির্মাণেই বেশি গুরুত্ব দেয়, তা নিয়ে সংশয় নেই। এই কাজ করতে গিয়ে আসলে ভারত কোনও লবির থেকেই আর পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে না। তাই সংকট সময়ে দেশের মানুষের রান্নাঘরে টান পড়ছে।

'পলিটিক্স নর্দমার মতো' : কেন রাজনীতি ছাড়েন অমিতাভ?

মুম্বই, ৯ জুন : ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর পরিচয় 'শাহেনশাহ', 'বিগ বি' কিংবা 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' হিসেবে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে কোটি কোটি দর্শকের হৃদয়ে রাজত্ব করে চলেছেন অমিতাভ বচ্চন। কিন্তু অভিনয়ের উজ্জ্বল সাফল্যের মাঝেও এক সময় তিনি পা রেখেছিলেন রাজনীতির ময়দানে। সেই সফর ছিল বেশ ছোট। বিতর্কিত এবং শেষ পর্যন্ত বেজায় হতাশাজনক। তাই মাত্র তিন বছরের মধ্যেই রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন অমিতাভ।

১৯৮৪ সাল। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে অস্থির সময়। সেই সময়ে পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আহ্বানে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন অমিতাভ বচ্চন। অভিনয় থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে তিনি উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

প্রতিপক্ষ ছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বহুগুণ যেখানে বহু বছরের পরীক্ষিত নেতা, সেখানে অমিতাভ ছিলেন একেবারে নতুন মুখ। কিন্তু জনপ্রিয়তার জোরে তিনি রেকর্ড ব্যবধানে জয়ী হন। সেই সময়ের অন্যতম বড় জয়ের নজির গড়েছিলেন তিনি। কিন্তু রুপোলি পর্দার নায়ক হয়ে ওঠা আর বাস্তব রাজনীতির জটিল সমীকরণ সামলানো এক নয়। খুব দ্রুতই অমিতাভ বুঝতে পারেন যে, রাজনীতি তাঁর স্বভাব, মানসিকতা এবং পেশাগত জীবনের সঙ্গে সহজে খাপ খায় না। সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও রাজনৈতিক সংঘাত, দলীয় সমীকরণ এবং বিতর্কের আবহ তাঁকে ক্রমশ অস্বস্তিতে ফেলতে থাকে।

এরই মধ্যে সামনে আসে ভারতের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক বিতর্ক— বফর্স কেলেঙ্কারি। সুইডিশ অস্ত্র নির্মাতা সংস্থার সঙ্গে কামান কেনার চুক্তিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে অমিতাভ বচ্চন এবং তাঁর ভাইয়ের নামও জড়িয়ে পড়ে। যদিও কোনও সরকারি তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তবুও এই বিতর্ক তাঁর ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দেয়। অমিতাভ বারবার দাবি করেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন। পরবর্তীতে তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের প্রমাণ মেলেনি। বহু বছর পরে সুইডিশ তদন্ত-সংক্রান্ত সূত্র থেকেও জানা যায়, বচ্চন পরিবারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও ভিত্তি ছিল না। কিন্তু ততদিনে রাজনীতির প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৮৭ সালে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অমিতাভ এক মন্তব্য করেছিলেন, যা আজও উদ্ধৃত হয়— তিনি রাজনীতিকে 'cesspool' বা 'নর্দমা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আদর্শ এবং জনসেবার যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন, বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে অনেক আলাদা।

অমিতাভের অভিজ্ঞতা আসলে ভারতের বহু তারকার রাজনৈতিক জীবনের এক পরিচিত চিত্র তুলে ধরে। জনপ্রিয়তা ভোট এনে দিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক সাফল্য নিশ্চিত করে না। রুপোলি পর্দার জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে যে বিশাল ফারাক রয়েছে, তা অনেক সেলিব্রিটিকেই বুঝতে হয়েছে। তবে রাজনীতি ছাড়লেও জনজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি অমিতাভ। বরং অভিনয়ে ফিরে এসে নিজের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন। 'মোহব্বতে', 'ব্ল্যাক', 'পিকু', 'পা' থেকে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'— একের পর এক সাফল্য তাঁকে নতুন প্রজন্মের কাছেও সমান জনপ্রিয় করে তোলে।

আজ ফিরে তাকালে দেখা যায়, অমিতাভ বচ্চনের রাজনৈতিক অধ্যায় হয়তো দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু তা ছিল শিক্ষণীয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, জনপ্রিয়তার শিখর থেকে রাজনীতির অঙ্গনে নামা যতটা সহজ মনে হয়, সেখানে টিকে থাকা ততটাই কঠিন। আর সে কারণেই হয়তো ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকাদের একজন শেষ পর্যন্ত রাজনীতির পথ ছেড়ে আবার ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর প্রকৃত মঞ্চে— ক্যামেরার সামনে।

স্মরণ

ন হন্যতে

গত ২৯ মে, ২০২৬ আমাদের পরম পূজনীয় মা সুচরিতা চৌধুরী এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেন। আমাদের পিতৃদেব অরবিন্দ চৌধুরী বহু বছর আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। মায়ের শৈশব কেটেছে শৈলশহর শিলঙে। আমাদের দাদু, প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা। মা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে লেটার-সহ উত্তীর্ণ হন এবং শিলঙের সেন্ট মেরিজ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন সুগায়িকা— আমার গানের হাতেখড়িও তাঁর কাছ থেকেই।

মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিমলাপ্রসাদ চলিহা-র আমলে মা এপিএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পদক লাভ করেন এবং অসম সচিবালয়ে কর্মরত থেকে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে বাবা এসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিলচরে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করলে মা চাকরি ত্যাগ করে শিলং থেকে শিলচরে চলে আসেন। বাবার বদলির চাকরির সূত্রে আমরা অসমের বিভিন্ন স্থানে থেকেছি। এই অবস্থায়ও মা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর স্বভাব। সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন অনেকবার। নিয়মিত বই ও সংবাদপত্র পড়া ছিল তাঁর নিত্য অভ্যাস। মা ও বাবা উভয়েই শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে মা ছিলেন বিনয়ী, পরিশ্রমী, আদর্শবাদী ও মানবিক। পরিবার, সহকর্মী এবং সমাজে তিনি ছিলেন এক শ্রদ্ধেয় ও প্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব। ড. অপরাজিতা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বরাকনন্দিনী সাহিত্য পাঠচক্রের কার্যকরী সদস্যা হিসেবে মা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র, ফেমিনা ও অন্যান্য সাময়িকীতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। শিলচর অফিসার্স রিক্রিয়েশন লেডিজ ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবেও তিনি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। সংসারের প্রতি তাঁর ত্যাগ, ধৈর্য, ভালবাসা ও মমতা আমাদের জীবনের চিরন্তন প্রেরণা। কঠিন পরিস্থিতিতে দৃঢ় থাকার শিক্ষা আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। ৯০ বছর বয়সে মা আমাদের ছেড়ে শান্তিধামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন।

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।।

—দেবী দত্ত

পাঠক পরিসর

শিলচর কি উপেক্ষিতই থেকে যাবে?

অসম-সহ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন শেষে মন্ত্রিসভা গঠন হয়ে গেছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা খোশমেজাজে বিভিন্ন স্থানে অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। তাঁদের ঘরে গামছা, ফুলমালা ও উত্তরীয় অনেক জমেছে। আমাদের কী-ই বা দাবি থাকতে পারে, কারণ বিধায়ক, সাংসদরা সবই দেখেন, শোনেন, চলেন। শারীরিক-মানসিকভাবে ওরা সবাই 'সক্ষম'। তবুও নাগরিক হিসেবে তথা অতি বৃদ্ধ (সুপার সিনিয়র) ব্যক্তি হিসেবে নেতাদের কাছে জানতে চাই—

(১) বরাক উপত্যকার সর্বত্র ভাঙাচোরা সড়কপথ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীন পথগুলো কবে মেরামত করা হবে? ডবল ইঞ্জিন সরকারে এমন দুরবস্থার জন্য আমরা কোনও পাপ করেছি বলে মনে হলে জানাবেন।

(২) সংবিধানের কোন্ অনুচ্ছেদে 'অভিভাবক মন্ত্রী' পদের উল্লেখ রয়েছে। সব জনপ্রতিনিধিই তো পাঁচ বছরের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে অভিভাবক হয়েছেন। তাঁরা যদি তাঁদের অভিভাবক কাউকে করে থাকেন তবে সেটা নির্বাচনের মাধ্যমে হয়েছে কিনা জানতে চাই।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গিন বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে কম খরচ করার উপদেশ দিয়েছেন। আমরা যাতে কম রান্না করি, সেজন্য ঘন ঘন ইন্ধন (জ্বালানি) গ্যাসের দাম বাড়িয়েছেন। সেটা হরমুজ প্রণালীতে কোনও ভারতীয় তেলবাহী জাহাজ ইরান কর্তৃক আটকানোর জন্য নয়। আটকানোর খবর নেই। তা হলে এত আড়ম্বরপূর্ণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানগুলো বাদ দিয়ে রাজভবনে শপথ নেওয়ার ব্যবস্থা করলে সাংবিধানিক ও ব্যয় সংকোচন হতো কিনা জানতে চাই।

(৪) ঠিকাদারি প্রথার ন্যক্কারজনক গলদ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা কবে নাগাদ নেওয়া হবে, একটু জানিয়ে দিন। এখন তো ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিও (এনটিএ) ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করছে। ওই ঠিকাদার আবার অন্য কয়েকটি ঠিকাদারি সংস্থাকে বাণিজ্যিকভাবে কাজ ভাগ করে সাব-কনট্র্যাক্ট দিচ্ছে। এজন্য শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দায়ী করা হচ্ছে। এমন কাজ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় টেট পরীক্ষা চালিয়ে জেলে গেছিলেন, অনুসন্ধান নাকি চলছে, মামলা এখনও বাকি। ইডি, সিবিআই, এনআইএ, সিট, গোয়েন্দা সব এখনও দোষীদের সবাইকে ধরতে পারেনি। এখন এই সব উচ্চ বেতনধারীরা কতদিনে এনটিএ, সিবিএসই-র অপকর্মের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তল্লাশি শেষ করবেন, জানতে চাই।

(৫) এবারের ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ভর্তি পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে করে কবে নাগাদ পড়াশোনা আরম্ভ হবে শিক্ষার্থীরা জানতে চায়। না, না,— আমরা বৃদ্ধরা পড়ব না। আশঙ্কা হয় শিক্ষার্থীরা ক্ষেপে গেলে ওদের দোষ দেওয়া যাবে না, আমরাও দুর্ভোগে পড়ব।

(৬) উনিশ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব অসমে, প্রায় এক কোটি মানুষের ভারতীয় নাগরিকত্ব পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন থেকে সন্দেহজনক ও বিচারাধীন। অথচ উভয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অসম থেকে ধরে মাত্র কয়েকশো আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪,৮০০ জনকে বিদেশি চিহ্নিত করে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে 'ডিপোর্ট' করা হয়েছে। বাদবাকিদের বিচার করতে কত বছর প্রয়োজন হবে, তা জানতে চাই।

(৭) আমরা তেলাপোকা নই। 'ককরোচ জনতা পার্টি' কিংবা কোনও দলের ধারেকাছেও নেই। দেশবিরোধী তো নয়ই। তবুও জানতে ইচ্ছে করে, এতবার ট্রাম্প সাহেবের সঙ্গে করমর্দন, গলাগলি করার পরেও ভারতীয় পণ্যের ওপর ট্রাম্প কেন উচ্চ হারে আমদানি কর আরোপ করেন, রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর 'জরিমানা' ধার্য করেন। আমাদের দেশ তো স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক দেশ। ট্রাম্প সাহেব জরিমানা ধার্য করার কে? ধমক দেবার অধিকার তিনি পেলেন কোথা থেকে?

(৮) মণিপুর এই ভারতের এক অঙ্গরাজ্য। কয়েক বছর থেকে সেখানে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার চলছে। অথচ সেখানে দলবদ্ধ হত্যা, অগ্নিসংযোগ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ধর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। দেশের তাবড় তাবড় নেতারা একসঙ্গে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মেটাতে কবে নাগাদ চেষ্টা করবেন, একটু জানান না। অন্য দেশে, ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ কমিয়ে দেশের দিকে, দেশের মানুষের দিকে এগিয়ে যাবেন আর কখন! ভোট এলে দিল্লি খালি করে রাজ্যে রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, ভোট না হলে মণিপুরের সমস্যা মেটাতে যাওয়া যায়। দয়া করে হবে জনগণকে জানান। ভারতমাতার সন্তান মণিপুরের মানুষরাও। কাশ্মীর নিয়ে ভাবলে মণিপুর নিয়েও ভাবা উচিত।

(৯) হর্ষ মেহতার মতো কোনও এক শেয়ার ব্যবসায়ী কয়েক লক্ষ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে ইতিমধ্যে সংবাদ বেরিয়েছে। সবচেয়ে ফাঁকা করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'ভারতীয় জীবনবিমা কর্পোরেশন'কে। লোকটি কেমন করে এলআইসি থেকে এই টাকা সরাতে পারল তা দেশভক্তদের জানানোর অনুরোধ করি। আগে এমন করে বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, এক আম্বানি ভাই-সহ অনেকে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর টাকা হাপিস করেছেন। তাদের কেউ 'তেলাপোকা' নন। কোথাকার লোক আপনারা জানেন। এদের ধরে জনগণের টাকা ফেরত আনার ব্যবস্থা আর কত বিলম্বিত হবে, জানান।

(১০) অসমে তিনটি নগর বা সিটি। সবচেয়ে বড় গুয়াহাটি, তার জন্য বড় বাজেট রয়েছে। সম্প্রতি ডিব্রুগড় নগরের উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত পাঁচশো কোটি টাকা মঞ্জুর হলো বলে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে। শিলচর, যা অসমের দ্বিতীয় জনবহুল নগর, তার জন্য কত বরাদ্দ হলো তা গোপন না রেখে জানতে দিন। যদিও জানি, বরাদ্দ হলেই মঞ্জুরি আসে না, আর এলেও খরচ হবে না।

ভক্তিভরে দেশমাতৃকার চরণে দণ্ডবৎ করে শুধু জানতে চাইলাম।

না, তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। পারলে বড় বড় নেতারা দেশবাসীকে জানিয়ে দিন।

অধ্যাপক দিলীপকুমার দে
শিলচর-৭৮৮০০৫
ফোন : ৮৬৩৮৯৪২৬৮

পলকে

জয়পুরে উত্তেজনা

জয়পুর, ৯ জুন : জয়পুরে উচ্ছেদ অভিযান। বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল 'অবৈধ' মন্দির-মসজিদ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। মোতায়েন করা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করা হয় ইন্টারনেট পরিষেবাও। প্রশাসন সূত্রে খবর, জগতপুরা এলাকায় রেল লাইনের সমান্তরাল রাস্তার প্রস্থ থাকার কথা ৮০ মিটার। কিন্তু জবরদখলের জেরে তা কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৫-৩০ মিটারে। তাই রাস্তা চওড়া করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। কিন্তু ওই অংশে একাধিক ধর্মীয় স্থাপনা থাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়। তাই অতিরিক্ত সতর্ক হয় স্থানীয় প্রশাসন। যদিও ধর্মীয় স্থাপনাগুলি সরানোর জন্য আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলিকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হতেই চলে উচ্ছেদ অভিযান।

স্বামীকে খুন

মুম্বই, ৯ জুন : স্কুটির পাশেই পড়েছিল যুবকের নিথর দেহ। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল দুর্ঘটনা। পুলিশ তদন্তে নামতেই পর্দাফাঁস হয়। স্পষ্ট হয় পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। নেপথ্যে যুবকের স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক। প্রেমের সম্পর্কে স্বামী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই স্বামীকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। মহারাষ্ট্রের বিড় জেলার এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম কিরণ সোনাওয়ানে। খুনে অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা এবং প্রেমিক দশরথ পরদেশী। হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করেন দশরথের বন্ধু ধীরাজ ইয়েদে। তদন্তে জানা গিয়েছে, দশরথ ও ধীরাজ শ্বাসরোধ করে খুন করে কিরণকে। এই হত্যাকাণ্ডকে দুর্ঘটনা বলে চালাতে একটি স্কুটি দিয়ে কিরণের নিথর দেহ পিষে দেওয়া হয়। কাজ শেষে প্রেমিকাকে ফোন করে দশরথ বলেন, 'প্রোগ্রাম ওকে'।

মৃত ৮ শ্রমিক

বিশাখাপত্তনম, ৯ জুন : মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের একটি ইস্পাত কারখানায়। ১৬০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার গলিত লোহার সংস্পর্শে এসে পুড়ে মৃত্যু হল ৮ শ্রমিকের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বহু শ্রমিক। অসাবধানতাবশত ভয়ংকর এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সোমবার রাতে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, সোমবার রাতে কাজ চলাকালীন ক্রেনের মাধ্যমে গলিত লোহার বড় একটি বালতি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ১৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গলিত লোহা নিচে থাকা শ্রমিকদের ওপর পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ জনের। আহত হন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরও বহু শ্রমিক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কারখানার আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের কারণে এই দুর্ঘটনা, তা দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপিকা খুন

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : দিল্লির অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পালের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত দম্পতি রামপ্রসাদ এবং বনশ্রী দাসের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে স্তম্ভিত পুলিশ। সূত্রের খবর, দম্পতির বর্ধমানের বাড়ি থেকে প্রচুর ঘড়ি, একশোটির বেশি জামা, জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়াও পুলিশ এবং রেলের টিকিট পরীক্ষকের (টিসি) ভুয়ো ব্যাজও উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

তদন্তকারীদের সূত্রে আরও দাবি, পুলিশ এবং টিসি-র একটা বা দুটো নয়, বেশ কয়েকটি ভুয়ো ব্যাজ উদ্ধার হয়েছে। বাজিল বাণ্ডিল নোটও মিলেছে। তবে সবক'টিই ভুয়ো। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বান্ডিলগুলির উপরে এবং নীচে আসল টাকার নোট, কিন্তু সেই নোটের মাঝখানে সাদা কাগজ রাখা ছিল। প্রতারণার কোনও চক্রের সঙ্গে দম্পতি জড়িত ছিলেন কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে বিপুল সংখ্যক ঘড়ি এবং জামা উদ্ধার হয়েছে, সেগুলির উৎস কী, অভিযুক্ত দম্পতি তার সন্তোষজনক কোনও উত্তর দিতে পারেননি বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

জাপানের পর নেপালেও নিষিদ্ধ ভারতের আম

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : জাপানের পর এবার নেপালেও মাটিতেও নিষিদ্ধ ভারতের আম। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের অভিযোগ! আর এরপরেই নেপালে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতের আম। নেপালের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারত থেকে আমদানি করা আমের কিছু চালানে অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি পরিমাণে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জাপান একই কারণে আলফনসো, কেশর, ল্যাংড়া এবং বঙ্গনপল্লির মতো বিখ্যাত ভারতীয় আমের আমদানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পরপর দুই দেশে আম রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর-সহ বিভিন্ন প্রান্তের আম চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। জানা গিয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তার কারণে নেপালের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ভারতীয় আমের আমদানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল এবং মে মাসে কোয়ারেন্টাইন চেকপয়েন্টগুলোতে ভারতীয় আমের কয়েকটি চালানে অনুমোদিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রাসায়নিক কীটনাশক মিলেছে। ওই কারণে জাপানের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে নেপাল।

জানা গিয়েছে, এপ্রিল-মে মাস থেকেই ভারতীয় আমের রফতানি ঠেকাতে নেপাল সীমান্তের চেকপয়েন্টগুলোকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেপাল সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দেশবাসীর স্বাস্থ্য তাদের অগ্রাধিকার পাবে। খাদ্যের গুণগত মানের সঙ্গে আপস করা হবে না। গ্রীষ্মে ভারতীয় রসালো ফল আমের চাহিদা নেপালে বেড়ে যায়। কারণ, নেপালে খুবই সামান্য আম উৎপাদন হয়। দেশের চাহিদা মেটাতে ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে আম আমদানি করেন। কিন্তু ভারতীয় আমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ভারতের আম চাষিদের মতো নেপালের ফল ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ বেড়েছে। জানা গিয়েছে, বছরে গড়ে ৩ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন ভারতীয় আম নেপালে রফতানি হয়ে থাকে। যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা। মিষ্টি স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য নেপালের বাজারে অত্যন্ত সমাদৃত উত্তর ভারতের রসালো এবং মিষ্টি দশেরি, কেশর-সহ মালদহ ও মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রজাতির আম।

ওমান থেকে গুজরাট, গ্যাস পাইপলাইনের পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বাধলেই জ্বালানি সংকটে নাজেহাল হতে হয় ভারতকে। পেট্রোল-ডিজেল তো বটেই, কার্যত অচল হয়ে পড়ে রান্নাঘর। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবার হরমুজকে এড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছে ভারত সরকার। জ্বালানির সমস্যা চিরতরে ঘোচাতে ওমান থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমুদ্রের নিচে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার জ্বালানি পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা করেছে মোদি সরকার। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খরচ পড়বে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। জানা যাচ্ছে, গত তিন দশকে একাধিকবার এই প্রকল্প আলোচনার টেবিলে উঠলেও বিপুল ব্যয়, প্রযুক্তিগত বাধা ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। বর্তমানে এক বেসরকারি সংস্থা এই প্রকল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সমীক্ষার পাশাপাশি ২ হাজার কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ এই পথে পাইপলাইন বিছাতে জরিপও করা হয়েছে। এই

প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি গ্যাস ওমান থেকে সরাসরি পৌঁছে যাবে ভারতের পশ্চিম উপকূলে। তৈরি হবে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সরাসরি জ্বালানি করিডোর। শুধু তাই নয়, অশান্তির জেরে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া জ্বালানির লাইফ লাইন হরমুজের উপর নির্ভরতা কমবে ভারতের।

সূত্রের খবর, প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ওমানের রাস আল জিফান থেকে আরব সাগর হয়ে গুজরাটের পোরবন্দরে সরাসরি পৌঁছবে জ্বালানি গ্যাস। পাইপ লাইনটি সমুদ্রের প্রায় ৩০০০ মিটার বা তারও গভীরে স্থাপন করা হবে। কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর দৈনিক ৩১ থেকে ৫৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরাসরি পরিবহন করা যাবে। এতদিন ধরে সমুদ্রপথে জাহাজে করে আনা হত জ্বালানি। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিপুল পরিবহন খরচ কার্যত শূন্যে নেমে আসবে। প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে গেইল, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওমান প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা ও যাবতীয় জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর এই প্রকল্পে সবুজ সংকেত দেবে ভারত সরকার। অনুমান করা হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কোমর বেঁধে কাজ শুরু করে দেবে সরকার।

উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের জেরে দীর্ঘমাস ধরে বন্ধ বিশ্বের তৈল ধমনী হরমুজ। বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ জ্বালানি এই পথ দিয়ে সরবরাহ হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না এই জ্বালানি পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুল সমস্যায় ভারত। হরমুজের পথ ধরে জ্বালানি আনতে গিয়ে বিপুল বাধার মুখে পড়ছে ভারতের জাহাজ। হয়েছে হামলা। এই অবস্থায় সম্প্রতি ওমান সফরে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যচুক্তি সই করেন প্রধানমন্ত্রী। যার মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী এড়িয়ে দুই দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের পথ প্রশস্ত হয়। এবার অবাধ জ্বালানি সরবরাহে দুই দেশের মধ্যে পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা কেন্দ্রের।

কর্নাটকে মুখ্যমন্ত্রী ডিকের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে দিল্লিযাত্রা দুই বিধায়কের

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন : 'হ্যামলেট'-এর সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ 'সামথিং ইজ রটেন ইন দ্য স্টেট অব ডেনমার্ক'-কে ধার করে বলাই যায় 'সামথিং ইজ রটেন ইন কর্নাটক সরকার'। কংগ্রেস চেষ্টা করেছিল কর্নাটকে ক্ষমতার হাতবদল মসৃণ ভাবে হয়েছে, এমনটাই দেখাতে। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে ততই অস্বস্তি বাড়ছে নতুন মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের। তাঁর শপথ নেওয়ার ৩ দিনের মধ্যেই পদত্যাগ করেন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়া রামালিঙ্গা রেড্ডি। যদিও তিনি দাবি করেছিলেন, রামালিঙ্গা ইস্যুর সমাধান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফের কর্নাটকে কংগ্রেস সরকারের ভিতরের কোন্দল প্রকাশ্যে। শিবকুমারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ দুই মন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রিত্ব পেয়েও ক্ষুব্ধ। অনাজন মন্ত্রী হয়েও অসন্তুষ্ট। দু'জনই পাড়ি দিয়েছেন দিল্লিতে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নালিশ জানাতে।

জানা গিয়েছে, দুই 'বিদ্রোহী'র একজন কৃষ্ণ বাইর গৌড়া। তিনি এখনও তাঁর দফতরের দায়িত্ব নেননি। তার দাবি, বেঙ্গালুরু উন্নয়ন পর্যদ (বিডিএ) এবং বেঙ্গালুরু মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পর্যদ (বিএমআরডিএ)-কে তাঁর অধীনস্থ দফতরের আওতায় আনতে হবে। অন্যজন রিজওয়ান আরশাদ। তাঁর আবদার, মন্ত্রিত্ব চাই। এখন দেখার, শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁদের দাবি মেনে নেন কিনা। সেক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় ফের রদবদল হতেই পারে। প্রসঙ্গত, এর আগে রামালিঙ্গা রেড্ডিকে নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল দলকে। তাঁর দাবি ছিল, তাঁকে বেঙ্গালুরু উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দিতে হবে। সিদ্দারামাইয়া মন্ত্রিসভায় ওই দফতরটি ছিল খোদ শিবকুমারের হাতে। আসলে কর্নাটকে অর্থ দফতর এবং পুলিশ দফতরের পর ওই বেঙ্গালুরু উন্নয়ন দফতরটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ওই দফতরের আর্থিক লেনদেনের পরিমাণও প্রচুর। রামালিঙ্গা রেড্ডি দলের সিনিয়র নেতা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই দফতরের দাবিতে অনড় ছিলেন। শিবকুমার নিজে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে ওই দফতরটি তাঁকে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু পরে দেখা যায় বেঙ্গালুরু উন্নয়নের বদলে তাঁকে দেওয়া হয়েছে সেচ দফতর। এতেই চটে গিয়ে ইস্তফা দেন ৮ বারের বিধায়ক। যদিও মুখে জানান, 'আমি সিদ্দারামাইয়া বা শিবকুমার কারও উপরই ক্ষুব্ধ নই।' কিন্তু তাঁর মতো সিনিয়র নেতার ক্ষোভের মুখে পড়ে অস্বস্তি বাড়ে শিবকুমারের। যা নতুন মাত্রা পেল দুই বিধায়কের দিল্লি যাত্রায়। এবং তা স্পষ্ট করে দিল, কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের অন্দরে বিধিবিধি জ্বলতে থাকা বিদ্রোহের অগ্নিশিখাকে।

হরমুজের কাছে ভেঙে পড়ল মার্কিন সেনার অ্যাপাচে হেলিকপ্টার

তেহরান, ৯ জুন : ইরানে ইজরায়েলের হামলায় নতুন করে যুদ্ধের আগুন উসকে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। এরইমাঝে খবর, হরমুজ প্রণালীর কাছে ধ্বংস হয়েছে মার্কিন সেনার অত্যাধুনিক অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। হরমুজে ইরানের নৌকাগুলিকে ধ্বংস করতে মোতায়েন করা হয়েছিল কপ্টারটি। সোমবার সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কপ্টারে থাকা দু'জন পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি ইরানের হামলায় ধ্বংস হয়েছে কপ্টারটি তা এখনও স্পষ্ট নয়। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, সোমবার হরমুজ প্রণালীর কাছে আমেরিকার একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। তবে কপ্টারে থাকা দু'জন পাইলটকেই উদ্ধার করা হয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই দুর্ঘটনা নাকি হামলার শিকার হয়েছিল কপ্টারটি তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন সেনা আধিকারিকরা। আশা করছি আগামীকাল বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হবে।

ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুদ্ধ শুরু পর থেকেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে হরমুজ প্রণালী। পাল্টা ইরানের বন্দর অবরোধে নেমেছে আমেরিকা। হরমুজ সংলগ্ন অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে আমেরিকার অ্যাপাচে হেলিকপ্টার, এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন এবং এফ/এ-১৮ ও এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। জানা যাচ্ছে, এই অঞ্চলে ইরানের ছোট সশস্ত্র নৌকা ও ড্রোন হামলা সামাল দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যাপাচে কপ্টার। এই পরিস্থিতির মাঝেই সামনে এল দুর্ঘটনার খবর।

ভারতীয় দম্পতি ও ৯ বছরের শিশুপুত্রের রহস্যমৃত্যু লন্ডনে

লন্ডন, ৯ জুন : এক ভারতীয় দম্পতি ও তাঁদের ৯ বছরের শিশুপুত্রের রহস্যমৃত্যু হল লন্ডনে। জানা গিয়েছে, গত ২৭ মে এক অ্যাপার্টমেন্টের ৩৭ তলা থেকে পড়ে যায় ওই তিনজন। তাঁরা আত্মহত্যা করেছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে। তবে সম্ভাব্য সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির নাম রাকেশ পাই। বয়স ৪৭। তাঁর স্ত্রী অদিতি পরলকারের বয়স ৪৬। তাঁদের ছেলের বয়স ৯ বছর। ওই পরিবার লন্ডনের আঙ্কল টাওয়ার ব্লকে থাকত। 'ডেইলি মেল'-এর দাবি, একমাত্র পুত্র শারীরিকভাবে প্রবল অসুস্থ ছিল। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, আর কোনও চিকিৎসাই অবশিষ্ট নেই তার। এই পরিস্থিতিতে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত রাকেশ ও অদিতি সিদ্ধান্ত নেন আত্মহত্যার। যদিও এই দাবি মানতে নারাজ রাকেশ-অদিতির বন্ধুবান্ধবরা। রাকেশ ও অদিতি নতুন শতকের প্রথম দশকেই লন্ডনে আসেন। সেখানেই তৈরি হয় তাঁদের সফল কেরিয়ার। বছর দশক আগে জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র শিশুপুত্র। শিশুটি বঙ্কদিন ধরেই অসুস্থ ছিল। কিডনি এতটাই খারাপ ছিল, যে কারণে কথা বলতে পারত না সে। এমনকী, বছর ছয়েক আগে রাকেশরা মুম্বইয়ের চিকিৎসকদের কাছেও শিশুকে নিয়ে আসেন। কিন্তু কোনওভাবেই দেখা মেলেনি আশার আলোর।

'আফগানিস্তানে গণহত্যা চালাচ্ছে পাকিস্তান', রাষ্ট্রসংঘে বলল ভারত

জেনেভা, ৯ জুন : রাষ্ট্রসংঘে ফের পাকিস্তানের মুখোশ খুলল ভারত। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সভায় ভারতের রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানকে ঘৃণার সংগঠিত কারখানা বলে উল্লেখ করলেন। আফগানিস্তানের মাটিতে বিমান হামলার তীব্র নিন্দা করে রাষ্ট্রদূত পর্বথানেনি হরিশ বললেন, নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিচ্ছে পাকিস্তান। গণহত্যা চালানো হচ্ছে ওখানে। আফগানিস্তানে পাক সেনার হামলার ব্যাপক সমালোচনা করে ভারতের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ওখানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গণহত্যা চালাচ্ছে। ফলে গণহত্যাকে সামরিক অভিযান বলে চালিয়ে অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়া যায় না। সাধারণ নাগরিকদের হত্যা, শিশুদের অনাথ করা কোনওভাবেই সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ হতে পারে না।' ভারতের তোপ, 'আন্তর্জাতিক আইন ও ইসলামি সংহতি নিয়ে বড় বড় জ্ঞান দেওয়া পাকিস্তান নিজেই পবিত্র রমজান মাসে নির্মম বিমান হামলা চালিয়েছে। এটাই পাকিস্তানের ভণ্ডামির সবচেয়ে জঘন্য উদাহরণ।' শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলিকে ভারত সমর্থিত প্রক্সি সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করেছে ইসলামাবাদ। এর গালভরা একটি নামও দিয়েছে শাহবাজ সরকার। তা হল, 'ফিতনা আল-হিন্দুস্তান'। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের তরফে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার ধর্মীয় পরিভাষার আড়ালে মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। পাকিস্তানের নাগরিক ও আন্তর্জাতিক মঞ্চকে বিভ্রান্ত করতে পরিকল্পিতভাবে এই মিথ্যে ছড়ানো হচ্ছে। কোনও প্রমাণ ছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে আঙুল তোলা ওদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আসলে পাকিস্তান তাদের অভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে না পেরে এইসব ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরু থেকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত সমস্যা চরম আকার নিয়েছে। সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করে দফায় দফায় বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। শুরু থেকেই এই নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। এবার রাষ্ট্রসংঘেও বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে একহাত নিল দিল্লি।

৩৪ তলায় ফ্ল্যাট ক্রয়, আর ভবন ৩২ তলা!

বেজিং, ৯ জুন : চিনের শানসি প্রদেশে এক অভিনব আবাসন জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে। চার বছর আগে এক ব্যক্তি একটি বহুতল ভবনের ৩৪ তলায় ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। তবে পরে জানতে পারেন, ভবনটি আসলে ৩২ তলার। এই প্রতারণার শিকার হয়ে ওই ক্রেতা এখন নিজের জমানো টাকা ফেরত পাচ্ছেন না, মেলেনি কোনও আইনি ক্ষতিপূরণও। হতাশ ওই ক্রেতার নাম শেন। তিনি চিনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শানসি প্রদেশের শিয়ান শহরের বাসিন্দা। ২০১৩ সালে শিয়ান শহরের উপকণ্ঠে একটি গ্রামীণ এলাকায় নির্মাণাধীন ওই ভবনে ৯০ বর্গমিটারের একটি ফ্ল্যাট বুকিং দেন তিনি। প্রতি বর্গমিটারের দাম ধরা হয়েছিল ২ হাজার ৬৪৬ ইউয়ান (প্রায় ৪০০ মার্কিন ডলার)। স্থানীয় বাজারদরের চেয়ে এই ফ্ল্যাটের দাম ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। কম দামের কারণ হিসেবে জানা গেছে, ফ্ল্যাটটি ছিল 'সীমিত সম্পত্তির অধিকার' (লিমিটেড প্রোপার্টি রাইটস) নীতিমালার আওতাধীন। চিনে গ্রামীণ সমবায় জমিতে গড়ে ওঠা অননুমোদিত আবাসন প্রকল্পগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে এই নামে ডাকা হয়। এই ধরনের ফ্ল্যাট কেনাবেচা আইনিভাবে বৈধ নয় এবং কোনও আইনি সুরক্ষা পাওয়া যায় না। তবে দাম সস্তা হওয়ায় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে এই ফ্ল্যাটগুলো কেনেন।

গেমিং অ্যাপের আড়ালে ভারতে অপরাধচক্রের জাল!

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : অনলাইন গেমিং অ্যাপকে হাতিয়ার করে ভারতে অপরাধচক্রের জাল বিস্তার করছে পাকিস্তানের কুখ্যাত গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টি। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের হাতে ধরা পড়া তিন নাবালকের জেরায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত নাবালকদের কাছ থেকে পিস্তল-সহ একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া পিস্তলগুলি শাহজাদের চক্রের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছেছিল। তদন্তকারীদের দাবি, অনলাইন গেম খেলতে গিয়েই প্রথমে পঞ্জাবের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় ওই নাবালকদের। পরে সেই যুবক তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয় পাকিস্তানে বসে থাকা কুখ্যাত গ্যাংস্টারের সঙ্গে। এরপর সমাজমাধ্যম এবং 'এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপে'র মাধ্যমে শাহজাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করে নাবালকরা। তদন্তকারীদের একটি সূত্রের দাবি, প্রাথমিকভাবে গেমিং অ্যাপে নাবালক এবং তরুণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতেন শাহজাদ। তারপর তাদের ছোটখাটো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত, পরে ধীরে ধীরে তাদের বড় ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলার প্রচেষ্টা চলত। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এই ধরনের নেটওয়ার্ককে অস্ত্র সরবরাহ এবং দেশ বিরোধী বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, অস্ত্রগুলি কীভাবে তাদের কাছে পৌঁছল, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খান স্যারকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল আদালত

পাটনা, ৯ জুন : কোচিং সেন্টারে গুলিকাণ্ডে খান স্যারকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল পাটনার জেলা আদালত। তাই আপাতত স্বস্তিতে ইউটিউবার। মঙ্গলবার আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এখনই তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। গ্রেফতারি এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন খান স্যার। আগাম জামিনের আবেদন করেন তিনি। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি হয় পাটনার জেলা আদালতে। এরপরই খান স্যারকে রক্ষাকবচ দেয় আদালত। তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ইউটিউবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, খান স্যারকেও তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। একইসঙ্গে ঘটনার কেস ডায়েরি এবং তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। গোটা ঘটনার সূত্রপাত গত ২ জুন। পাটনার মুসাল্লাপুর হাট এলাকায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারের বাইরে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, অশান্তির সময়ে সেখানে গুলি চলে এবং আহত হন এক নিরাপত্তারক্ষী। বিষয়টি সামনে আসতেই শহরে শহরে পড়ুয়া রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শুরুতে খান স্যারের দাবি ছিল, তাঁর কোচিং সেন্টারের হামলার নেপথ্যে রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিং সেন্টারগুলি। যেহেতু তিনি কম খরচে ছাত্র পড়ান তাই কোচিং মাফিয়ারা তাঁর সেন্টার বন্ধ করতে চায়।

পক-এ প্রতিবাদীদের লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি, হত ৩০

করাচি, ৯ জুন : নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে আবার উত্তপ্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীর। প্রতিবাদীদের অভিযোগ, রক্ষীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। তাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩০ জন। আহত প্রায় ২০০ জন। যদিও প্রশাসনের দাবি, ১১ জনের প্রাণ গিয়েছে। পাল্টা গোলাগুলি ছুড়েছেন প্রতিবাদীরাও। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আর্থিক দুরবস্থা, প্রশাসনিক আগ্রাসন নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয় সেখানকার নাগরিক সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)। ওই সংগঠনকে প্রশাসন নিষিদ্ধ ঘোষণার পরেই বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। বিক্ষোভের সূত্রপাত রাওয়ালাকোটে। সেখানে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান এক ব্যবসায়ী। রক্ষীদের গুলিতে নিহত হন তিনি। তার পরেই গত শুক্রবার জেএএসি-কে নিষিদ্ধ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রশাসন। দাবি করে, ওই অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি। পুলিশ জানায়, তার পরেও রবিবার একটি হাসপাতালের মর্গের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বেশ কয়েকজন প্রতিবাদী। ওই মর্গে রাখা ছিল পুলিশের গুলিতে নিহত আর এক প্রতিবাদীর দেহ। ওই অঞ্চলের পুঞ্চ সেক্টরের কমিশনার সর্দার ওয়াহিদ খান জানান, হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দমন করতে গুলি চালানো হয়। তাতে প্রাণ যায় ছয় প্রতিবাদীর। পুলিশের দাবি, পাল্টা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি ও বোমা ছোড়েন প্রতিবাদীরাও। তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। প্রশাসনের দাবি, গত কয়েক দিনের বিক্ষোভে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৭০ জন আহত হয়েছেন। যদিও জেএএসি সংগঠন এবং প্রতিবাদীদের দাবি, পুলিশের গুলিতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০০-র বেশি।

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইজরায়েলি বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত

তেল আভিভ, ৯ জুন : চলমান সংঘাতে ইরান-ইজরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ গত সোমবার লেবাননে ইজরায়েলি হামলার প্রতিশোধ হিসেবে তেহরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তেলআভিবে। এতে ইজরায়েলের রামাট ডেভিড বিমানঘাঁটির একটি হ্যাঙ্গার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত সোমবার স্যাটেলাইট কর্তৃক তোলা একটি ছবিতে হ্যাঙ্গারটি যেখানে অবস্থিত ছিল সেই স্থানে একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। যা ৫ জুনের ছবির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় তাতে কোনও দাগ ছিল না। একটি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার বিশ্লেষণ করা স্যাটেলাইট চিত্র থেকে দেখা গেছে, উত্তর ইজরায়েলের রামাট ডেভিড বিমানঘাঁটির একটি হ্যাঙ্গার ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, উত্তেজনা বৃদ্ধির সময় হ্যাঙ্গারটিতে আঘাত হানা হয়ে থাকতে পারে।

একের পাতার পর

বিনিয়োগকারীদের চোখে অসম

বাজারে প্রবেশ;সবকিছু একসঙ্গে যুক্ত থাকবে।' তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য অসমের মধ্যেই মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় শিল্প ও উৎপাদনকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা। তাঁর মতে, আগর, ঔষধি উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক সুগন্ধি উপাদান এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ভাণ্ডারের মাধ্যমে এই রাজ্য ইউরোপের প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলারের আয়ুষ পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে এবং একটা সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ডেলফিন বলেন, 'আপনারা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দক্ষ মানবসম্পদে সমৃদ্ধ। ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও দক্ষতাও রয়েছে। একসময় অসমকে দেশের প্রান্তিক অঞ্চল হিসেবে দেখা হলেও এখন তা ভারতের বিনিয়োগ মানচিত্রের কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে উঠছে। আধুনিক এবং পরিপক্ব পরিকল্পনা আর টানা উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনাকে গ্রহণ করার মানসিকতার মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাই অসমকে বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানে একজন এমন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন যিনি সব সময় তৎপর। প্রতিটি কাজ নিজের কাজ বলে মনে করেন এবং তার লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। তাই এখন ভারতে বিনিয়োগ মানেই অন্যতম লক্ষ্যস্থল অসম।'

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিভাগের সচিব সিবি জর্জ, মুখ্যসচিব রবি কোটা, ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, শিল্পপতি এবং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশন (এফআইইও) প্রতিনিধিরা। রবি কোটা বলেন, 'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার' প্রকল্পটি 'টুওয়ার্ডস ২০৩০: ইন্ডিয়া-ইইউ জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাজেন্ডা'-র অধীনে 'ব্লু ভ্যালি' কর্মসূচির অংশ। এর মাধ্যমে ভারত-ইইউ অংশীদারিত্বকে নীতিগত পর্যায় থেকে সরাসরি রাজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় শিল্প, উৎপাদক এবং উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার অসমের চা, আগর, জৈব খাদ্য, প্রাকৃতিক সুগন্ধি, ফ্লেভার এবং আয়ুর্বেদিক পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে। তিনি বলেন, 'ব্লু ভ্যালি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা হাজার হাজার কৃষক, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্টার্টআপ, গবেষক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। এর ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং টেকসই সমৃদ্ধির পথ খুলে যাবে।'

তিনি আরও বলেন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সংযোগ বৃদ্ধির যে রূপরেখা তৈরি হয়েছে, তার সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে অসম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাঁর মতে, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, তরুণ জনসংখ্যা, কৌশলগত অবস্থান এবং দ্রুত বিকাশমান পরিকাঠামো ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য অসমকে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। তিনি জানান, অসম শুধু চা, আগর বা আয়ুষ খাতেই নয়, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি এবং উন্নত উৎপাদন শিল্পের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। তাঁর কথায়, এই ধরনের সহযোগিতা রাজ্যের যুবসমাজের জন্য উচ্চমানের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

সফরের অংশ হিসেবে ইউরোপীয় প্রতিনিধিদল জাগীরোডে টাটা সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট প্রাইভেট লিমিটেডের (টিএসএটি) প্রকল্প পরিদর্শন করে। ডেলফিন বলেন, এই সফরের মাধ্যমে প্রতিনিধিদল অসমের উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পে দ্রুত অগ্রগতির বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধারণা পেয়েছে। এদিকে, সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হিসেবে অসম শিল্প উন্নয়ন নিগম (এআইডিসি) এবং ফেডারেশন অব ইউরোপিয়ান বিজনেস ইন ইন্ডিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈঠকে গুয়াহাটির 'সিটিজ ২.০' প্রকল্প এবং বরাক নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা সহ চলমান সহযোগিতামূলক প্রকল্পগুলিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা জানান, অসমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখন উন্নয়ন সহযোগিতার গণ্ডি পেরিয়ে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং শিল্প সহযোগিতার নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি

হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা অসমের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চাপ কিছুটা লাঘব করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী জুলাই মাস থেকেই সংশোধিত হারে ডিএ ও ডিআর প্রদান করা হবে।'

জানা গেছে, মূল্যবৃদ্ধির বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) মূল্যস্ফীতির প্রভাব মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডিএ ও ডিআর ২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলে জুলাই থেকে রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা বর্ধিত হারে আর্থিক সুবিধা পাবেন।

বিনিয়োগ টানতে ইউরোপের

উদীয়মান ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। অসমের প্রতিভাবান কর্মশক্তি এবং বিনিয়োগবান্ধব প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন শিল্প ও উদ্যোগ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সরকারের তরফে বলা হয়েছে, বৈঠকে ইউরোপীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে নবীকরণযোগ্য শক্তি, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, উন্নত উৎপাদন শিল্প এবং অন্যান্য ভবিষ্যতমুখী ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের এই সফরকে কেন্দ্র করে গত দু'দিন ধরে একাধিক বৈঠক ও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে অসম সরকার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে 'ব্লু ভ্যালি ক্লাস্টার' চালু করা হয়েছে, যার লক্ষ্য সুগন্ধ, ফ্লেভার এবং আয়ুর্বেদিক পণ্যকে আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত করা। একই দিন ইউরোপীয় প্রতিনিধিদল মরিগাঁও জেলার জাগীরোডে টাটা সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকল্পও পরিদর্শন করে।

রাজ্য সরকারের আশা, ইউরোপীয় শিল্পগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই ধরনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির নতুন পথ খুলে দেবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে অসমের সংযোগও আরও শক্তিশালী হবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ নেহরুর

পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত মানুষদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ মানুষ যাতে মর্যাদা সহকারে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ সুযোগ পায়, সেই লক্ষ্যেই ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি), স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, আয়ুষ্মান ভারত সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, 'গত ১২ বছরে ভারত বহু পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন।' প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকার সবসময় অন্ত্যোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে। যাঁরা দশকের পর দশক বঞ্চিত ছিলেন, তাঁদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই ছিল সরকারের লক্ষ্য। এক্স হ্যান্ডেলে নিজের পোস্টে 'গরিব কল্যাণের ১২ বছর' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও ভালো করে প্রযুক্তিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'

আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক

সহায়তায় এই রফতানি সম্পন্ন হয়। উদ্যানপালন ও কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রে এটিকে অসমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। তেজপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় উৎপাদিত এই লিচু তার উজ্জ্বল লাল রং, বিশেষ সুগন্ধ, রসালো শাঁস এবং মিষ্টি স্বাদের জন্য পরিচিত। বোখাইয়া, বিলাতি, এলাচি, পোঁয়াজি এবং সাহি, এই অঞ্চলের জনপ্রিয় বাণিজ্যিক লিচু জাত দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যে সমাদৃত। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও গুণমানের স্বীকৃতি হিসেবে তেজপুরের লিচু জিআই বা ভৌগোলিক নির্দেশক স্বীকৃতি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই রফতানিকে স্বাগত জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'এপিডার সহায়তায় অসমের খ্যাতনামা তেজপুর লিচুর প্রথম রফতানি চালান দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এই লিচুর পরিচিতি বাড়বে, কৃষকরা আরও ভালো দাম পাবেন এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষিপণ্যের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।'

গোয়েলের এই পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, জিআই-স্বীকৃত তেজপুরের লিচুর প্রথম এক হাজার কিলোগ্রামের চালান দুবাইয়ে পৌঁছানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ভোকাল ফর লোকাল, লোকাল টু গ্লোবাল' ভাবনারই বাস্তব প্রতিফলন। তিনি বলেন, 'কৃষকদের ক্ষমতায়ন, রফতানি বৃদ্ধি এবং অসমের উৎকৃষ্ট কৃষিপণ্যকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। জিআই-স্বীকৃত তেজপুর লিচুর এক হাজার কিলোগ্রাম রফতানি আমাদের কৃষকদের সম্ভাবনা এবং তেজপুর লিচু উৎসবের সাফল্যকে তুলে ধরেছে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সোনিতপুর জেলায় চালু হওয়া 'হর ঘর লিচু' কর্মসূচির মাধ্যমে লিচু চাষের বিস্তার, নতুন বাজারের সন্ধান এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার কাজ চলছে। তাঁর কথায়, স্থানীয় উৎপাদনকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করেই কৃষকদের সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায় রচনা করা সম্ভব।

কৃষি ও রফতানি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মহলের মতে, দুবাইয়ে প্রথম চালান পাঠানোর পর সিঙ্গাপুরের মতো বাজার থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া তেজপুরের লিচুর জন্য একটি বড় সাফল্য। এর ফলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে রফতানির সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অসমের কৃষিপণ্যের উপস্থিতি আরও জোরদার হবে।

বিএসএফ-বিজিবি-র ৫৭তম

এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে উভয় পক্ষই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এসব অপরাধ দমনে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, যৌথ অভিযান এবং নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। সম্মেলনে সীমান্তে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণহানি রোধ এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে উভয় বাহিনীকে আরও সংবেদনশীল ও সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়ন, সীমান্ত চিহ্ন সংরক্ষণ, নদী ভাঙনজনিত সমস্যার কারণে সীমান্ত নির্ধারণে উদ্ভূত জটিলতা এবং সীমান্তে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, বিএসএফ-বিজিবি মহাপরিচালক পর্যায়ের এই নিয়মিত সম্মেলন দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সীমান্তে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, ভুল বোঝাবুঝি দূরীকরণ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে এই ধরনের বৈঠক অত্যন্ত কার্যকর।

ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের

কমালেই এই প্রবণতায় রাশ টানা যাবে। তবে এরই পাশাপাশি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, উপভোক্তারা চাইলে এর পরও সিলিন্ডার কিনতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু ভর্তুকি কেবলমাত্র চারটি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলাই লক্ষ্য কেন্দ্রের। প্রশাসনের বিশ্বাস, এর ফলে সম্পদের অপচয় ও ভিন্ন খাতে ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। এবং দীর্ঘমেয়াদে ভর্তুকি ব্যবস্থাটি আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। আপাতত মূল লক্ষ্য, এলপিজি সংক্রান্ত সহায়তা যেন কোনও অপব্যবহার ছাড়াই প্রকৃত ও যোগ্য উপভোক্তার কাছে পৌঁছনো অব্যাহত থাকে, তা নিশ্চিত করা।

বেহাল সড়ক সমস্যা নিয়ে

বলেও তিনি জানান। রাজদীপ বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিলচরের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছি। বিশেষ করে রাস্তার বেহাল অবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির প্রশস্তকরণ এবং নতুন সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বিষয়গুলি শুনেছেন এবং অবিলম্বে মেরামতির কাজ শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।'

বিধায়ক স্পষ্টভাবে জানান, এনএইচআইডিসিএল-এর অধীন সড়কগুলিতে শুধুমাত্র সাময়িক মেরামতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সড়কগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন করতে হবে এবং এনএইচআইডিসিএল-এর অধীন সমস্ত রাস্তার অবস্থা সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আর অস্থায়ী সমাধান নয়। শিলচরের মানুষ স্থায়ী ও টেকসই সমাধান প্রত্যাশা করছেন।

তিনি আরও বলেন, বছরের পর বছর ধরে বর্ষাকালে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা সড়ক ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই সড়ক সংস্কার এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নকে একসঙ্গে পরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করা জরুরি। নিকাশি ব্যবস্থার বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়ন না হলে একই সমস্যা বারবার ফিরে আসবে এবং সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিধায়ক জানান, সড়ক মেরামত, প্রশস্তকরণ এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় তদারকি করবেন।

মণিপুরে মুক্ত ১৪ জিম্মি

(জিম্মি) নাগা নাগরিকের অবস্থান খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চলছে বলে আশ্বাস দেওয়ায় এই সিদ্ধান্তে প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন খ্রিস্টান সংগঠনের আবেদন এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধও ১৪ জন কুকি আটক ব্যক্তিকে মুক্তির সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, মানবিক কারণে এই মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি নাগা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, যুদ্ধনীতির প্রতি আনুগত্য, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান এবং মানবাধিকারের সুরক্ষার প্রতিফলন, বলেন ইউএনসি-র সভাপতি। ইউএনসি-সভাপতি লোরহো আরও জানান, মণিপুর সরকার সংগঠনকে আশ্বাস দিয়েছে, ছয়জন নিখোঁজ নাগা বন্দির পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিদের একজন কোখিতা গ্রামের পাওটিনকাই চংলোই বলেছেন, তাঁরা নাগাদের হেফাজতে ২৭ দিন কাটিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা হয়েছে। চংলোই বলেন, 'আমাদের নাগা ভাইদের কাছ থেকে আমরা বড় শিক্ষা পেয়েছি। তাঁরা আমাদের প্রতি অসাধারণ ছিলেন।' তিনি আরও জানান, সেখানে থাকাকালীন তাঁদের খাবার, পোশাক, কম্বল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

গ্রাহক ঠকিয়ে ভোজ্যতেলে

বিস্তারিত হিসেব তুলে ধরে বলেন, এভাবে ট্রেনে আমদানি করা প্রতি রেক ভোজ্য তেল থেকে কোম্পানিগুলো কামিয়ে নিচ্ছিল অতিরিক্ত ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা। আর এক্ষেত্রে বিশেষভাবে টার্গেট করা হচ্ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে। এই ব্যাপারটা নজরে পড়ার পর, তারা এ নিয়ে আপত্তি জানান। কিন্তু কোম্পানিগুলো এসব কথা কানে তুলতে রাজি হয়নি। উল্টে তাদের কাছে বিক্রির জন্য তেল সরবরাহ করা হবে না বলে শাসানো হয়।

প্রণববাবু, অসিতবাবু ও মূলচান্দবাবু সহ অন্যান্যরা বলেন, তারা পেশায় ব্যবসায়ী। কোম্পানিগুলোর এমন কারবারের দরুন তাদের কোনও ক্ষতি ছিল না। বিক্রি করে নিয়মমাফিক যতটুকু লাভ হওয়ার কথা ততটাই করে যাচ্ছিলেন তারা। কিন্তু মাঝপথ থেকে অতিরিক্ত গাটের কড়ি গুনে দিতে হচ্ছিল গ্রাহকদের। গ্রাহকদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে প্রথমত তারা কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কোম্পানিগুলোর কর্তারা একথা কানে না তোলায় বাধ্য হয়ে তারা উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ধরে প্রধানমন্ত্রী এমনকি সাংসদ রাঘব চাড্ডাকেও লিখিতভাবে ব্যাপারটা জানান। রাঘব চাড্ডা তো প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেন সংসদেও। সবকিছুর ফলশ্রুতিতে এবার সুরাহা হলো গ্রাহকদের।

ব্যাপারটা খোলসা করে প্রণববাবুরা বলেন, আইনি পরিমাপবিদ্যার ২ নম্বর অনুসূচি অনুযায়ী ভোজ্য তেল বা এধরনের সামগ্রীর প্যাক বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত কিছু মাপ থেকে যায়। ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ২ কেজি, ৩ কেজি, ৪ কেজি, ৫কেজি, ১৫ কেজি ও ২০ কেজি বা ২০০ মিলি লিটার, ৫০০ মিলিমিটার, ১ লিটার, ২ লিটার, ৩ লিটার, ৪ লিটার, ৫ লিটার, ১৫ লিটার ও ২০ লিটার প্যাক তৈরি করতে হবে এসব মাপে। তবে ২০০ গ্রাম বা ২০০ মিলিমিটারের চেয়ে কম মাপের প্যাক তৈরি করতে গেলে কোনও বাধা নিষেধ নেই। নির্ধারিত এসব মাপের বাইরে কেউ কোনও প্যাক তৈরি করে বিক্রি করতে পারবেন না। যদি মিলিলিটার বা লিটারের হিসাবে প্যাক তৈরি করা হয়, তবে তার ওজন ঠিক কত সমান আকারের অক্ষরে তাও লিখার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন প্রস্তুতকারীরা। বিগত দিনে আইনি পরিমাপবিদ্যার ২ নম্বর অনুসূচি কার্যকর থাকাকালীন প্যাক তৈরির এই নিয়ম মানা হতো।

কিন্তু মাঝে ২ নম্বর অনুসূচির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু কোম্পানি ইচ্ছেমতো মাপে প্যাক তৈরি করে গ্রাহকদের পকেট কেটে চলছিল। আর এক্ষেত্রে চালাকি করে প্যাকেটে পরিমাপের হিসেবটা এতো ছোট করে লিখা হতো যে গ্রাহকদের পক্ষে তা খুঁজে বের করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াতো। সব মিলিয়ে গ্রাহকদের পকেট কাটার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল খুব চতুরতার সঙ্গে। এবার আর এই সুযোগ রইল না।

প্রণববাবুরা জানান, সরকার গত ৫ জুন এমন নির্দেশ জারি করলেও,যদি কোনও কোম্পানির কাছে আগে তৈরি প্যাক থেকে থাকে, তবে সেসব বিক্রির জন্য ৩ মাস পর্যন্ত সময় ছাড় দেওয়া হয়েছে। এরপর আর এসব বিক্রি করা যাবে না। বিক্রি করতে হবে ২ নম্বর অনুসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত মাপে তৈরি প্যাকই।

এদিন কথায় কথায় তারা জানান, প্রায় ১৫ মাস আগে শুরু হয়েছিল তাদের এই লড়াই। লড়াই পর্বে কিছু কিছু এলাকার ব্যবসায়ী সংগঠনের সমর্থন পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে উল্টো অভিজ্ঞতা। আসলে কিছু কিছু এলাকায় কোম্পানিগুলোর মালিকরাই সেসব ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য। তাই এসব ক্ষেত্রে সমর্থন জোটেনি। এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ফুড গ্রেইন্স মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পবন জৈন, দীপক পাল, পঙ্কজ জৈন, চাম্পালাল রায়, নিতাই রায় ও দীপঙ্কর রায়।

শ্রীভূমি কারাগারে নিষিদ্ধ সামগ্রী

পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী কীভাবে প্রবেশ করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তদন্তে নামে পুলিশ। বেশ কিছুদিন তদন্ত চালানোর পর কারাগারের চার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভঙ্গ এবং বেআইনি সামগ্রী ভেতরে প্রবেশে সহযোগিতার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গর্তের শহরে বন্দি নাগরিক

এমন দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে? আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বিগত সরকারেও বরাক উপত্যকা উন্নয়ন দফতরের দায়িত্বে ছিলেন এই অঞ্চলেরই এক মন্ত্রী। এখন নতুন সরকারেও সেই দফতরের জন্য পৃথক মন্ত্রী রয়েছে। তবু শিলচরের রাস্তার ছবিতে কোনও পরিবর্তন নেই। বরং নাগরিকদের একাংশের কটাক্ষ, বরাকের উন্নয়নের চেয়ে উন্নয়নের বিজ্ঞাপনই যেন বেশি দৃশ্যমান।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের কেউ কেউ বলছেন, গত তিন-চার বছর ধরে ক্রমশ বেহাল হয়েছে রাস্তার অবস্থা। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। জনপ্রতিনিধিদের 'কেউ কথা রাখেনি'। তাঁদের মতে, শিলচর ধীরে ধীরে একটি আধুনিক শহর নয়, বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনও প্রাচীন নগরীর রেপ্লিকা হয়ে উঠেছে। মহেঞ্জোদারো কিংবা হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে যেমন অতীতের সভ্যতার চিহ্ন খোঁজা হয়, তেমনই আজকের শিলচরে খুঁজতে হচ্ছে রাস্তার অস্তিত্ব।

নাগরিকদের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন শুধু পূর্ত বিভাগ নয়, সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। কারণ অভিযোগ, স্মারকলিপি, বিক্ষোভ, প্রতীকী আন্দোলন, সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ, সবই হয়েছে। কিন্তু ফল মেলেনি। পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে আগের সরকারের আমলে। নতুন সরকারের নতুন অধ্যায়ও শুরু হয়ে গিয়েছে। অথচ শিলচরের মানুষ এখনও অপেক্ষায়, অন্তত এমন একটি দিনের জন্য, যেদিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে জীবনবিমার কথা ভাবতে হবে না।

শহরের অলিগলি থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত আজ একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, শিলচরের রাস্তার এই পরিণতির দায় নেবে কে? আর কতদিন 'রাম ভরসায়' চলবে একটি জেলা সদর শহরের নাগরিক জীবন? উত্তর এখনও মেলেনি। আর সেই নীরবতাই ক্রমশ আরও বড় হয়ে উঠছে রাস্তার গর্তগুলোর মতো।

পিএইচই বিভাগের সংবর্ধনায় আপ্লুত মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৯ জুন : জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE) বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। মঙ্গলবার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি জনসেবার মানোন্নয়ন, নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিএনআরডি-র কমিশনার ও এসবিএম-জি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কীর্তি জল্লি, পিএইচই বিভাগের সচিব গীতিমণি ফুকন, প্রধান প্রকৌশলী (জল) পল্লব কুমার দাস, প্রধান প্রকৌশলী (স্যানিটেশন) ভাস্করজ্যোতি শর্মা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (লোয়ার আসাম জোন) রম্যজ্যোতি শর্মা সহ বিভাগের বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ রাজ্যের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি বলেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার জনসেবাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিএইচই বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং আন্তরিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' বৈঠকে সরকারের অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য খাতে চলমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া, স্যানিটেশন অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের কাছে আরও উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল আরও বলেন, 'প্রতিটি পরিবারের কাছে নিরাপদ পানীয়জল এবং উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দেওয়া শুধু একটি সরকারি কর্মসূচি নয়, এটি মানুষের জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।' আমরা চাই অসমের প্রতিটি নাগরিক স্বাস্থ্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ পান। তিনি পিএইচই বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কর্মনিষ্ঠার ফলেই সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী দিনেও একই উদ্যমে কাজ করে একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত অসম গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল আশা প্রকাশ করেন যে, বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় রাজ্যের জনস্বাস্থ্য খাতে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে এবং সরকারের উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

মণিপুরের কাংরেংধর গ্রামে বিশেষ মেডিক্যাল ক্যাম্প আসাম রাইফেলসের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : সীমান্তবর্তী দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কল্যাণে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে সোমবার ফেজারওয়াল জেলার কাংরেংধর গ্রামে একটি বিশেষ মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করল আসাম রাইফেলস।

দুর্গম ও যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন কাংরেংধর গ্রামে সড়ক যোগাযোগের অভাবের পাশাপাশি নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিকাঠামোও। প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে আসাম রাইফেলসের একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে নৌপথে গ্রামে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

এই মেডিক্যাল ক্যাম্পে কাংরেংধর ছাড়াও কাংরেং, মইনাদর, তুইলেন এবং আশপাশের অন্যান্য গ্রামের মানুষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মোট ৩৭০ জন ব্যক্তি চিকিৎসা পরামর্শ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ওষুধের সুবিধা গ্রহণ করেন। চিকিৎসক দল বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা প্রদান করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

আসাম রাইফেলসের এই উদ্যোগ প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের মানুষের কাছে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। কঠিন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গ্রামে পৌঁছে উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা আসাম রাইফেলসের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মানবিক এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে আসাম রাইফেলস প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

হাইলাকান্দিতে শান্তিপূর্ণ মহরম উদযাপনের জন্য প্রশাসনের দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠক সম্পন্ন

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৯ জুন : আসন্ন মহরম উদযাপন যাতে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং সুসংহতভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে আজ এখানে জেলা কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হাইলাকান্দির জেলা কমিশনার অভিষেক জৈন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র পুলিশ সুপার অমিতাভ সিনহা, অতিরিক্ত জেলা কমিশনার মিনের্ভা দেবী, সার্কল অফিসারবৃন্দ, পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধিবর্গ। আলোচনাকালে, বিভিন্ন মহরম ও মসজিদ কমিটির সদস্যরা পূর্ববর্তী বৈঠকের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে জেলা প্রশাসনকে সব স্তরে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কমিটির সদস্যরা স্থানীয়স্তরে সভা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। তৃণমূল স্তরের এই বৈঠকগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখেন। তাছাড়া, মহরম কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনীয় লজিস্টিক (অনুষঙ্গী ব্যবস্থা) ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা দিয়েছেন। বিশেষ করে, তারা শোভাযাত্রার রুটগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন, জনসাধারণের দুর্ভোগ এড়াতে কৌশলগত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশুদ্ধ পানীয়জলের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে, জেলা শাসক অভিষেক জৈন এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার অমিতাভ সিনহা কমিটিগুলিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। শীর্ষ আধিকারিকরা জেলার সকলের জন্য একটি নিরাপদ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য মহরম কমিটির সদস্যদের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান।

তিন রাজ্যের ১৬ স্থানে ইডির তল্লাশি, ৩৩ কোটির হদিশ মিলল

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও মিজোরামের চার জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বৃহৎ আন্তঃসীমান্ত মাদক পাচারে আদায়ীকৃত মোটা টাকার হদিস পায়। নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর আগরতলা জোনাল ইউনিটের দায়ের করা ২০২৫ সালের এক মামলার ভিত্তিতে ইডি এই তদন্ত শুরু করে। মামলায় বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২১ আগস্ট মিজোরামের জাতীয় সড়কে একটি গাড়ির কনভয় আটকে ৪৯.১০১ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এবং ৪০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই পাচারকাণ্ডে আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ইডি তদন্তে নেমে একটি সংগঠিত আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃসীমান্ত চক্রের সন্ধান পায়। তদন্তে বেরিয়ে আসে, তারা মায়ান্মার-ভিত্তিক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মেথামফেটামিন সংগ্রহ করত। পরে মিজোরামের চামফাই-জোখাওথার সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে পাচার করে তা ত্রিপুরায় পৌঁছে দেওয়া হত। এই চক্র হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থের উৎস ও প্রকৃত উপভোক্তাদের আড়াল করত। তদন্তে এখন পর্যন্ত ১৪২ কোটির বেশি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে ইডি। মাদক সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত চিনতুয়াঙ ওরফে তুয়াঙ্গা এবং পরিবহনে মূল ভূমিকা নেওয়া জবারুল হককে ইতোমধ্যেই এনসিবি গ্রেফতার করেছে। গতকাল সোমবার প্রথমে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় আনোয়ার হোসেন ওরফে সুমন মিঞা ওরফে ক্রোড়পতি সুমন এবং জসীম মিঞার বাড়িতে। পরে তল্লাশি চলে মিঙথানসাঙ্গীর বাসভবনে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩৩ কোটিরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেন ধরা পড়েছে।

অপরাধমূলক অর্থ আসা-যাওয়া করেছে মিজোরামের রিজু এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী চৈতালি দাস-এর মাধ্যমে। তল্লাশির সময় সুমন মিয়া ও জসিম মিয়ার বাড়ির আশেপাশে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে গাছে লাগানো ২৫টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়। তল্লাশিতে মাদকদ্রব্য খোঁজার জন্য ডগ স্কোয়াডও ব্যবহার করা হয়। অভিযানে সিআরপিএফ এবং বিএসএফের সহায়তা নেওয়া হয়। ইডি জানিয়েছে, মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

প্রণবকান্তি দাসের হিন্দি কাব্যগ্রন্থ 'বরাক পার কা রোদন' উন্মোচিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : কবি-সাহিত্যিক প্রণবকান্তি দাসের হিন্দি কাব্যগ্রন্থ 'বরাক পার কা রোদন' গত রবিবার সন্ধ্যায় এক অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পাণ্ডের বাসভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাহিত্যপ্রেমী ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দি সাহিত্যপত্র 'প্রেরণা ভারতী'-র সম্পাদক দিলীপ কুমার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত তিওয়ারি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পাণ্ডে, প্রবীণ সাহিত্যিক কস্তুরী হোম চৌধুরী, শিক্ষাবিদ ও কবি বিন্দু সিং, গল্পকার সত্যজিৎ নাথ, উত্তম সরকার, চন্দন শুক্লবৈদ্য, শ্যামাপ্রসাদ কৈরী, চন্দন কৈরী, রাজু বার্মা, শ্রাবণী সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

স্বাগত ভাষণে কবি প্রণবকান্তি দাস গ্রন্থটির রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে বইটির হিন্দি অনুবাদক অশোক বার্মার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বরাক উপত্যকা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথিতযশা কবি ও অনুবাদক অশোক বার্মা দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের সাহিত্যকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠকমহলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা অশোক বার্মার এই সাহিত্যসেবামূলক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, প্রণবকান্তি দাসের কবিতায় বরাক উপত্যকার মাটি, মানুষের জীবনসংগ্রাম, ছিন্নমূল মানুষের বেদনা এবং আঞ্চলিক বাস্তবতা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে উঠে এসেছে। হিন্দি অনুবাদের মাধ্যমে সেই অনুভূতি এখন বৃহত্তর পাঠকমহলের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, কাব্যগ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ 'বরাক পারের কান্না' চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে শ্রাবণী সরকারের সুমধুর সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গল্পকার সত্যজিৎ নাথ।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রস্তুতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রস্তুতি চলছে। কোনও মৃত ব্যক্তির নাম থাকলে বা কোনও ধরনের আপত্তি থাকলে সংশোধন করার অনুরোধ জানান মেহেরপুর-কৃষ্ণপুর সমবায় সমিতির সম্পাদক রুহুল আমিন লস্কর। তিনি জানান, সমিতির ২০২৬-২৭ সালের খসড়া ভোটার তালিকা কার্যালয়ে উন্মুক্ত রয়েছে। ১০ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত সংশোধন প্রক্রিয়া চলবে। মৃত ব্যক্তির পরিবর্তে তার নমিনি বা উত্তরাধিকারীর নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদনের সঙ্গে প্রমাণপত্র দিতে হবে।

পিএমএসএমএ-র দশম বর্ষপূর্তিতে ৬,০০০ গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শ্রীভূমিতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৯ জুন : প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান -এর দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার শ্রীভূমি জেলার বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিশেষ গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হয়েছে। কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া দিয়ে জেলার প্রায় ৬ হাজার গর্ভবতী মহিলা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। জেলার করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, আরবান হেলথ সেন্টার এবং অন্যান্য নির্ধারিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিশেষ পিএমএসএমএ সেশন আয়োজন করা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ, রক্তচাপ পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা, রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার শনাক্তকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে কেন্দ্র সরকার থেকে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচি। এর মূল উদ্দেশ্য হল গর্ভবতী মহিলাদের, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রৈমাসিকে, উন্নতমানের এবং সম্পূর্ণ গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে জেলার চিকিৎসক, নার্স, এএনএম, আশা কর্মী এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত আশাকর্মীরা গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক মতীন্দ্র সূত্রধর বলেন, প্রায় ৬ হাজার জন গর্ভবতী মহিলার অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়মিত গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতারই প্রতিফলন। তিনি বলেন, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের জটিলতা হ্রাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে তিনি কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলার সব স্বাস্থ্যকর্মীকে ধন্যবাদ জানান। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, পিএমএসএমএ কর্মসূচি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণ এবং মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। শ্রীভূমি জেলায় কর্মসূচির দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই সফল উদযাপন নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। এদিকে, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সব গর্ভবতী মহিলাকে নিয়মিত গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, যাতে নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ নবজাতক নিশ্চিত করা যায়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপস্থিত মহিলাদের একাংশ।

হোজাই সরকারি হাসপাতালগুলিতে দুর্নীতির বিস্ফোরক অভিযোগ

‘টাকা না দিলে প্রসূতিকে বেসরকারি হাসপাতালে রেফার’ ডিসিকে স্মারকপত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ৯ জুন : হোজাই জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার নামে চলা কথিত অনিয়ম, দুর্নীতি এবং রোগী শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে অসম রাজ্য আশাকর্মী ইউনিয়ন। চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে সংগঠনটি সোমবার হোজাই জেলা কমিশনারের হাতে একটি বিস্তৃত স্মারকলিপি জমা দেয়। এই ঘটনায় স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অসম রাজ্য আশা কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা মিনারা বেগম চৌধুরী, হোজাই জেলা কমিটির সভানেত্রী শিখা চক্রবর্তী এবং সম্পাদিকা দীপাঞ্জলি হাজংয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে সরকারি হাসপাতালগুলিতে চলা ব্যাপক দুর্নীতির তদন্ত দাবি করে এক অভিযোগপত্র দাখিল করে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডবকা, নীলবাগান মডেল হাসপাতাল এবং জোড়াপুখুরী জেলা অসামরিক হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে রোগীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চিকিৎসক ও নার্সদের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগ তুলে ইউনিয়ন জানায়, অনেক চিকিৎসক সরকারি দায়িত্ব পালনের সময়ও ব্যক্তিগত চেম্বারে বেশি ব্যস্ত থাকেন। ফলে সাধারণ রোগীরা সময়মতো চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ইউনিয়ন আরও একটি বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে জানায় যে, সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার নামে রোগীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়। বিশেষ করে প্রসূতি মায়েদের লক্ষ্য করে চলা অবাধ অর্থ আদায়ের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রসব করানোর নামে রোগী বা অভিভাবকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা দাবি করা হয়। দাবি করা অর্থ না দিলে রোগীকে গুরুতর অবস্থার অজুহাত দেখিয়ে নগাঁও, ডিফু অথবা বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করার ঘটনাও ঘটছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও জরুরি রোগীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের উদাসীন মনোভাব, রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাবের মতো সমস্যার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। আশা কর্মী ইউনিয়নের অভিযোগ, স্বাস্থ্য বিভাগের একাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দালালচক্রের মধ্যে গড়ে ওঠা একটি বৃহৎ অসাধু নেটওয়ার্কের কারণে দরিদ্র ও অসহায় রোগীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে বলেও সংগঠনটি অভিযোগ করেছে।

সমগ্র ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের ব্যবস্থা করে দোষী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে অসম রাজ্য আশা কর্মী ইউনিয়ন। হোজাই জেলার সরকারি হাসপাতালগুলিকে ঘিরে ওঠা এই গুরুতর অভিযোগ ইতোমধ্যেই জেলাজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের পাথারকান্দি সফর ঘিরে জোর প্রস্তুতি, উচ্ছ্বসিত দলীয় কর্মীরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৯ জুন : রাজ্য মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের পর আগামী ১১ জুন দ্বিতীয়বারের মতো নিজ বিধানসভা কেন্দ্র পাথারকান্দি সফরে আসছেন মন্ত্রী ও পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। তাঁর আগমনকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। সফরকে সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে পাথারকান্দি মণ্ডলের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক কর্মসূচি, বুথভিত্তিক কার্যক্রম এবং জনসংযোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কর্মসূচিগুলিকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, কৃষ্ণেন্দু পালের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি শুধু পাথারকান্দি নয়, সমগ্র শ্রীভূমি জেলা ও বরাক উপত্যকার জন্য গৌরবের বিষয়। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে এবং দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নতুন গতি আসবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দি মণ্ডল সভাপতি শশীবাবু সিনহা (মানিক্য সিনহা), লোয়াইরপোয়া মণ্ডল সভানেত্রী সম্পা চৌধুরী, দলের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মোর্চার পদাধিকারী ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। ১১ জুনের সফরকে স্মরণীয় করে তুলতে বুথস্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রীর আগমন ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ইতোমধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তার স্বার্থে বড়খলা-কালাইন সড়কে ভারি যান চলাচলে বিধিনিষেধ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং অতিরিক্ত বোঝাই বাণিজ্যিক যানবাহনের নিয়মিত চলাচলের ফলে বড়খলা, কালাইন সড়কের অবস্থা ক্রমাগত অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন উক্ত সড়কে ভারি যানবাহনের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সড়কের আরও ক্ষয়ক্ষতি রোধের লক্ষ্যে বড়খলা মহাসড়ক এলাকা থেকে শিলচর-কালাইন সড়কের খাম্বারবাজার পয়েন্ট পর্যন্ত সড়কে সর্বাধিক ২০ মেট্রিক টন (এমটি) গ্রস লেডেন ওজনবিশিষ্ট যানবাহন চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট সড়কপথে চলাচলকারী সকল শ্রেণির যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং উক্ত অঞ্চলে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। যাত্রীসাধারণ ও পরিবহন সংস্থাগুলির যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে, তার জন্য জেলা প্রশাসন আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং বৃহত্তর জনস্বার্থে সকলের সহযোগিতা কামনা করছে।

উপত্যকার উন্নয়নে নবনির্বাচিত মন্ত্রী এবং বিধায়করা সদর্থক ভূমিকা নিন : বিডিএফ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : বরাকের নবনির্বাচিত বিধায়কদের অভিনন্দন জানিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপত্যকার সমস্যাসমূহ সমাধানে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানাল বিডিএফ। রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় বরাক উপত্যকা থেকে স্থান পেয়েছেন বিধায়ক কৌশিক রায় এবং কৃষ্ণেন্দু পাল। এরজন্য তাদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি বরাক উপত্যকার মূল সমস্যাসমূহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাধানে উদ্যোগী হতে তাদের প্রতি আহ্বান জানাল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এক প্রেসবার্তায় বিডিএফ মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে কোনও বাঙালিকে বা ঐতিহাসিক শিলচর শহরের প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই না দেওয়া নিয়ে হয়তো কিছুটা বিতর্ক ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তবে এসবকে ভুলে গিয়ে আপাতত বরাকের উন্নয়নে কাটো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বা তাকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি।

জয়দীপ বলেন, উপত্যকায় সাম্প্রতিক জমায়েতের জন্য কৃত্রিম বন্যা এবং রাস্তাঘাটের দুরবস্থা নিয়ে জনগণের ভোগান্তি চরমে উঠেছে। কাজেই এই দুই ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে বরাক উপত্যকা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীদের। তিনি বলেন, শিলচর এবং করিমগঞ্জ শহরের নিকাশি খালের সংস্কার নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্যোগী হয়েছে সরকার এবং প্রশাসন। এই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করা হয়, সেই ব্যাপার তদারক করার গুরুদায়িত্ব রয়েছে এই উপত্যকার মন্ত্রী তথা নির্বাচিত বিধায়কদের। তিনি আরও বলেন যে বিগত দিনে নির্দেশিত নিয়মনীতি না মেনে যেভাবে জোড়াতালি দিয়ে রাস্তার কাজ হয়েছে তার ফলশ্রুতি হিসেবেই আজ জনগণকে ভুগতে হচ্ছে। শিলচরের ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে মেডিক্যাল কলেজ অবধি রাস্তার যে অবস্থা হয়েছে তাতে সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে রোগী অবধি সবাই প্রভাবিত হচ্ছেন। তিনি বলেন, আপাতত বৃষ্টির মরশুম চলাকালীন কিভাবে এই রাস্তা চলাচলের উপযোগী রাখা যায় তা নিয়ে অবিলম্বে ভাবতে ও উদ্যোগী হতে হবে জনপ্রতিনিধিদের। এবং এরপর এই রাস্তার আমূল সংস্কারের জন্য এখন থেকেই সরকারি বরাদ্দ নিশ্চিত করা, নির্দেশিত ও প্রযুক্তিগত সমস্ত নিয়মনীতি মেনে যাতে রাস্তার সংস্কার করা হয় তারজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে তাদেরকেই। তিনি বলেন, এ নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংগঠন সোচ্চার হয়েছেন। মন্ত্রীদের উচিত নাগরিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও মত বিনিময় করে এই সংস্কারের পদ্ধতিকে স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তোলা। তাতে জনগণের আস্থা ও সরকারি প্রক্রিয়া নিয়ে আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা দুই-ই বৃদ্ধি পাবে।

বিডিএফ আহ্বায়ক হৃষিকেশ দে এদিন বলেন যে নির্বাচনের আগে শিলচরের প্রস্তাবিত উড়াল সেতুর শিলান্যাস করে গেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তারপর নির্বাচনী ডামাডোলে এই ইস্যুটি ধামাচাপা পড়ে আছে। তিনি বলেন, শিলচরের যানজট আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ব্যস্ত সময়ে ১০ কিমি পথ পেরোতে দেড় থেকে দুঘণ্টা সময় অপচয় হচ্ছে। তাই বরাকের নবনির্বাচিত মন্ত্রী তথা বিধায়কদের অবিলম্বে উড়াল সেতুর কাজ শুরু করার জন্য উদ্যোগী হবার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

হৃষিকেশ এদিন আরও বলেন যে পাঁচগ্রাম কাগজকলের পরিত্যক্ত জমিতে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির প্রস্তাব ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নবনির্বাচিত বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। শোনা যাচ্ছে বর্তমানে এই জায়গায় একটি এমএসএমই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ জমি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে আছে। হৃষিকেশ বলেন, শুধু এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়, সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ এই জায়গায় একটি শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য জোরালো আওয়াজ তোলা জরুরি। কারণ এই ধরনের কেন্দ্রের সহায়তায় উপত্যকায় নতুন বিনিয়োগ হবার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, শিল্পায়নের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাই কাছাড় জেলার অভিভাবক মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ককে এরজন্য অবিলম্বে উদ্যোগী হবার দাবি জানাচ্ছেন তারা। এছাড়া উপত্যকার উন্নয়নে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প যথা গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, প্রস্তাবিত হাইস্পিড এক্সপ্রেস করিডোর, চন্দ্রনাথপুর লঙ্কা রেললাইন, মাল্টিমোডাল লজিস্টিক পার্ক, শিলচর মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো তথা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ এসব নিয়ে যথাযথ মঞ্চে চাপ সৃষ্টি করার গুরুদায়িত্ব রয়েছে তাদের। বরাকের ভাষা শহিদদের স্বীকৃতি এবং ভাষা শহিদ স্টেশন নামকরণ নিয়েও একযোগে দাবি জানানো তাদের অবশ্যকর্তব্য।

বিডিএফ সদস্যরা বলেন, দীর্ঘদিনের বঞ্চনার শিকার এই উপত্যকার জন্য সদর্থক ভূমিকা নেবার সুযোগ রয়েছে নবনির্বাচিত মন্ত্রী এবং বিধায়কদের কাছে। যদি এই সুযোগের প্রকৃত সদ্ব্যবহার তারা করতে পারেন তবে দলমত নির্বিশেষে জনগণ তাদের মনে রাখবেন, ইতিহাস তাদের অবদানকে মনে রাখবে। অন্যথায় পূর্ববর্তী আরও অনেক জনপ্রতিনিধিদের মতোই ইতিহাস তাদের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই দেবে। তাই এবার জনগণের বিশ্বাস ও সমর্থনের প্রতিদান দেবার পালা তাদের।

তিনের পাতার পর

রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ভাওনার

বিজেপি নেতা অনিল শইকীয়া ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নগাঁও জেলার জেলা কমিশনার দেবাশিস শর্মা। তিনি বলেন, 'অসমিয়া সমাজের ভাষা-সংস্কৃতির মূল ভিত্তি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। নতুন প্রজন্মকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখতে অঙ্কীয়া ভাওনার মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যমের চর্চা বাড়াতে হবে। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করেই বিশ্বদরবারে গর্বের সঙ্গে অসমিয়া পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব।' প্রথমবারের মতো অঙ্কীয়া ভাওনায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বিধায়ক রূপক শর্মা বলেন, 'মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পবিত্র জন্মভূমি বটদ্রবার বিধায়ক হিসেবে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। স্থানীয় মানুষের অনুরোধেই ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে অভিনয় করেছি। ভাওনা শুধু বিনোদন নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার বাহক।' তিনি আরও বলেন, নতুন প্রজন্মকে ভাওনার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটও ভাওনার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'আমি এই এলাকারই সন্তান। ভাওনার প্রতি আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে। এই শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে নবপ্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন।' ধর্মীয় আবহ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থানীয় মানুষের বিপুল উপস্থিতিতে কড়ালীগাঁও বরনামঘরের এই ভাওনা উৎসব এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পরিণত হয়।

৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উন্নয়নে

উন্নয়নের দাবি ছিল। অবশেষে এই প্রকল্পের অনুমোদনের মাধ্যমে করিমগঞ্জ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, এই প্রকল্প শুধু একটি রাস্তার উন্নয়ন নয়, বরং সমগ্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নত সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। তিনি এই প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়করির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই বরাক উপত্যকাসহ অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বদরপুর-চৈতন্যনগর ব্লকের সুনাম

বদরপুর-চৈতন্যনগর ব্লকের একটি বিশেষ সুনাম রয়েছে। এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই-জি) প্রকল্পের ঘর নির্মাণের কিস্তির অর্থ হিতাধিকারীদের সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রদান করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি ব্লকে চলমান পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, এমজিএনরেগা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিস্তারিত তালিকা তাঁর কাছে জমা দেওয়ার জন্য বিডিওকে বলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য মোস্তাক আহমদ, বদরপুর-চৈতন্যনগর ব্লকের সহসভানেত্রী শিল্পী দাস, ইকবাল খান, আসুক উদ্দিন, বিশ্বজিৎ দাস, সহকারী বিডিও, জিপিসি, এই, জেই, জিপি সেক্রেটারি, গ্রাম সেবক এবং গ্রাম রোজগার সহায়কগণ প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠানটি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠান পরিচালনা

নগাঁওয়ে মাদক উদ্ধার, এক সপ্তাহে

রেজাউল হককে আটক করে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে মাদক চক্রের সঙ্গে তার সম্ভাব্য যোগাযোগ, সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সহযোগীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। নগাঁও পুলিশ জানিয়েছে, জেলার যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

লঙ্কায় ছেলের হাতে বাবা খুন

এইভাবে সারাদিন গড়িয়ে বিকেল হওয়ার পর ছেলে রাজ চক্রবর্তী তার মাকে জানায় যে সে তার বাবাকে হত্যা করে বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছে। মঙ্গলবার সকালবেলা ছেলে রাজ চক্রবর্তী থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে, ইতোমধ্যে রাজ চক্রবর্তী স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে সে তার বাবাকে হত্যা করেছে বলে। লঙ্কা থানার পুলিশ আধিকারিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তম চক্রবর্তীর স্ত্রী রেখা চক্রবর্তীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশ আটকাধীন দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবছর কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ বরাদ্দ

অনুষ্ঠিত হল ঝাঁকালো সংবর্ধনা সভা। কাছাড় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কঙ্কণনারায়ণ শিকদার থেকে শুরু করে চার জেলা পরিষদ সদস্য, কালাইন ব্লকের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রী বিচিত্রা দাস, জিপি কালাইন ব্লকের ১৬ জিপির সভাপতি ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন চার মণ্ডল সভাপতি নিত্যগোপাল দাস, বিশালাক্ষ দেব, মিঠুন শুক্লবৈদ্য ও নিরাপদ দেবের উপস্থিতিতে আপ্লুত বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সংবর্ধনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সংবর্ধনা দেওয়া মানে ওই ব্যক্তির মনোবল বাড়িয়ে দেওয়া, আরও ভাল কাজ করার মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া, কাজের প্রতি উৎসাহ তৈরি করে দেওয়া তাই যেখানে যতবেশি উৎসাহ সেখানে তত বেশি কাজ। যে গাছে ফল বেশি হয় সে গাছে ঢিলও বেশি ছোড়া হয়। তাই পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের লোক যাবে, বিধায়কের কাছে লোক আসবে কারণ আমাদের কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিধায়ক-পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা যখন শাসক দলের রয়েছে তাই জনগণের প্রত্যাশা অনেক, তাই আমাদের এক জোট হয়ে কাজ করতে হবে। একজোট হয়ে কাজ করলে কাটিগড়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সময় লাগবে না। তিনি প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিকে জনগণের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেবার আহ্বান জানান। কাছাড় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কঙ্কণনারায়ণ শিকদার কামান দাগেন জিপি সচিবদের উপর। তাঁর কথায়, কাছাড় জেলায় অনেক জিপি সচিব রয়েছেন যারা জেলা পরিষদদের ফোন ধরেন না, এপি বা জিপি সভাপতিদের ফোন ধরেন না, মাসের পর মাস অফিস কামাই করেন। এই ব্লকেও রয়েছেন এমন জিপি সচিব, যাদের এই কর্মকাণ্ডে কাজে ব্যাঘাত ঘটে, উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কালাইন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি নিত্য গোপাল দাস বিধায়কের মাধ্যমে কালাইন ব্লকের কর্ম সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা ও তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের দাবি জানান। তিনি কালাইন ব্লকের জমি ডিমারকেশনের দাবি জানান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন কালাইন আঞ্চলিক ব্লকের সভানেত্রী বিচিত্রা দাস, বিডিও নির্মালি থিরনপি, পশ্চিম কাটিগড়ার জেলা পরিষদ সদস্য ত্রয়োবাসী দাস, নিরাপদ দেব, উত্তর কাটিগড়ার জেলা পরিষদ সদস্যা পম্পি দাস সহ আরও অনেকে।

সেবার ১২ বছর ভার্চুয়াল বৈঠকে

চলেছে। এই সময়ে শুধু উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়নি, বরং দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী ভারত গঠনের যে ভিত্তি রচিত হয়েছে, তা আগামী দিনের উন্নত ভারতের স্বপ্নপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মন্ত্রী আরও বলেন, বৈঠকে দেশের উন্নয়নযাত্রার এই ইতিবাচক বার্তা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখে সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও অর্জনসমূহ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির সুফল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই উন্নয়নযাত্রার অংশীদার করতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।' রাজনৈতিক মহলের মতে, সেবার ১২ বছর কর্মসূচির মাধ্যমে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের উন্নয়ন, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে জনগণের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা করা হচ্ছে। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা যোগাবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর

হয়েছে। বাঁ হাত ভেঙে গেছে। কোমরে গুরুতর চোট লেগেছে এবং পায়ের নীচের অংশেও ভাঙন ধরা পড়েছে। প্রথমে তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যালে স্থানান্তর করা হয়। দীপায়ন চক্রবর্তী জানান, বর্তমানে বান্টি জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। শরীরের যন্ত্রণা ও গরমের কষ্টের কথা বিবেচনা করে তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আশা করা হচ্ছে, দ্রুতই তাকে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হবে। তিনি আরও জানান, শিলচর থেকে জুয়েল পাল ও রাজদীপ দাসের মাধ্যমে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তিনি গুয়াহাটি থেকেই ফোনে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কথায়, বৈদ্যুতিক তারের উপর পড়ার খবর শুনে প্রথমে তিনি আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, তারে আঘাত লেগে গতি কিছুটা কমে যাওয়ায় আরও বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পাশাপাশি বিজেপির কর্মীরাও পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে জানান তিনি। আগামী দিনে বান্টির দ্রুত অস্ত্রোপচার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করতে রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়, কৃষ্ণেন্দু পাল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহলের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানান প্রাক্তন বিধায়ক। বান্টির দ্রুত আরোগ্য কামনা করে দীপায়ন চক্রবর্তী সকলের কাছে তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে এই কঠিন সময়ে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো সকলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

৫ ইন্সপেক্টর ও ১৪ সাব-ইন্সপেক্টর

তিনি। আর শিলচর সদর থানায় কর্মরত চিরঞ্জিত কুমার বরাকে করা হয়েছে সিআই সিটি। সাব-ইন্সপেক্টরদের মধ্যে মালুগ্রাম ফাঁড়িতে কর্মরত জ্যোতি বড়োকে করা হয়েছে জয়পুর থানার ওসি। আরএসআই রুবুল মেধি কচুদরম থানার ওসি, কচুদরম থানার ওসি পুরুষোত্তম কুমার সিং তারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ, তারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ অজয় দাস সদর থানায় টাউন ব্রাঞ্চে অ্যাটাচ অফিসার, বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দিবাকর গগৈ শিলচর সদর থানায় অ্যাটাচ অফিসার, কালাইন থানার ডিমু চৌধুরী ভাঙ্গারপার ফাঁড়ির ইনচার্জ, ভাঙ্গারপাড় ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজু দেব বিহাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ, ধোয়ারবন্দ থানার সেকেন্ড অফিসার অপূর্ব বরা কালাইন থানার অ্যাটাচ অফিসার, শিলচর থানার টাউন ব্রাঞ্চের রিন্টু আচার্য সিনিয়র পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আরএসআই, শিলচর সদর থানার গোপাল তালুকদার শালচাপড়ার ইনচার্জ, শালচাপড়ার ইনচার্জ অপ্রতিম খাউণ্ড সদর থানায় অ্যাটাচ অফিসার, সদর থানার কমলেন্দু দেব বড়খলা থানায় অ্যাটাচ অফিসার, আরও প্রিয়তোষ শুক্লবৈদ্য কুম্ভীরগ্রামের ইনচার্জ এবং কুম্ভীরগ্রামের ইনচার্জ ইয়াকুব আলি বদলি হয়েছেন মালুগ্রাম ফাঁড়িতে অ্যাটাচ অফিসার হিসেবে। আর তারাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর আবুল কাশিম আহমদ বদলি হয়েছেন লক্ষীপুর থানায়।

ডবকায় জমি-বিবাদে রক্তক্ষয়ী

নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে একাধিক ব্যক্তি আহত হন।

আহতদের দ্রুত যমুনামুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক কুতুব উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ১১ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য নগাঁওয়ে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সুজাদান নেসা, মহিবুর রহমান, রিয়াজ উদ্দিন, লুৎফুর রহমান, শফিক উদ্দিন, হবিবুর রহমান, ফুরকান আলী, জইনুদ্দিন, রেজাউল হক, ফখিয়া খেগম এবং এক বৃদ্ধ মহিলা। জানা গেছে, দীর্ঘদিনের নামজারি ও জমির মালিকানা নিয়ে চলা বিরোধই এই ঘটনার মূল কারণ। অভিযোগ অনুযায়ী, কুতুব উদ্দিনের পরিবারের দখলে থাকা জমিটি নাসির উদ্দিনের পরিবার উত্তরাধিকার সূত্রে নিজেদের নামে নামজারি করিয়ে নেওয়ায় নতুন করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে কুতুব উদ্দিনের পরিবার নামজারি বাতিলের দাবিতে ডবকা রাজস্ব চক্র কর্মকর্তার দফতরে আবেদন করেছিল এবং ইতোমধ্যে একাধিক শুনানিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূত্রের খবর, মাত্র দুই দিন আগে এ বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হলেও নামজারি বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে সোমবার বিতর্কিত জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এদিকে, ঘটনার দিনই ভূমিলেখা সহায়ক পাপলু লস্করের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাজস্ব চক্র কর্মকর্তা চৈতালি রায় উত্তরাধিকার সূত্রে নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্যক্তিদের নাম সংশোধনের জন্য বাতিল করে পূর্বতন পাট্টাধারী মুসলিম আলির নাম বহাল রাখেন বলে জানা গেছে। ঘটনার পর সমগ্র যমুনামুখ এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে। উভয় পক্ষই ইতোমধ্যে থানায় পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করেছে। নিহত কুতুব উদ্দিনের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে নিজ গ্রামের কবরস্থানে সমাধিত করা হয়।

রামকৃষ্ণনগরে পরকীয়া সম্পর্কের

কর্মসূত্রে বাইরে থাকার সুযোগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এবাদ উদ্দিন লস্করের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচয় গভীর ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। তবে তাদের এই গোপন সম্পর্ক বেশিদিন আড়ালে থাকেনি। কিছুদিন আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবক ও মহিলাকে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে ফেলে পুলিশে সোপর্দ করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য ও পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হলে, তিন সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে গামারিয়ায় বাবার বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন রোশনা বেগম। স্থানীয়রা অভিযুক্ত যুবককে এলাকায় না আসার জন্য কড়া সতর্কবার্তা দিলেও সে গোপনে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। অভিযোগ, সোমবার রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ এবাদ আচমকাই রোশনার বাবার বাড়িতে চড়াও হয় এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করতে থাকে। কিন্তু রোশনা বেগম তাতে সাফ অসম্মতি জানালে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবাদ। এরপরই সে রোশনাকে ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে উঠোনে নিয়ে আসে এবং সঙ্গে আনা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। মহিলার আর্তচিৎকারে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসার আগেই রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা রোশনাকে উদ্ধার করে প্রথমে রামকৃষ্ণনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত তাঁকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। একই সঙ্গে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হন গ্রামবাসীরা। এদিকে ঘটনার পরই নিহতের পরিবারের তরফে কালীবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি ও রামকৃষ্ণনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ততক্ষণাৎ তদন্তে নামে পুলিশ। খবর পেয়ে আজ আগরতলা- শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চড়ে পালানোর সময় লামডিং রেল স্টেশনে হানা দেয় রেল পুলিশ। সেখান থেকেই অভিযুক্ত এবাদ উদ্দিন লস্করকে আটক করে পরবর্তীতে লামডিং পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশ।

বিক্রমপুরে বীর বিরসা মুণ্ডার

অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন শ্যামলাল কালিন্দী, অজিত কর্মকার, রাজু মুণ্ডা, প্রতিমা মুণ্ডা, মীনা রী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। বক্তারা বীর বিরসা মুণ্ডার জীবন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মকে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এদিনের সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। আগামী ১৫ নভেম্বর, বীর বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তীর পূর্বে বিক্রমপুর চা-বাগান এলাকায় তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে বিক্রমপুর চা-বাগান কর্তৃপক্ষ মূর্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করেছে। পাশাপাশি চন্দ্রনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও মূর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, মূর্তিটি স্থাপিত হলে তা শুধু বীর বিরসা মুণ্ডার স্মৃতিকে সংরক্ষণই করবে না, বরং আদিবাসী সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সংগ্রামের প্রতীক হিসেবেও আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলে বীর শহিদ বিরসা মুণ্ডার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মব লিঞ্চিং : পাথারকান্দি সনাতনী

গোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে এমনসব মন্তব্য করছেন, যা শুধু একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে না, বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করার আশঙ্কাও তৈরি করছে। ফেসবুক, ইউটিউব এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গ্রামের মানুষদের বিরুদ্ধে হুমকিমূলক বক্তব্য, পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার আহ্বান, খুন-খারাপির উস্কানি এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগও তোলা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, এসব উস্কানিমূলক প্রচার কেবল আইনশৃঙ্খলার জন্যই হুমকি নয়, বরং বহু বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই যারা সামাজিক মাধ্যমে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে স্মারকলিপিতে আরও বলা হয় যে, ঘটনার তদন্ত চলাকালীন নালুগাঁও ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু নিরীহ এবং নির্দোষ মানুষ পুলিশি হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অনেক পরিবার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হোক, কিন্তু কোনওভাবেই নিরপরাধ মানুষ যেন অযথা ভোগান্তির শিকার না হন এই বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয় প্রশাসনের কাছে। এছাড়াও বক্তারা দাবি করেন, ঘটনার রাতে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল, তাদের প্রত্যেককে দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে হবে এবং আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধ করা সম্ভব হবে বলেও মত প্রকাশ করেন তারা। প্রতিবাদ সভায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। দীর্ঘদিন ধরে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে গোধন চুরির একাধিক ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। স্থানীয়দের দাবি, এই চুরির ঘটনাগুলির কারণে বহু কৃষক ও পশুপালক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চোরচক্রের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই গোধন চুরির সঙ্গে জড়িত সংগঠিত চক্রকে দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতারের দাবিও জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলেন, পাথারকান্দি ঐতিহাসিকভাবে শান্তি, সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করে আসছেন। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উস্কানিমূলক প্রচারের মাধ্যমে এই সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করার যে কোনও অপচেষ্টা রুখে দিতে সকল সচেতন নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা। আন্দোলনকারীরা আরও জানান, সামাজিক মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক ও উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্যের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে আগামী দিনেও আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সবশেষে সমাবেশ থেকে এক সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়;নালুগাঁওয়ের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তি, নিরপেক্ষ তদন্ত, নিরীহ মানুষকে হয়রানি থেকে রেহাই, সামাজিক মাধ্যমে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং এলাকার দীর্ঘদিনের বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথ বেছে নেওয়ারও ইঙ্গিত দেন আন্দোলনকারীরা। শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে আয়োজিত এই কর্মসূচি পাথারকান্দি জুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং আগামী দিনে এই ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। স্মারকলিপির অনুলিপি স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, শ্রীভূমির জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদী সিনিয়র পুলিশসুপার নীলা দোলে, পাথারকান্দির সার্কল অফিসার অদতি নুনিসা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মানস জ্যোতি বরাকেও প্রেরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় গত ১ জুন রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে নালুগাঁও গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা গ্রামে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। স্থানীয়দের দাবি, ওই ব্যক্তিরা গ্রামের ভেতরে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং তাদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গ্রামবাসী তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করেন। এসময় ওই ব্যক্তিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবাসী ধাওয়া করেন। পরে স্থানীয় মনীন্দ্র রাজকুমারের বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড় এলাকা থেকে একজন এবং একটি পুকুরের পাশ থেকে আরও একজনকে আটক করা হয়। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আরও দুইজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনার কয়েকদিন পর, ৪ জুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঘটনার একটি ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর প্রশাসন ও পুলিশ নালুগাঁও গ্রামে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে। ঐক্য মঞ্চের দাবি, সেই সময় গ্রামবাসীরা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন এবং তদন্তের স্বার্থে পাঁচজন ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

খাদ্যে স্বনির্ভরতার উপর জোর

সম্প্রতি কৃষি দফতরের দায়িত্ব পাওয়া পীযূষ হাজরিকা এ দিন বিশেষভাবে খাদ্যে স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অসমেই উৎপাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রত্যেক বিভাগকে নিজেদের দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করারও আহ্বান জানান তিনি। এর আগে সকালে নগাঁও জেলার কঠিয়াতলিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আবাসিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। অসম সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে নির্মিত এই ভবন শিক্ষার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এ দিনের সফরে কাজিরাঙা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, দুই জেলার বিধায়ক এবং বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নগাঁও ও হোজাই জেলার পাশাপাশি কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার অভিভাবক মন্ত্রীর দায়িত্বও পেয়েছেন পীযূষ হাজরিকা।

মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি
শিলচর আইএসবিটি চত্বরে স্বচ্ছতা অভিযান বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার

স্বচ্ছতা অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলীয় কর্মকর্তারা। সোমবার শিলচর আইএসবিটিতে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার শিলচর আইএসবিটিতে স্বচ্ছতা অভিযানে নামলেন বিজেপির কাছাড় জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার নেতৃত্ব ও মণ্ডল কমিটির পদাধিকারীরা। গোটা আইএসবিটি চত্বরজুড়ে ঝাড়ু হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এই কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই ছিল রাজনৈতিক উপস্থিতি ও কর্মী সমাগম। অভিযান শুরুর আগে জেলা সভাপতি আতাউর রহমান লস্করের পৌরোহিত্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে দেশজুড়ে স্বচ্ছতা অভিযান একটি গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে বলেও মন্তব্য করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি তথা সংখ্যালঘু মোর্চার ইনচার্জ প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, শিলচর মণ্ডল সভাপতি পিকলু দাস, জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-সভাপতি ময়নামিয়া লস্কর, ফখরুল ইসলাম বড়ভূইয়া এবং আনোয়ার হোসেন আহমদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম লস্কর ও আব্দুল রেজ্জাক বড়ভূইয়া, স্বচ্ছতা অভিযান কমিটির কনভেনার স্নেহাশিস বড়ুয়া, কো-কনভেনার মিজাজুর রহমান লস্কর এবং সহ-সভাপতি এনামুল ইসলাম লস্কর প্রমুখ। বক্তাদের দাবি, মোদি সরকারের আমলে স্বচ্ছতা অভিযান কেবল প্রশাসনিক কর্মসূচি নয় বরং জনসচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। তারা আরও বলেন, উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করছে।

মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালকে স্বাগত জানাতে শ্রীভূমি জেলাজুড়ে জোর প্রস্তুতি শুরু
কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ, নির্মিত বিশালাকার তোরণ

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৯ জুন : মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালে ফের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করলেন পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে নবগঠিত মন্ত্রিসভার বিভাগ বণ্টনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণায় কৃষ্ণেন্দু পালের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন বিভাগ এবং বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব। এদিকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর শীঘ্রই গৃহজেলা শ্রীভূমিতে আসার কথা রয়েছে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের। তাঁকে বরণ করে নিতে ইতোমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। দলীয় কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ব্যাপক উৎসাহ।

পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা তিনবার ২০১৬, ২০২১ এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন কৃষ্ণেন্দু পাল। তাঁর এই ধারাবাহিক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দ্বিতীয়বারের মতো রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন তিনি। গত শনিবার রাজভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন কৃষ্ণেন্দু পাল। এরপর সোমবার দফতর বণ্টনের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রীভূমি জেলায় আনন্দ ও উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। মন্ত্রীর গৃহজেলায় আগমনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। জেলা সদর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে বিশালাকার স্বাগত তোরণ। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সংগঠনের পাশাপাশি আইএমএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও মন্ত্রীকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে বিশেষ তোরণ স্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে আইএমএস হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পৌলম চন্দ বলেন, ২০১৬, ২০২১ এবং ২০২৬ পরপর তিনটি নির্বাচনে জয়লাভ করে কৃষ্ণেন্দু পাল একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক রেকর্ড গড়েছেন। পাশাপাশি দ্বিতীয়বারের মতো রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া শ্রীভূমিবাসীর জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তাঁর এই সাফল্য গোটা জেলার মানুষের জন্য আনন্দ ও গর্বের। 'ডাঃ পৌলম চন্দ আরও বলেন, পূর্ববর্তী মন্ত্রিত্বকালে মৎস্য, পূর্ত, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বে থেকে কৃষ্ণেন্দু পাল অত্যন্ত সক্রিয় ও জনমুখী ভূমিকা পালন করেছেন। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পার্বত্য অঞ্চল এবং বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করায় রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন বিশেষকরে বরাক উপত্যকার উন্নয়নে তিনি আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা আশাবাদী। রাজনৈতিক মহলের মতে, বরাক উপত্যকার প্রতিনিধিত্বকারী একজন অভিজ্ঞ নেতার হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির দায়িত্ব অর্পণ সরকারের আস্থারই প্রতিফলন। বিশেষকরে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পার্বত্য এলাকার সমন্বিত বিকাশ এবং বরাক উপত্যকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষ্ণেন্দু পালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শহরের রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজের পাশে আইএমএস হাসপাতালের তরফে বসানো হয়েছে বিশাল তোরণ।

জয়পুর বাজারের উন্নয়ন নিয়ে সভা বাজার কমিটির, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত

কবীর আহমদ

লক্ষীপুর, ৯ জুন : জয়পুর বাজার উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে সোমবার ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, বিভিন্ন চা-বাগান পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল বিষয় ছিল জয়পুর বাজারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও বাজারের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। জয়পুর বাজার লক্ষীপুর সমজেলার এক গুরুত্বপূর্ণ বাজার। সপ্তাহে দু'দিন বাজার বসে। এই বাজারে প্রচুর পরিমাণে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় জমে। তাই বাজারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এই বাজারের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বর্তমান বাজার কমিটি। ইতোমধ্যে বাজার কমিটির পক্ষ থেকে বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাজারের উন্নয়নে সরকারি তহবিল পেতে অনেক তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছেন বাজার কমিটির কর্মকর্তারা। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ সদস্যা বিজয়েতা মহাতো, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রী পাপড়িরানি দত্ত, জিপি সভাপতি পিংকু রায়, ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবক প্রদীপকুমার পাল, সুবোধ শর্মা সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতপ্রকাশ করেন। জেলা পরিষদ সদস্যা বিজয়েতা মহাতো আশ্বস্ত করে বলেন, জয়পুর বাজারের উন্নয়নে তিনি সরকারি তহবিলের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। বাজার উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাদের মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা বাজার এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ ব্যানার্জি। জয়পুর বাজার ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি চন্দন চাষা সোমবার স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জয়পুর বাজারের উন্নয়নমূলক তহবিল ও বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে বাজার ডেভেলপমেন্ট কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যরা মন্ত্রী কৌশিক রায়ের সঙ্গে একটি বৈঠক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রীর সঙ্গে কমিটির সভাপতি কথা বললে মন্ত্রী বাজার কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসার আশ্বাস দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই জয়পুর বাজার ডেভেলপমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিদল লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জয়পুর বাজারের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব তাঁর কাছে উপস্থাপন করবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জয়পুর বাজারের উন্নয়নে আয়োজিত সভায় বেশকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ ব্যানার্জি।

সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা পরিষদ সদস্যা বিজয়েতা মহাতো।

রামকৃষ্ণনগরে পাঠ্যপুস্তক সময়মত বিতরণ না হওয়ার অভিযোগ খণ্ডন শিক্ষা আধিকারিকের

সাময়িক প্রসঙ্গ, আনিপুর, ৯ জুন : রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিয়ে সাম্প্রতিক অভিযোগ খণ্ডন করলেন খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক। এ বিষয়ে শিক্ষা আধিকারিক এক বিবৃতিতে জানান, সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে সেটা মোটেই সঠিক নয়। বিশেষকরে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক 'ব্লসম' হাতে পায়নি বলে যে অভিযোগ উঠেছিল তাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক তথা ব্লক মিশন কো-অর্ডিনেটর রহিম উদ্দিন লস্কর। গত ৬ জুন স্বাক্ষরিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রায় দুই মাস পরও চতুর্থ শ্রেণির বহু শিক্ষার্থী বই পায়নি বলে যে দাবি করা হচ্ছে সেটা বিভ্রান্তিকর এবং বাস্তব পরিস্থিতির পরিপন্থী। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডের অধীন সব সরকারি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিআরসিসি-দের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বই পৌঁছে দেওয়া হয় এবং স্কুল কর্তৃপক্ষই তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। ফলে কোনও শিক্ষার্থী বই থেকে বঞ্চিত রয়েছে এই দাবি সম্পূর্ণ অমূলক। খণ্ড শিক্ষা আধিকারিক রহিম উদ্দিন লস্কর জানান, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ প্রক্রিয়ায় কোনওধরনের অনিয়ম বা গাফিলতি হয়নি। বরং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিয়মমাফিক, স্বচ্ছ ও সময়ানুবর্তিতার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে খণ্ডের সব বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে এবং কোনও ব্যাঘাত নেই। শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিছু অসত্য তথ্য ও অপপ্রচারের কারণে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। সেই বিভ্রান্তি দূর করতেই এই স্পষ্টীকরণ জারি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অভিভাবক সহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে কোনওধরনের বিভ্রান্তিকর খবরে কান না দিতে আহ্বান জানিয়েছেন বিইইও।

ক্ষেত বাঁচাও অভিযানের সচেতনতা সভা এমএইচসিএম বিজ্ঞান কলেজে

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৯ জুন : 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে সোমবার আইসিএআর-কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে)-র উদ্যোগে হাইলাকান্দির এমএইচসিএম সায়েন্স কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ৪৯ জন শিক্ষার্থী ও পাঁচজন শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি, সয়েল হেলথ কার্ড এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ড. সৌরভ শর্মা, ড. বিজয় ছেত্রী ও আংগম বালেশ্বর সিং শিক্ষার্থীদের টেকসই কৃষি ও মাটি সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে যুবসমাজের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন ড. কাউসার আলম লস্কর ও ড.আবুল ফজল মজুমদার। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে।

সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে সামিল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা।

শ্রীভূমির মহর্ষি স্কুলে বৃক্ষরোপণ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সচেতনতামূলক আলোচনা

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীভূমি, ৯ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মহর্ষি বিদ্যামন্দির, শ্রীভূমি এবং অসম বিজ্ঞান সমিতি, শ্রীভূমি শাখার যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে। মহর্ষি বিদ্যামন্দির ও অসম বিজ্ঞান সমিতির সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা একযোগে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপণ করেন। কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় তাৎক্ষণিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। সাতটি বিদ্যালয়ের মোট ৭২ জন শিক্ষার্থী ও নবীন শিল্পী উৎসাহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন শ্যামল ধর, গৌতম চক্রবর্তী এবং সুশান্ত সিনহা। পরিবেশ সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অংশগ্রহণকারীরা তাদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম উপস্থাপন করেন।

প্রতিযোগিতাটি পরিবেশ বিষয়ক ভাবনা, উদ্বেগ ও সচেতনতা প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়। দিনের শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হয় এক জ্ঞানগর্ভ আলোচনাসভা। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং অসম বিজ্ঞান সমিতির শিলচর শাখার সভাপতি ড. পার্থঙ্কর চৌধুরী। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব, প্রকৃতি-নির্ভর জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষায় নাগরিকদের সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন আসাম বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় শাখার কার্যকরী সদস্য ড. নির্মলকুমার সরকার। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সবাইকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনসচেতনতামূলক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ দিবাকর দাস।

বিদ্যালয় চত্বরে গাছের চারা লাগানো হচ্ছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ফ্রেন্ডস অব আর্থ-র আলোচনাসভা শ্রীভূমিতে

গ্রন্থ উন্মোচন, পুরস্কার বিতরণ ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৯ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের বার্তা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করল পরিবেশবিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফ্রেন্ডস অব আর্থ। এ উপলক্ষে প্রায় অর্ধশতাধিক পরিবেশবান্ধব গাছের চারা বিতরণ করা হয়। সভা পরিচালনা করেন ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর সভাপতি অপূর্ব দত্ত।

অনুষ্ঠানের সূচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট থেকে বিশ্বকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ' দ্বৈত কণ্ঠে পরিবেশন করেন ড. শ্রাবণী সরকার ও পরিবেশবিদ শ্যামল প্রসাদ চৌধুরী। অতিথি বরণের পর অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও মোকাবিলায় আমাদের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন। গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. পার্থঙ্কর চৌধুরী এবং বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও লেখক ড. কস্তুরী হোম চৌধুরী। গ্রন্থটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, পরিবেশগত প্রভাব, প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান, জীববৈচিত্র্যের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি ও সমাজের করণীয় বিষয়সমূহ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর সভাপতি অপূর্ব দত্ত বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আজ বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবভিত্তিক সমাধান নিয়ে আলোচনা সময়ের দাবি। আমাদের এই উদ্যোগ সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-১৩) বিষয়ক বিতর্ক ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতার দায়িত্বে ছিলেন সুনীতি রঞ্জন দে ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শ্রাবণী সরকার। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা জলবায়ু সংকটের কারণ, প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করে। পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ২০২৬ এর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত এই ভাবনা সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন ড. প্রদীপ নাথ, ড. রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, ড. নির্মল সরকার, ড. শ্রাবণী সরকার, ড: কস্তুরী হোম চৌধুরী, সুখেন্দু পাল, জগদীশ বণিক, ড. তনুশ্রী ঘোষ, অপূর্ব দত্ত, দীপঙ্কর ঘোষ, সমাজসেবী জগদীশ বণিক, পরিবেশবিদ শ্যামল প্রসাদ চৌধুরী, রাজদীপ সেন ও জয়ন্তী নাথ সহ বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মীরা। দীনদয়াল কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ড. জয়শ্রী চক্রবর্তী ও করিমগঞ্জ কলেজের ইকোলজি বিভাগের প্রধান মালবিকা ভট্টাচার্য এক বার্তায় জানান, কলেজের বিভিন্ন কর্ম ও পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠান থাকায় ফ্রেন্ডস অব আর্থ এর এই ধরনের আজকের সভায় অংশ নিতে পারেননি।

বক্তারা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ বান্ধব উপকরণ ব্যবহার করার পরামর্শ দেন এবং তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ রক্ষায় আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কবি টিংকু রায় ও পরিতোষ রায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায়বিচার, বৃক্ষরোপণ, টেকসই জীবনযাপন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জেলার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ইনার হুইল ক্লাব, ভারত বিকাশ পরিষদ, লায়ন্স ক্লাবসহ নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহারে উৎসাহিত করতে ইনার হুইল ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ বিতরণ করেন এবং 'সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিকমুক্ত শ্রীভূমি' গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর সম্পাদক পরিবেশবিদ শ্যামল প্রসাদ চৌধুরী জানান, এ ধরনের উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু কার্যক্রমে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে এবং পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানের শেষে সংগঠনের সহ-সভাপতি দীপঙ্কর ঘোষ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রকৃতি থেকে যেন সবাই অনুপ্রাণিত হয় ও প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে সবার এগিয়ে আসা প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি উপস্থিত পরিবেশপ্রেমী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজকর্মী এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

পুরনো হাফলং রোডের লাঠিগ্রামে বেহাল দশা, দুর্ভোগে এলাকাবাসী

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ৯ জুন : উধারবন্দের লাটিগ্রাম এলাকায় পুরনো হাফলং রোডের বেহাল অবস্থা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। উধারবন্দ বাজার থেকে মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ পূর্ত সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে কার্যত চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিদিনই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পথচারী, যানবাহন চালক এবং সাধারণ মানুষকে। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সড়কের গর্তগুলোতে বৃষ্টির জল জমে থাকায় রাস্তার প্রকৃত অবস্থা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। বিশেষ করে মোটরসাইকেল ও ছোট যানবাহনের চালকদের জন্য এই রাস্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে গর্তগুলো চোখে না পড়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর মতে, পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলে রাস্তার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে জল জমে থাকে। এতে সড়কের ক্ষয়ক্ষতি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিদিন শতাধিক স্কুল-কলেজ পড়ুয়া এই রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করে। রাস্তার এমন বেহাল অবস্থার কারণে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। এক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়া-আসা এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং ড্রেন নির্মাণের ব্যবস্থা করা জরুরি।' স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, বহুবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দফতরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তাঁরা জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে রাস্তাটির পুনর্নির্মাণ এবং উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপই এখন তাঁদের একমাত্র প্রত্যাশা।

উধারবন্দ লাঠিগ্রাম এলাকায় পূর্ত সড়কের কদর্য চেহারা। মঙ্গলবারের ছবি।

ইউসিসি-র বিরুদ্ধে একমঞ্চে সব ধর্মীয় সংগঠন, গঠিত কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাষ্ট্রপতির কাছে কয়েক লক্ষ প্রতিবাদী ই-মেল প্রেরণের সিদ্ধান্ত

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ৯ জুন : বহুচর্চিত ইউসিসি নিয়ে গর্জে উঠল উত্তরপূর্ব ভারতের সবক'টি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন। এরমধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হিসেবে রয়েছে উত্তরপূর্ব ভারত এমারতে শরয়িয়াহ ও নদওয়াতুত তামির, জমিয়ত উলামা হিন্দ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন। রবিবার বদরপুরে অনুষ্ঠিত হয় সবক'টি সংগঠনের প্রধানদের বৈঠক। ইউসিসি নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার জন্য সব সংগঠনকে নিয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বদলীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আগামী শুক্রবারের মধ্যে লিফলেট ছাপিয়ে প্রতিটি মসজিদে পৌঁছে দিয়ে নির্দিষ্ট স্মারকপত্র লক্ষ লক্ষ ই-মেইলের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অসমের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা করা হবে। এতে ইউসিসি-র উপর মুসলমানদের শক্ত আপত্তির কথা উল্লেখ থাকবে। সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রতিবাদ হবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, সুচিন্তিত এবং সংবিধানের প্রতি আস্থাশীলতার মাধ্যমে। এদিনের বৈঠকে গৃহীত মূল সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে কমিটির পক্ষ থেকে সুচিন্তিতভাবে কয়েকটি স্লোগান তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হবে এবং আগামী শুক্রবারের আগে প্রতিটি মসজিদ-মহল্লায় সচেতনতার জন্য লিফলেট বিলি করা হবে। শুধু মুসলিম সমাজ নয়, সব ধর্ম ও সব গোষ্ঠীর মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী এবং সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এছাড়া সব ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকপত্র তৈরি প্রস্তুত করে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে। সংগঠনের কর্মকর্তারা অতীতের উদাহরণ টেনে বলেন, যেভাবে আগে লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী ই-মেইল গিয়েছিল এবারও যেন তেমন হয়। পাশাপাশি শান্তি বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কাউকে কোনওধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে না বলেও তারা সাফ জানিয়েছেন। তারা বলেন, শান্তিপ্রিয়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাব। শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কোনও কাজ কাউকে করতে দেওয়া হবে না বলেও এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়। পুলিশ প্রশাসনের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, যানজট বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ যাতে না হয় সেজন্য আন্দোলনকারীরা প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের কর্মকর্তারা।

শ্রীভূমিতে এসসি, ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের আবেদন আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৯ জুন : রাজ্য সরকারের তফসিলি জাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ অধিকর্তার কার্যালয় থেকে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে স্কলারশিপের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রাজ্যের তফসিলি জাতি (এসসি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জাতীয় স্কলারশিপ পোর্টাল বা ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে নতুন এবং নবীকরণ আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। এতে ৫টি স্কিমের অধীনে এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। অস্বাস্থ্যকর পেশায় (আনক্লিন্ড অকুপেশন) নিয়োজিত অভিভাবকদের প্রথম থেকে দশম শ্রেণির এসসি ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। এসসি শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। ওবিসি জাতিভুক্ত নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। এছাড়া ওবিসি শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। আবেদনের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র হিসেবে আবেদনকারীকে অবশ্যই জেলা কমিশনার কার্যালয় থেকে ইস্যু করা বৈধ এসসি বা ওবিসি শংসাপত্র জমা দিতে হবে। এতে পারিবারিক আয়ের সীমা, এসসি এবং ওবিসি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বার্ষিক আয় সমস্ত উৎস মিলিয়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে। এই আয়ের শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট রেভিনিউ সার্কলের সার্কল অফিসারের কাছে প্রদান করা হতে হবে। এতে অস্বাস্থ্যকর পেশায় যুক্ত অভিভাবকদের সন্তানদের ক্ষেত্রে আয়ের কোনো উর্ধ্বসীমা নেই, তবে সমাজকল্যাণ বিভাগ বা স্থানীয় প্রশাসনের নির্দিষ্ট কর্মকর্তা থেকে পেশার শংসাপত্র থাকতে হবে। এতে বোনাফাইড শংসাপত্র নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে সংগ্রহ করে জমা দিতে হবে। এতে আবেদনকারীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে "NSP OTR" অ্যাপ ডাউনলোড করে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন নম্বর তৈরি করতে হবে। এর জন্য ফেস-অথেন্টিকেশন করা বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত তথ্যের জন্য https://scholarships.gov.in ওয়েবসাইট ভিজিট করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে ওটিআর জেনারেট করার জন্য আধার কার্ড এবং আধারের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বর থাকা আবশ্যক। নাবালক আবেদনকারীদের নিজস্ব আধার না থাকলে পিতা-মাতার আধার প্রদান করতে হবে। স্কলারশিপের অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। তাই আবেদনকারীকে অবশ্যই সচল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে এবং অ্যাকাউন্টটি আধার নম্বরের সঙ্গে লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক। এতে এসসি ও ওবিসি ছাত্র ছাত্রীদের এনএসপি পোর্টালের মাধ্যমে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

নেশাদ্রব্য সহ এক পাচারকারী আটক নিলামবাজারে

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ৯ জুন : নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধি নেশাদ্রব্য সহ এক পাচারকারীকে ধরে ফের সাফল্য অর্জন করলেন। নিলামবাজার থানার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে বেশ ক'দিন ধরে চুরি-ডাকাতি, নেশাদ্রব্য পাচার অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

এনিয়ে নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধি পুলিশ বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছেন। সেইসঙ্গে একের পর এক নেশা পাচারকারী, চুরি-ডাকাতির সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের পাকড়াও করতে নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধি নানা ফন্দিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে বেশ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। সোমবার বিকেলে গান্ধাই-ব্রাহ্মণশাসন এলাকা থেকে দশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ জুবের আহমদ নামে এক যুবককে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছেন নিলামবাজারের ওসি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে জেলা ফৌজদারি আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। নিলামবাজার থানা এলাকার আশপাশে পুলিশের নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ওসি আনন্দ মেধি।

মাদক সহ পুলিশের জালে পাচারকারীরা।

চলতি বছরের মে মাসে ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকার সর্বোচ্চ মাসিক আয় করে ইতিহাস ডিএইচআর-র

মালিগাঁও, ৯ জুন : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী মাউন্টেইন রেলওয়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) চালু হওয়ার পর থেকে এক মাসে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়ের রেকর্ড গড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। চলতি বছরের মে মাসে ডিএইচআর ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকার অভূতপূর্ব আয় করেছে, যা মে ২০২৫-এর অর্জিত ৩৫৮.৬০ লক্ষ টাকার পূর্ববর্তী রেকর্ড থেকে অধিক। এই সাফল্যটি দেশ-বিদেশের পর্যটক ও রেলওয়ে অনুরাগীদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে প্রতিফলিত করে। পর্যটনের ভরা মরসুমে যাত্রীদের ব্যাপক আগমনের ফলে রেকর্ড-ভাঙা আয় হয়েছে, বিশেষ করে দার্জিলিং-এর মনোরম পাহাড় দিয়ে চলাচলকারী ঐতিহ্যবাহী 'জয় রাইড' ও নিয়মিত যাত্রীবাহী পরিষেবাগুলিতে ভালো সংখ্যক যাত্রী দেখা গেছে। বর্ধিত চাহিদা, বিশ্বখ্যাত ন্যারো-গেজ রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের প্রসারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রচেষ্টার সাফল্যকেই তুলে ধরে। গত পাঁচ বছরের রেভিনিউ ট্রেন্ড ডিএইচআর-এর উৎসাহপূর্বক প্রবৃদ্ধিকে তুলে ধরে। মে মাসে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ২০২২-এ ৩১৯.৬৪ লক্ষ টাকা, ২০২৩-এ ৩৫৮.১৮ লক্ষ টাকা, ২০২৪-এ ২৮৮.৫৮ লক্ষ টাকা, ২০২৫-এ ৩৫৮.৬০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৬-এ রেকর্ড ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকা। যাত্রীদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকায়, চলতি মাসেও ডিএইচআর-এর এই গতিধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান বুকিং ট্রেন্ড ও ট্র্যাফিক প্যাটার্ন অনুযায়ী, জুন ২০২৬-এ রাজস্ব আয় ৩৭০.০০ লক্ষ টাকা থেকে অধিক হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এর ফলে এটি রেলওয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়কারী জুন মাসগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে। এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী আকর্ষণ হিসেবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বর্ধিত লোকপ্রিয়তাকে তুলে ধরে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সেবার মান, সুরক্ষা মানদণ্ড এবং পর্যটকদের অভিজ্ঞতাকে ক্রমাগত উন্নততর করে, ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এই রেলওয়ের অনন্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজস্ব আয়ের এই বলিষ্ঠ ফলাফল দার্জিলিং অঞ্চলের পর্যটন প্রসারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডিএইচআর-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রতিফলিত করে।

হাইলাকান্দিতে 'এক পেড মা কে নাম' কর্মসূচিতে রোপণ ১ লক্ষ ৫৪ হাজারেরও অধিক গাছ

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৯ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'এক পেড মা কে নাম' কর্মসূচির অধীনে হাইলাকান্দি জেলাজুড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫০০টি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। একই দিনে শ্রীকিষণ সারদা কলেজ প্রাঙ্গণ ও হোস্টেল চত্বরে শতাধিক ফলজ ও ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান হাইলাকান্দির ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অখিল দত্ত। পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থা দ্য গ্রিনস, হাইলাকান্দি এবং অসম সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে, শ্রীকিষণ সারদা কলেজের এনএসএস ও স্টুডেন্টস ফর ডেভেলপমেন্টের সহযোগিতায় কলেজ প্রাঙ্গণে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন শিলচরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাস। তিনি পরিবেশ দূষণের বর্তমান পরিস্থিতি, এর প্রভাব এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্য গ্রিনসের সভাপতি ড. শতানন্দ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ অসমের বন সংরক্ষক রাজেন্দ্র সিং ভারতী, ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার নরসিংহ বে, শ্রীকিষণ সারদা কলেজের অধ্যক্ষ ড. রতন কুমার, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক রুথ লিয়াংথান এবং হাইলাকান্দি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যানপালন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. রাজা রাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন দ্য গ্রিনসের সাধারণ সম্পাদক ড. যজ্ঞেশ্বর দেব। বক্তারা বর্তমান বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। আলোচনাসভার পূর্বে অতিথিরা কলেজ ও হোস্টেল চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে শ্রীকিষণ সারদা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশ সচেতনতামূলক একটি নাটক পরিবেশন করে। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা অনন্যা পাল। এছাড়াও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার গ্রুপ-এ বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে প্রিয়াংশু সাহা, ঋতুশ্রী চক্রবর্তী ও দেবারুণ দে পুরকায়স্থ।

গ্রুপ-বি বিভাগে প্রথম তিনটি স্থান লাভ করে শান্তনু কংশবণিক, নবরূপা দে এবং রোহন পাল। গ্রুপ-সি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে নন্দিনী মজুমদার, প্রীতম ছেত্রী এবং সৌম্যা ভট্টাচার্য। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় শ্রীকিষণ সারদা কলেজের নন্দিনী বিশ্বাস ও খুনফই রিয়াংয়ের দল প্রথম স্থান অর্জন করে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে প্রেসিন্সিয়া সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের দীপায়ন চক্রবর্তী ও আদিত্য সূত্রধর এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে শ্রীকিষণ সারদা কলেজের তাইমুন নেহার বড়ভূইয়া ও জমজম হাবিবার দল। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি ও আলোচনাসভায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিবেশপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সবুজ ভবিষ্যতের অঙ্গীকারে কদমতলা ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ গ্রামসভা

এসএম জাহির আব্বাস

বৃক্ষরোপণ ও মহিলাদের মধ্যে স্যানিটারি কিট বিতরণ

কটামণি, ৯ জুন : পরিবেশ রক্ষা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের বার্তা নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সবুজের উৎসবে মেতে উঠল উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লক। পরিবেশ সংরক্ষণকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্লকের অন্তর্গত ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একযোগে আয়োজন করা হয় বিশেষ গ্রামসভার। বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা, নারী স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্যানিটারি কিট বিতরণের মতো একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কদমতলা চন্দ্রকলা টাউন হলে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি অপর্ণা নাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কদমতলা কেন্দ্রের উন্নয়ন আধিকারিক উৎপল দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহিররঞ্জন নাথ, গ্রামপ্রধান ভাবনা মালাকার নাথ সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, সমাজকর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষা শুধু একটি দায়িত্ব নয় বরং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম প্রধান শর্ত। জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান দূষণ, বনভূমি উজাড় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার বিশ্বকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রত্যেক নাগরিককে সচেতন এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, একটি গাছ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ ও নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলারও প্রতীক। তাই বৃক্ষরোপণকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন, জল সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিশেষ গ্রামসভাগুলিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়াও গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পানীয়জল, স্যানিটেশন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেদের মতামত ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২০০ জন মহিলার মধ্যে স্যানিটারি কিট বিতরণ। নারীস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা মহিলাদের হাতে স্যানিটারি কিট তুলে দেন এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কদমতলা ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, যুবক-যুবতী এবং সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি ও ছায়াদানকারী গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নের এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায় কদমতলা ব্লকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেয় না বরং সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কদমতলা ব্লকের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ প্রমাণ করে, পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের লড়াই তখনই সফল হয় যখন প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসে। সবুজ, সুন্দর ও সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে এমনটাই আশা সবার।

মহিলাদের মধ্যে স্যানিটারি কিট বিতরণ করা হচ্ছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে দ্য গ্রিনস-র কর্মকর্তা সহ বনবিভাগের কর্মীরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর, বুধবার ১০ জুন, ২০২৬

আরশোলা নিয়ে চমকপ্রদ গবেষণা

কারও দেখলে গা শিরশির করে, কেউ বলেন এমন কিম্ভূতকিমাকার জিনিস আর দুটো হয় না। রান্নাঘরের কোণে বা বাথরুমের ড্রেনে ডানা ঝাপটানো একটি আরশোলাকে দেখলে আমরা সাধারণত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিই কিংবা চটি উঁচিয়ে তাড়া করি। সামনে আসুক না আসুক, আরশোলা নামটাই এক একজনের কাছে আতঙ্ক। আর এ মুহূর্তে এই পতঙ্গকে নিয়ে গোটা দেশ তথা বিশ্বে আলোচনা। কোনও মহামারির জন্য নয়, এটি ভারতের রাজনৈতিক অন্দরমহলে ডামাডোল সৃষ্টি করেছে।

'ককরোচ জনতা পার্টি' নামের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হয়েছে বর্তমানে। নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, অলস বলে ব্যাখ্যা

করছে তাঁরা। দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যের পরই দেশজুড়ে এই পতঙ্গের বাড়বাড়ন্ত আরও বেড়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পথ চলা শুরু করা 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি ইনস্টাগ্রামে অনুগামীর সংখ্যার নিরিখে এক ধাক্কায় পিছনে ফেলে দিয়েছে খোদ ভারতের তথা বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে। সমালোচকরা একে কেবলই 'সোশ্যাল মিডিয়া গিমিক' বা সস্তা রসিকতা বলে উড়িয়ে দিলেও, এই আরশোলা পার্টির অনলাইন ক্রেজ কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। এরই মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে এসেছে আরশোলা নিয়ে আলোচনা।

গা ঘিনঘিন করানো এই পতঙ্গকে নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা হয়েছে। ভারতের বুক থেকে আরশোলাদের হরেক রকমের গোপন বংশলতিকা খুঁজে বের করতে কলকাতার 'জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' বা জেডএসআই-র বিজ্ঞানীরা তৈরি করে ফেলেছেন দেশের প্রথম এবং বৃহত্তম 'ডিএনএ বারকোড রেফারেন্স লাইব্রেরি'। এই যৌথ গবেষণার দলে ছিলেন জেডএসআই-র পশ্চিমাঞ্চলীয় কেন্দ্র (পুনে), দক্ষিণাঞ্চলীয় কেন্দ্র (চেন্নাই) এবং পুনের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মোর কলেজের একঝাঁক তুখোড় গবেষক ও বিজ্ঞানী। আধুনিক আণবিক প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁরা ইতোমধ্যেই ভারতীয় আরশোলাদের ১০০টিরও বেশি নিখুঁত 'ডিএনএ বারকোড' সফলভাবে তৈরি করে ফেলেছেন। আর এই গবেষণার মাধ্যমেই উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য।

জমকালো 'টম্যাটো উৎসব'

স্পেনের বিখ্যাত টমেটিনা উৎসবের আদলে কলম্বিয়ার সুতামারচান শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৬তম টম্যাটো যুদ্ধ উৎসব 'গ্রান টমেটিনা কোলোম্বিয়ানা'। ৬ ও ৭ জুন এই উৎসবে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে, যা স্থানীয় পর্যটনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এবারের উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে নির্ধারিত বিশেষ থিম। 'লা টমেটিনা তাম্বিয়েন এস মুন্ডিয়াল' (টমেটিনাও এখন বিশ্বকাপ) স্লোগানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দেশের ফুটবল জার্সির আদলে পোশাক পরে মেতে ওঠেন এই টম্যাটো যুদ্ধে। সুতামারচান মিউনিসিপাল স্টেডিয়ামে এই পর্বের জন্য প্রায় ৪০ টন টম্যাটো ব্যবহার করা হয়। খেলা শেষে ফায়ার সার্ভিসের জলের হোস পাইপ দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের গা থেকে টম্যাটোর রস ধুয়ে ফেলা হয়। টম্যাটো যুদ্ধ ছাড়াও এই আয়োজনে ম্যারাথন দৌড়, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, ব্যান্ড সঙ্গীত এবং সবচেয়ে বড় টম্যাটো নির্বাচনের মতো মজার প্রতিযোগিতা ছিল। ২০০৪ সালে ছোট পরিসরে শুরু হওয়া এই উৎসবটি করোনাকালীন মহামারি ও টম্যাটোর উচ্চমূল্যের কারণে টানা তিন বছর বন্ধ থাকার পর এবার পূর্ণ জৌলুসে ফিরে এসেছে, যা স্থানীয় প্রায় ২১০০ টম্যাটো চাষীর অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রাখছে।

জল-অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ৬ দিন নিখোঁজ

কিছু কিছু এমন 'মিরাকল'ও হয়, যেখানে অবিশ্বাস্য কিছুতেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়। মাউন্ট এভারেস্টে খাবার-জল, এমনকী অক্সিজেনের সিলিন্ডার ছাড়া টানা ছয় দিন নিখোঁজ ছিলেন দাওয়া শেরপা। তারপর বিজ্ঞানের সব যুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফিরে এলেন ৫২ বছর বয়সি দাওয়া শেরপা। একে 'বিশুদ্ধ অলৌকিক' বা মিরাকল ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ছ'দিন কেটে গিয়েছে। উদ্ধারকারী দল হাল ছেড়ে দিয়েছিল। পরিবারও ধরেই নিয়েছিল, তিনি আর ফিরবেন না। সেইমতো দাওয়া শেরপার শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল বাড়িতে। এভারেস্টের বুকেই পর্বতারোহী এবং নেপালি গাইডের 'সমাধি' হয়েছে, এটা মেনে নিয়ে মৃত্যুর খবরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

কিন্তু 'রাখে হরি মারে কে!' কিছু কিছু এমন 'মিরাকল'ও হয়, যেখানে অবিশ্বাস্য কিছুতেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়। মাউন্ট এভারেস্টে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে কোনও খাবার-জল, এমনকী অক্সিজেনের সিলিন্ডার ছাড়া টানা ছয় দিন নিখোঁজ ছিলেন দাওয়া শেরপা। এরপর সব জাগতিক নিয়ম আর বিজ্ঞানের যুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবন্ত ফিরে এলেন ৫২ বছর বয়সি দাওয়া শেরপা। পর্বতারোহণের ইতিহাসে একে 'বিশুদ্ধ অলৌকিক' বা মিরাকল ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। টানা ছয় দিন ধরে মাউন্ট এভারেস্টের ওপরের অংশে প্রকৃতির নারকীয় রূপের মধ্যে একা লড়াই করছিলেন দাওয়া। এদিকে, বেস ক্যাম্পে ততক্ষণে রটে গিয়েছে তাঁর মৃত্যুর খবর। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎই চমকে ওঠেন 'সাগরমাথা পলিউশন কন্ট্রোল কমিটি'-র সাফাই কর্মীরা। যারা পাহাড়ের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করেন, তারা লক্ষ্য করেন বেস ক্যাম্পের কিছুটা ওপরে খুম্বু আইসফলের বিপজ্জনক খাদ পেরিয়ে একটা মানুষ গুটিগুটি পায়ে নীচের দিকে নেমে আসছে। কাছে গিয়ে তারা দেখেন, চরম পরিশ্রমে ও ঠান্ডায় প্রায় অসাড় হয়ে যাওয়া ওই ব্যক্তি আসলে আর কেউ নন, স্বয়ং নিখোঁজ দাওয়া শেরপা! তিনি তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না, আক্ষরিক অর্থেই বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামছিলেন। সাফাই কর্মীরা তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দাওয়া শেরপার খোঁজে তল্লাশি অভিযানের তদারকিতে থাকা '৮কে এক্সপিডিশন'-র পেম্বা শেরপা সংবাদ সংস্থাকে বলেন, 'আজ সকালে এসপিসিসি-র একটি দল বেস ক্যাম্পের খুব কাছে দাওয়াকে খুঁজে পায়। উনি হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন।' নেপালের এক ট্র্যাকিং কোম্পানির তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, 'মরসুম শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পাহাড়ের ওই অংশের স্থায়ী মই বা ল্যাডারগুলো পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই বিপজ্জনক খুম্বু আইসফল পেরিয়ে, কোনও খাবার, জল বা অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়াই দাওয়া প্রায় এক সপ্তাহ একা বেঁচে রইলেন। এটা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়।'

দাওয়া শেরপার পরিবার জানিয়েছে, বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর ফ্রস্টবাইট (তীব্র ঠান্ডায় ত্বক ও টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া) এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতার চিকিৎসা চলছে। তবে তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ। দাওয়ার মেয়ে মেন্দো লামু শেরপা বলেন, 'বাবা আমাকে চিনতে পেরেছেন। উনি ভাল আছেন এবং কথাও বলছেন। আমরা খুব খুশি।' তবে এই বেঁচে ফেরার খবর প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি তাঁর পরিবার। দাওয়ার স্ত্রী দামু শেরপা বলেন, 'খবরটা শুনে আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না, কারণ আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। গতকাল থেকেই আমরা ওঁর আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধের পুজো শুরু করে দিয়েছিলাম।' মেয়ে মেন্দো জানান, যখন ফোনে খবর আসে যে, বাবা বেঁচে আছেন, তখন তাঁরা ভেবেছিলেন কেউ রসিকতা করছে। পরে হাসপাতাল থেকে বাবার ছবি পাঠানো হলে তবেই তাঁদের বিশ্বাস হয়। কীভাবে এভারেস্টে হারিয়ে গেলেন দাওয়া? পর্বতারোহী ও বন্ধুদের মহলে দাওয়া শেরপা 'হিলারি' নামে পরিচিত। এভারেস্টজয়ী কিংবদন্তি এডমন্ড হিলারির নামানুসারে ওই প্রবীণ গাইডকে ভালোবেসে এই নামে ডাকতেন সকলে। চলতি মরসুমে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনের প্রাক্তন জওয়ান ক্রিস থ্রাল-র গাইড বা সহযোগী হিসেবে পাহাড় চড়ছিলেন দাওয়া। গত ২৯ মে বিকেল ৫টা নাগাদ যখন ক্যাম্প ফোর থেকে ক্রিস ও দাওয়া নীচে নামতে শুরু করেন, তখনই ঘটে বিপর্যয়। ক্রিস থ্রাল ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও বার্তায় সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জানান, সামিট বা চূড়া ছুঁয়ে ফেরার পথটি অত্যন্ত দুর্গম ছিল। যে পথ পাঁচ দিনে শেষ হওয়ার কথা, আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেখানে ১১ দিন সময় লেগে গিয়েছিল। ক্রিস বলেন, 'নীচে নামার সময় ভারি ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে দাওয়া একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা জায়গায় বসেন। আমি ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম, হিলারি ভাই, তুমি ঠিক আছ তো? ও বলল— হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রিস, তুমি এগোও, আমি আসছি। শেরপাদের ক্ষেত্রে এটা খুব স্বাভাবিক, আমরা আগে-পরে করেই নামছিলাম।'

কিন্তু কিছুটা নীচে নামার পরেই ক্রিস দেখতে পান একজন পোলিশ পর্বতারোহী অক্সিজেনের অভাবে এবং ফ্রস্টবাইটের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। ক্রিস এক চরম ধর্মসংকটের মুখে পড়েন। তিনি বলেন, 'আমার সামনে তখন দুটো রাস্তা। এক, পেছনে ফিরে দাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা, যে কিনা এর আগেও শত শতবার এমন পরিস্থিতি থেকে অনায়াসে ফিরে এসেছে। আর দুই, চোখের সামনে অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করা পোলিশ পর্বতারোহীকে সাহায্য করা।'

ক্রিস দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি নেন। নিজের অক্সিজেন সিলিন্ডার ওই পোলিশ পর্বতারোহীর সঙ্গে শেয়ার করে তাঁকে নিয়ে নামতে শুরু করেন ক্রিস। যে পথ নামতে ২ ঘণ্টা লাগে, আবহাওয়া এতটাই খামখেয়ালি ছিল যে, ক্যাম্প থ্রি-তে পৌঁছাতে তাঁদের ১১ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। ততক্ষণে দাওয়া শেরপার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। এরপরই নিখোঁজ হয়ে যান দাওয়া। ক্রিস নিজেও ধরে নিয়েছিলেন, দাওয়া আর বেঁচে নেই এবং বুধবার ইনস্টাগ্রামে তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে ভিডিও-ও পোস্ট করেন তিনি। কিন্তু সব অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে, মৃত্যুর মুখ থেকে হাসিমুখে ফিরে এলেন এভারেস্টের এই অপরাজেয় সন্তান।

অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসায় লেগো, ২৭ বছরে গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড

কানাডার ফ্রেডরিক অলিভার নিজেকে সুস্থ রাখতে বহু বছর ধরে লেগো কেনেন, লেগো মেলান। এভাবে লেগো সেট কিনতে কিনতে তার বিশাল এক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্টার ওয়ার্স লেগো সেটের মালিক তিনি, গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ডও।

লেগো হলো এক ধরনের খেলনা— যেখানে প্লাস্টিকের ব্লক একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে বিভিন্ন কাঠামো, বাড়ি, গাড়ি, রোবট, যা খুশি বানানো যায়।

অলিভারের ঘটনার শুরু ১৯৯৯ সালে। সে-সময় তিনি বয়সে তরুণ, কাজ করতেন নির্মাণশ্রমিক হিসেবে। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে বছরের পর বছর কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কারণে এক সময় তাঁর দুই হাতেই কার্পাল টানেল সিনড্রোমের অস্ত্রোপচার করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, অস্ত্রোপচার সফল হয়নি এবং প্রায় এক বছর তিনি হাত প্রায় নড়াচড়াই করতে পারতেন না।

হাতের পেশির তন্তু পুনর্গঠনের জন্য অলিভারের পুনর্বাসনমূলক চিকিৎসা ও থেরাপি শুরু হয়। সে-সময় একজন চিকিৎসক তাঁকে একটি সহজ পরামর্শ দিয়েছিলেন— ছোট কোনও বস্তু নিয়ে খেলাধুলো বা কাজের মাধ্যমে হাতের সূক্ষ্ম নড়াচড়ার দক্ষতা পুনর্গঠন করতে।

এ ক্ষেত্রে খেলনা ট্রেন রং করা, কাঠ খোদাই করা কিংবা সূচিশিল্প বেশ কাজের। এডমন্টনের বাসিন্দা অলিভার এসব না করে বেছে নেন লেগো। কারণ, সৃজনশীল এ খেলা তাঁকে শৈশবের কল্পনাশক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

একটি একটি করে লেগো ব্রিক জুড়ে অলিভার স্টার ওয়ার্সের একেকটি দৃশ্যের অনুরূপ কাঠামো তৈরি করেন। কাজটি যেমন তাঁর মনোযোগ পুরোপুরি আকর্ষণ করেছিল, একইসঙ্গে হাতের নড়াচড়ার শক্তি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতেও সহায়তা করেছিল।

২৭ বছর পর, বর্তমানে অলিভার তাঁর হাতের 'প্রায় ৯৫ শতাংশ সক্ষমতা' ফিরে পেয়েছেন। দিনের পর দিন চর্চা করতে গিয়ে লেগোর প্রতি তাঁর আগ্রহও অনেক বেড়েছে। নিজের বেসমেন্টের তাক ও টেবিলজুড়ে তিনি সানন্দে সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছেন স্টার ওয়ার্স লেগোর বহু সেট। গত বছর

অলিভার সবচেয়ে বেশি স্টার ওয়ার্স লেগো সেট সংগ্রহে থাকার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়েন। সে-সময় তাঁর সংগ্রহে আনুষ্ঠানিকভাবে ৯৯৩টি সেট ছিল। এখন সংগ্রহে ১ হাজার ৫১টি সেট। নতুন সংগ্রহ নিয়ে তিনি আবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের জন্য আবেদন করেছেন। অলিভার বলেন, 'এটি সত্যিই দারুণ একটি অর্জন! বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অনেকে কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেন, লেগো আমার সেই কল্পনাকে সজীব রাখতে সাহায্য করেছে।'

মরুভূমির বুক চিরে ছুটছে মিশরের প্রথম চালকবিহীন মনোরেল

মিশরের ঘনবসতিপূর্ণ মহানগরী কায়রো তার প্রাচীন ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু এর ট্রাফিক জ্যাম এতটাই ভয়ানক যে, মিশর সরকার মরুভূমিতে একেবারে নতুন একটি শহর গড়ে তুলেছে, যাতে রাজধানীর ওপর চাপ কিছুটা কমানো যায়। ভয়াবহ যানজট এড়াতে সরকার মরুভূমির মধ্যে গড়ে তুলছে নতুন প্রশাসনিক রাজধানী। এবার সেই উদ্যোগে নতুন মাত্রা যোগ করেছে আফ্রিকার প্রথম চালকবিহীন মনোরেল নেটওয়ার্ক, যা কায়রোর পরিবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার প্রত্যাশা জাগিয়েছে। গত ৬ মে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় 'কায়রো মনোরেল'-র ইস্ট নাইল রুট। এটি আফ্রিকার প্রথম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বা চালকবিহীন মনোরেল ব্যবস্থা। প্রকল্পের দুইটি রুট সম্পূর্ণ চালু হলে এটি বিশ্বের দীর্ঘতম মনোরেল নেটওয়ার্কে পরিণত হবে।

বর্তমানে চালু হওয়া ৫৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্ট নাইল রুটটি কায়রোর নাসর সিটির আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম এলাকা থেকে নতুন প্রশাসনিক রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশাপাশি ৪৩.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ওয়েস্ট নাইল রুটের নির্মাণকাজ চলছে, যা ৬ অক্টোবর সিটি

থেকে গিজা পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করবে।

দুইটি রুট চালু হলে নেটওয়ার্কটির মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১০০ কিলোমিটারের বেশি, যা বর্তমানে বিশ্বের দীর্ঘতম স্বীকৃত মনোরেল ব্যবস্থা চিনের চংকিং মনোরেলকেও ছাড়িয়ে যাবে। প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লক্ষ যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা থাকবে এই নেটওয়ার্কের।

উদ্বোধনের পর প্রথম তিন দিন যাত্রীরা বিনামূল্যে মনোরেলে ভ্রমণের সুযোগ পান। পরে চারটি জোনভিত্তিক ভাড়া চালু করা হয়। পুরো ইস্ট নাইল রুটে একমুখী যাত্রার ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০ মিশরীয় পাউন্ড।

মিশর সরকার আশাবাদী যে, নতুন প্রশাসনিক রাজধানী ভবিষ্যতে ৬৫ লক্ষ মানুষের আবাসস্থল হবে এবং প্রায় ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। সে লক্ষ্যেই আধুনিক গণপরিবহন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক সিগারেট পোড়ে চিনে

২০১২ সালে বিল গেটসের সঙ্গে এক বৈঠকে তামাক নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৎকালীন চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং। প্রাক্তন ধূমপায়ী জিনপিং তখন তামাক সেবনকে চিনের অন্যতম বড় সমস্যা বলেও উল্লেখ করেছিলেন। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক সিগারেট যে দেশে পোড়ে, সেই চিনের ধূমপান পরিস্থিতিই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। জিনপিং একসময় নিজেও ধূমপায়ী ছিলেন। সে-সময় চিনে গেটস ফাউন্ডেশনের প্রধান ড. রে ইপ স্মৃতিচারণ করে বলেন, জি সেদিন জানিয়েছিলেন ধূমপান ছাড়ার পর তিনি অনেক বেশি সুস্থ বোধ করছেন। তামাক সেবনকে চিনের অন্যতম বড় সমস্যা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ড. ইপের ভাষ্য অনুযায়ী, তামাক নিয়ন্ত্রণে 'কিছু একটা করার' প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন জি, যিনি পরের বছর দেশটির প্রেসিডেন্ট হন। এর কয়েকদিন পর একটি ধূমপান-বিরোধী অনুষ্ঠানে বিল গেটসের সঙ্গে দেখা যায় জিনপিংয়ের স্ত্রী ও বিখ্যাত গায়িকা পেং লিয়ুয়ানকে। দু'জনের পরনেই ছিল ধূমপানবিরোধী স্লোগান সংবলিত লাল শার্ট। কিন্তু এরপর কেটে গেছে ১৪ বছর। জিনপিং এখন কয়েক দশকের মধ্যে চিনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হলেও তামাক ব্যবহার কমানো কিংবা দেশজুড়ে ইন্ডোর ধূমপান নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে বেজিংয়ের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সিগারেটের বিক্রি কমলেও চিন হেঁটেছে উল্টো পথে। চিনা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের পূর্বতন কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে চিনে সিগারেটের ব্যবহার ৩৯ শতাংশ

বেড়েছে। একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে তা কমেছে ২৬ শতাংশ। বর্তমানে চিনে প্রতি বছর প্রায় ২.৪০ লক্ষ কোটি সিগারেট বিক্রি হয়, যা বৈশ্বিক মোট বিক্রির প্রায় অর্ধেক। তরুণদের মধ্যে ধূমপানের হার কমলেও গত ১৩ বছরে দেশটিতে সিগারেট বিক্রি বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এর একটি কারণ তুলনামূলক কম দাম। চিনে এক প্যাকেট সিগারেটের গড় মূল্য প্রায় ৩ ডলার, যা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, সিগারেট বিক্রি কমাতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে স্টেট টোব্যাকো মনোপলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। সংস্থাটি শুধু তামাক শিল্পের নিয়ন্ত্রকই নয়, দেশটির বৃহত্তম সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল টোব্যাকো কর্পোরেশনও তাদের নিয়ন্ত্রণে। ২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা ও কর রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪৪ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থ চিনের জাতীয় রাজস্বের প্রায় ৭ শতাংশ এবং দেশটির ঘোষিত প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় সমপরিমাণ। চিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বর্তমানে মন্থর। দীর্ঘদিনের রিয়েল এস্টেট সংকটের কারণে স্থানীয় সরকারগুলোর আয়ও কমে গেছে। ফলে তামাক খাত থেকে আসা রাজস্ব সরকারের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকী জি জিনপিংয়ের একাধিক কৌশলগত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নেও এই বিপুল মুনাফা ব্যবহার করা হয়েছে। গত বছর দেশের আর্থিক খাতকে চাঙা করতে একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি ১০০ বিলিয়ন ডলারের জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর বিনিয়োগ তহবিলেরও অন্যতম বড় অর্থদাতা তারা। এই আর্থিক শক্তিই রাজনৈতিক প্রভাবেও রূপ নিয়েছে। সংস্থাটির প্রধান প্রশাসক সরকারি উপমন্ত্রীর সম-মর্যাদা সম্পন্ন। গত সাত বছরে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন সাতজন প্রাক্তন শীর্ষ প্রশাসক। ২০২২ সালে সংস্থাটি ভেপ শিল্পের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ভেপ বিক্রির স্থান নির্ধারণ, ফ্লেভারড ভেপ নিষিদ্ধকরণ-সহ বিভিন্ন কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় চিনে ভেপের প্রসার সিগারেটের চাহিদা কমাতে পারেনি। ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও চিন এখনও এর সবচেয়ে কঠোর বিধানগুলো বাস্তবায়ন করেনি। ২০১৭ সালে দেশব্যাপী ইন্ডোর ধূমপান নিষিদ্ধ করার দীর্ঘদিনের উদ্যোগও ভেস্তে যায়। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, যেখানে আইন প্রয়োগ প্রায়ই দুর্বল।

ফলে বর্তমানে দেশটির বহু অঞ্চলে ধূমপানবিষয়ক নিয়ম কার্যত অকার্যকর। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকাগুলোতে পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা খুবই সীমিত। পশ্চিমি দেশগুলোর সিগারেটের প্যাকেটে যেখানে বড় আকারের স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা থাকে, সেখানে চিনে পান্ডা বা 'গেট অব হেভেনলি পিস'-র মতো জাতীয় প্রতীকের পাশে ছোট্ট সতর্কবার্তাই দেখা যায়। চিনা সিডিসি-র ২০২২ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, ধূমপান নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার মূল কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত একচেটিয়া তামাক ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপ এবং তামাক বিষয়ে সরকারের 'দ্ব্যর্থক মনোভাব'।

করোনা মহামারির পর স্থানীয় পর্যায়ে স্টেট টোব্যাকো মনোপলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রভাব আরও বেড়েছে। কোভিড মোকাবিলায় বিপুল ব্যয়ের কারণে আর্থিক চাপে পড়া স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য তামাক কর রাজস্বের বড় উৎস হয়ে ওঠে। এতে তামাক কোম্পানিগুলোর লবিংও সহজতর হয়েছে। বেজিংয়ের ইউনিভার্সিটি অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সের অধ্যাপক ঝেং রংয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, চিনা উৎপাদনকারীদের প্রতিটি সিগারেট বিক্রি থেকে অর্জিত আয়ের প্রায় অর্ধেকই সরকারি কোষাগারে জমা হয়। তামাক উৎপাদননির্ভর অঞ্চলগুলোতে এই নির্ভরতা আরও স্পষ্ট। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ের ২০২৪ সালের বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি এসেছে তামাক কর থেকে। মধ্য চিনের চাংদে শহরে ২০২২ সালে কর রাজস্বের ২০ শতাংশই এসেছিল এই খাত থেকে। এমনকী ক্ষুদ্র ধূমপানবিরোধী উদ্যোগগুলোকেও বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় তামাক ব্যুরোগুলোর বিরুদ্ধে। সরকারি নথি অনুযায়ী, জিয়াংসি প্রদেশের জিনইউ শহরে কিছু জনবহুল এলাকাকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব দিয়েছিল স্থানীয় স্বাস্থ্য কমিশন। পরে সেই উদ্যোগ সীমিত করার চেষ্টা চালায় স্থানীয় তামাক কর্তৃপক্ষ। তবে জনরোষের মুখে তা সফল হয়নি।

সরকারি উদ্যোগের গতি কমে যাওয়ায় এখন তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে মহিলারা নিজ উদ্যোগে ধূমপানবিরোধী প্রচার চালাচ্ছেন। ২৩ বছর বয়সি ইনফ্লুয়েন্সার আলভা ঝাং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক একটি উইচ্যাট গ্রুপ গড়ে তুলেছেন। প্রকাশ্য স্থানে ধূমপায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ও সচেতনতা বাড়াতে তিনি অনুসারীদের উৎসাহিত করছেন। আলভা ঝাং বলেন, 'কিছু নিয়ম থাকলেও শাস্তির ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আমি এবং আরও অনেকেই প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসহায়ত্ব অনুভব করেছি।' এধরনের উদ্যোগে জনসমর্থনও বাড়ছে। অন্যদের প্রতি উদাসীন ধূমপায়ীদের ব্যঙ্গ করে একটি অনুষ্ঠান করার পর এক মহিলা কমেডিয়ান দেশজুড়ে আলোচনায় আসেন এবং স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর প্রশংসা পান। সরকারি সমীক্ষায়ও অনেক নাগরিক ধূমপানবিষয়ক আরও কঠোর নিয়মের পক্ষে মত দিয়েছেন। ক্ষমতায় আসার পর প্রথমদিকে জিনপিং তামাক শিল্পের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবেন বলেই মনে হয়েছিল। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করে, যাতে সরকারি কর্মসূচি ও প্রকাশ্য স্থানে কর্মকর্তাদের ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়। একইসঙ্গে কর্মকর্তাদের 'দৃষ্টান্তমূলক আচরণ' প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়।

গেটস ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন কর্মকর্তা ড. ইপের মতে, এই নির্দেশিকা সম্ভবত সরাসরি শি জিনপিংয়ের কাছ থেকে এসেছিল। এর ফলে বেজিংয়ে ইন্ডোর ধূমপান নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ গতি পায় এবং রাজধানী এ ক্ষেত্রে প্রথম দিকের বড় শহরগুলোর একটি হয়ে ওঠে। দুই বছর পর, ২০১৫ সালে তামাকের ওপর কর বাড়ানো হয়। এতে সিগারেটের দাম ১০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়। তবে একই সময়ে দেশব্যাপী ইন্ডোর ধূমপান নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ গতি হারাতে শুরু করে। ওই বছরই চিনের ফার্স্ট লেডি পেং লিয়ুয়ানকে শেষবারের মতো প্রকাশ্যে ধূমপানবিরোধী কর্মসূচির পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়। ধূমপান ছাড়তে সহায়তাবিষয়ক গবেষণা মূল্যায়নের জন্য সিয়াটলে বিল গেটসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৫ সাল থেকে বিদেশি এনজিওগুলোর ওপর চিনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে। কারণ, এসব সংস্থাই ছিল এই প্রচারণার অন্যতম প্রধান অর্থদাতা। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপকের মতে, অর্থনৈতিক মন্দা অনেক মানুষকে নিকোটিনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানসিক চাপ কমানোর উপায় হিসেবে তারা সিগারেটকে দেখছেন। পাশাপাশি ধূমপানবিরোধী বিধিনিষেধের দুর্বল প্রয়োগ প্রকাশ্যে ধূমপানকে আরও সহজ করে তুলেছে। মহামারির পর চিনের ন্যাশনাল হেল্থ কমিশন তামাক নিয়ন্ত্রণের চেয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। যদিও কাগজে-কলমে দেশটির লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ধূমপায়ীর হার ২৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা। তবে ২০২৪ সালে ন্যাশনাল হেল্থ কমিশনের কর্মকর্তা উ জিয়াংতিয়ান স্বীকার করেন, এই লক্ষ্য অর্জন অত্যন্ত কঠিন। তাঁর ভাষায়, 'সত্যি বলতে কী, চাপটা মারাত্মক।'

আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ফিট মেসি

নিউইয়র্ক, ৯ জুন : হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফিট লিয়োনেল মেসি। বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মাঠে নামতে প্রস্তুত আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মঙ্গলবার (ভারতীয় সময় বুধবার) আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন এলএম টেন।

গত ২৪ মে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে নেমে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরেছিল মেসির। ১৮ মিনিটেই মাঠ ছেড়েছিলেন মেসি। বাঁ পায়ে অস্বস্তি হওয়ায় বিশ্বকাপের আগে ঝুঁকি নেননি। তখন থেকেই মেসিকে নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। গত ৬ জুন হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে মেসি না খেলায় সেই আশঙ্কা আরও বাড়ে। অবশেষে ফুটবলপ্রেমীদের স্বস্তি দিয়ে আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি জানিয়েছেন, মেসি ফিট। আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে খেলবে।

আইসল্যান্ড ম্যাচের আগে স্কালোনি বলেছেন, 'মেসি খেলবে। তবে কত মিনিট মাঠে থাকবে এটা এখনই বলা সম্ভব নয়। ম্যাচের আগে শেষ অনুশীলনে আমি মেসির সঙ্গে কথা বলব। তারপর ঠিক করব কতক্ষণ ওকে মাঠে রাখব। মেসিকে নিয়ে আমরা কোনও ঝুঁকি নেব না। দেখা যাক। তবে ও খেলবে।'

কাকে কত মিনিট মাঠে রাখবেন, তার একটা পরিকল্পনা করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ। আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে কোনও ফুটবলারকেই পুরো ৯০ মিনিট খেলাতে চান না আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী কোচ। স্কালোনি বলেছেন, 'আমরা ফুটবলারদের সময় ভাগ করে দেব। কে কত মিনিট মাঠে থাকবে, মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে।' শুধু মেসিই নন, চোট সারিয়ে মাঠে নামার জন্য তৈরি নিকো পাজ, গঞ্জালো মন্টিয়েল এবং নাহুয়েল মোলিনা। প্রত্যেককেই আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামাবেন তিনি।

জার্মানি বিশ্বকাপে ফেভারিট নয়, মেনে নিলেন গোরেৎজকা

মিউনিখ, ৯ জুন : ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায়। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়া। ২০১৪-তে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গত দু'টি বিশ্বকাপে জার্মানির পারফরম্যান্স অতীব খারাপ। ২০২৬ বিশ্বকাপে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিশ্বজয়ী হওয়ার প্রধান দাবিদারদের তালিকায় রাখা হয়নি।

গত দুই বিশ্বকাপের ব্যর্থতা জার্মানির ফুটবলারদের এখনও যন্ত্রণা দেয়। এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়েই জার্মানি মাঠে নামছে, একথা জানিয়ে দিলেন মিডফিল্ডার লিওন গোরেৎজকা। বিশ্বকাপ শুরুর তিনদিন আগে জার্মান তারকা ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অবশ্যই আমরা যাবতীয় ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চাই। অতীতের স্মৃতিগুলি এখন সেভাবে কষ্ট দেয় না। কিন্তু সমর্থকদের মনে ওই স্মৃতিগুলি এখনও টাটকা। আমাদের উপর থেকে তাঁদের বিশ্বাস অনেকটাই কমে গিয়েছে। আমরা সমর্থকদের বিশ্বাস অর্জন করতে, মন জয় করতে বদ্ধপরিকর। এটাই আমাদের প্রেরণা। আমার ক্ষেত্রে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনই গোটা দলের ক্ষেত্রেও। নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সঙ্গে একথাও সত্যি যে, অতীতের ব্যর্থতাকে মাথায় রাখলে কোনও লাভ হয় না। আমরা সামনে তাকাতে চাই। সামনে যে সুযোগ আসছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা জানি, আমাদের দলটা বেশ ভালো।'

এই মুহূর্তে জার্মানি বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে দশম স্থানে আছে। তারা কি এবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার? এর জবাবে জার্মান মিডফিল্ডার বলেন, 'আগের টুর্নামেন্টগুলির থেকে এবারের পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। সত্যি কথা বলতে দ্বিধা নেই, আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রধান দাবিদারদের মধ্যে থাকব না। তবে ফুটবল ঐতিহ্য, অতীতের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আমাদের উপর প্রত্যাশা রয়েছে। দলে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলার আছে। আমরা যদি সবাই ফিট এবং ফর্মে থাকি, তা হলে এই বিশ্বকাপে আমরা অনেক কিছুই করতে সক্ষম হব। এই বিশ্বাস আমার আছে। তবে হ্যাঁ, আমরা হট ফেভারিটদের তালিকায় নেই।'

তিনি একইসঙ্গে জানিয়েছেন, দলের মানসিকতা দারুণ জায়গায় আছে। সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে জার্মানি পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। যা জার্মানির পরিচিত 'হার না মানা' মনোভাব আরও একবার সামনে এনে দিয়েছে। যদিও ফের গোরেৎজকা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের নিরিখে, জার্মানিকে ফেভারিটের আসনে বসানোটা উচিত হবে না। তাঁর বক্তব্য, 'ভাগ্য যদি সঙ্গে থাকে, সবাই যদি নিজেদের সেরাটা দিতে পারে, তাহলে আমরা অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হতে পারি।'

'মার্কিন হানা'য় নিহত ১৬৮ শিশুর স্মারক নিয়ে বিশ্বকাপে ইরান, শুরু বিতর্ক

মেক্সিকো সিটি, ৯ জুন : ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে যে বিস্তর টানাপোড়েন চলছে, তা মোটেই নতুন খবর নয়। ইরানের এক ডজন ফুটবল আধিকারিকের ভিসা আটকে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যা নিয়ে ইরানি ফুটবলাররা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

রবিবারই মেক্সিকো পৌঁছেছে ইরান। এবং সে দেশে পা দেওয়া মাত্র বিষোদগার করেছেন ইরান কোচ আমির ঘালেনোই। তিনি সরাসরি বলে দিয়েছেন, 'বারো ঘণ্টার টাইম ডিফারেন্স সামলাতে অন্তত দু'সপ্তাহ আগে এখানে আসা উচিত ছিল আমাদের। পরিবেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট বলেও তো একটা বিষয় থাকে। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার দেখার আগে প্রয়োজন মানবিক আর নৈতিক বিষয়গুলো মন দিয়ে দেখা।'

তুরস্কে লম্বা সময় ট্রেনিং করার পর মেক্সিকোর সীমান্ত-নিকটবর্তী শহর তিজুয়ানাতে গতকাল এসে পৌঁছেছে ইরান দল। আর নামার পর শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিশানা করা শুধু নয়। শিরোনাম সৃষ্টি করেছে ইরানি প্লেয়ারদের পরিহিত একখানা সোনালি পিন! সরি, পিন নয়। সেই পিনের লেখা। যা একটা সংখ্যা। ১৬৮! ইরান বনাম ইজরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জোটের যুদ্ধ নতুন কোনও খবর নয়। যে যুদ্ধে ইরানের এক প্রাথমিক স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হানায় প্রাণ যায় ১৬৮ জনের। যাদের বেশিরভাগই শিশু ছিল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, দক্ষিণ ইরানের মিনাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয়। যার দায় সম্পূর্ণ ভাবে গিয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর। হাঙ্গেরির ইরানীয় দূতাবাস থেকে এই 'পিন'-এর ব্যাপারে পুরোটা বলে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত মার্চে তুরস্কে একটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচে নামার আগে ইরানি প্লেয়ারদের গোলাপি-বেগুনি ব্যাকপ্যাক নিয়ে নামতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য একই ছিল- মিনাবের স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হানায় নিহত শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। যে স্কুল ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডের ছাউনির নিকটবর্তী ছিল বলে শোনা যায়। তবে ইজরায়েল বা আমেরিকা-কেউই সেই ক্ষেপণাস্ত্র হানার দায় সরকারিভাবে স্বীকার করেনি।

দর্শকদের মানসিক চাপ কমাতে ফিফার নতুন উদ্যোগ

জুরিখ, ৯ জুন : ফুটবল বিশ্বকাপে দর্শকদের মানসিক চাপ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা। এর জন্য প্রতিটি বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামে রাখা হবে বিশেষ 'সেন্সরি রুম', যেখানে অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা আবেগজনিত উত্তেজনায় ভোগা দর্শকেরা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারবেন।

দেখা যায়, ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন আবেগে দর্শকদের মধ্যে অতিরিক্ত উত্তেজনা তৈরি হয়। বিশেষ করে প্রিয় দলের পরাজয়ে অনেকের শরীরে অ্যাড্রিনালিনের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। এর জন্য দর্শকদের মৃত্যুও হতে পারে। যেটা ঘটেছিল ২০২৪ সালে আফ্রিকা নেশন্স কাপে। বিশেষজ্ঞরা এই অবস্থাকে 'সেন্সরি ওভারলোড' বলে থাকেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এই সেন্সরি রুমগুলো। এই রুমগুলোতে থাকবে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। যেখানে দর্শকদের জন্য থাকবে আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের অবনতি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : টানা কয়েকটি হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর রবিবার পর্যন্ত ফিফার লাইভ র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দল আরও তিন ধাপ নিচে নেমে ১৩৯ নম্বরে দাঁড়িয়েছে। ইউনিটি কাপ ২০২৬-এ টানা দুই পরাজয়ের পর দু'টি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের প্রথমটিতে তাজিকিস্তানের কাছে হেরে ব্লু টাইগার্স টানা তিন ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। আগামী ৯ জুন দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ভারত তাজিকিস্তানের মুখোমুখি হবে।

১ এপ্রিল প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের পূর্ববর্তী আপডেটে, এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে চিনের হংকংয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর খালিদ জামিলের প্রশিক্ষিত দলটি পাঁচ ধাপ এগিয়ে ১৩৬ নম্বরে উঠে এসেছিল। কয়েক দিন আগে ভারত জ্যামাইকা (০-২), জিম্বাবুয়ে (০-১) এবং তাজিকিস্তানের (১-৩) কাছে হেরেছে।

আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করা 'পাপ'!

ঢাকা, ৯ জুন : ফুটবল বিশ্বকাপ এখনও শুরু হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিযোগিতার 'ঢাকে কাঠি' পড়তে চলেছে। কিন্তু এখন থেকেই কাউন্টডাউন যে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে তা বলাই যায়। আর এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শেরপুরে দেখা গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। রীতিমতো দুধস্নান করে আর্জেন্টিনার শিবির ছেড়ে ব্রাজিলে গেলেন এক যুবক! ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সেই ছবি। যাকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল নেটপাড়ায়।

জানা যাচ্ছে, ঘটনা গত সোমবারের। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ শেরপুরের চাপাতলিতে এক মাদক নিরাময় কেন্দ্রের ছাদে ১০ লিটার দুধে স্নান করেন ওই যুবক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা। সংখ্যায় তাঁরা ২০ থেকে ২৫ জন হবেন। তাঁদের সামনেই এই কাণ্ড করেন দেবপ্রিয় দাস নামের ওই যুবক।

দেবপ্রিয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত এক ব্রাজিল সমর্থক মহম্মদ আলিম জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই লিওনেল মেসিকে সমর্থন করেন তিনি। এটাই মেসির শেষ বিশ্বকাপ। তার আগেই প্রিয় খেলোয়াড়ের দল থেকে সমর্থন তুলে নিলেন ওই যুবক। এবার থেকে তিনি ব্রাজিলের সমর্থক। আর তার আগে 'প্রায়শ্চিত্ত' করলেন দুধস্নান করলেন। যেন এতকাল আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করে 'পাপ' করে ফেলেছেন।

ট্রাম্পের একগুঁয়েমিতে রেফারিকেই লাল কার্ড!

ওয়াশিংটন, ৯ জুন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির জেরে বড়সড় ক্ষতি হল ফুটবল বিশ্বকাপে! জানা গিয়েছে, আফ্রিকার সেরা রেফারি ওমর আবদুলকাদির আরতানকে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতিই দেওয়া হয়নি। পত্রপাঠ তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ওমরের অপরাধ? তাঁর নাগরিকত্ব। ফিফার অন্যতম সেরা এই রেফারি সোমালিয়ার নাগরিক। আর ট্রাম্প প্রশাসন সোমালিয়ার নাগরিকদের জন্য আমেরিকার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

২০১৮ থেকে ফিফার রেফারি হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ওমর। আসন্ন বিশ্বকাপের ৫২ জন রেফারির মধ্যে তিনি অন্যতম। কিন্তু সোমালিয়ার পাসপোর্ট নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই সমস্যা ছিল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর নাইরোবির সোমালিয়া দূতাবাস এগিয়ে আসে সমস্যা সমাধানে। ওমরের জন্য কূটনৈতিক পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ মার্কিন নীতি অনুযায়ী, কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকলে সোমালিয়ার নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশের বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে।

সোমবার মায়ামি বিমানবন্দরে নামেন ওমর। কিন্তু বিমানবন্দর থেকেই পত্রপাঠ তাঁকে ডিপোর্ট করা হয়। কেন আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল না ওমরকে, সেই নিয়ে মার্কিন অভিবাসন দফতরও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। সোমালিয়ার সরকার জানিয়েছে, বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও ওমরকে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কেন এমন আচরণ, তার জবাব চেয়ে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সোমালিয়ার ফুটবল ফেডারেশন। যদিও গোটা বিষয়টি থেকে দায় ঝেড়ে ফেলেছে ফিফা। তারা জানিয়েছে, প্রবেশের অনুমতি দেওয়াটা একেবারে আয়োজক দেশের সিদ্ধান্ত। এখানে ফিফা হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

গতবছর আফ্রিকার সেরা রেফারি নির্বাচিত হয়েছিলেন ওমর। এবার ইতিহাস গড়ার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। এই প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপে সোমালিয়ার নাগরিককে দেখা যেত রেফারি হিসাবে। কিন্তু ট্রাম্পের রোষে শেষ হয়ে গেল সেই স্বপ্নের সফর। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের ভিসা নিয়ে একের পর এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে মার্কিন মুলুকে। কখনও আটক করা হচ্ছে ইরাকের ফুটবলারকে, কখনও ইরানের কর্তাদের ভিসা বাতিল করা হচ্ছে। এবার রেফারিকেই দেশ থেকে 'তাড়িয়ে' দিল মার্কিন প্রশাসন।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

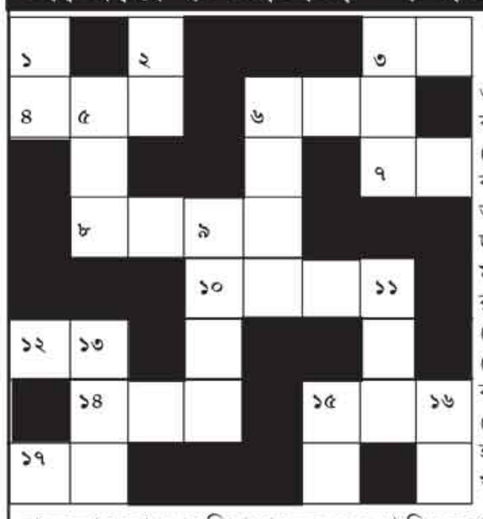

সূত্র : **পাশাপাশি** ৩) প্রবাদে বলে এটার চেয়েও মসী বড় ৪) অন্দর, অভ্যন্তর ৬) দালাল, মতলববাজ ৭) রক্ত ৮) যে লোক অল্পে রেগে যায়, বদমেজাজি লোককে বলা হয় ১০) যখন খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ে তখন লোকে যে বিশেষণ যুক্ত করে ১২) বিয়ের পাত্রী ১৪) ডুলি, শিবিকা ১৫) হরিদ্রা, তরকারিতে রং হওয়ার মসলা ১৭) দুই দিকে চামড়া লাগানো বাদ্য। **উপরনীচ :** ১) টেলিভিশনকে ছোট করে বলুন ২) দুয়ার, দরজা ৩) যা স্থির থাকে বা টলে না ৫) চোর, অপহরণকারী ৬) শক্ত, লম্বা হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়াকে বলে, চরম উত্তেজনা বোঝানোর বাক্য ৯) আগের দিনে মানুষ যে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাত ১১) সাপের চির শত্রু ১৩) ভারতের প্রতিবেশি এক স্বাধীন রাষ্ট্র ১৫) সৌধ, জমকালো প্রাসাদ বা আলিশান অট্টালিকা ১৬) মাতামহী বা পিতামহীকে সম্বোধন।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) বৃত্তান্ত ২) বৃকোদর ৪) শশীকর ৭) তিজারত ৮) আপামর ১১) তথাগত ১৩) তোলপাড় ১৪) নশ্বর। **উপরনীচ :** ১) বৃহস্পতি ২) বৃন্তাক ৩) রবিজা ৪) শরবত ৫) শীত ৬) রক্তপাত ৮) আগ ৯) রবিকর ১০) গরতো ১২) থাপ্পড়।

মাহতাবুর রহমান

৪৮ দেশের বিশ্বকাপ! বিপদ কমল বড় দলগুলির

জুরিখ, ৯ জুন : এত বড় বিশ্বকাপ! হ্যাঁ, সত্যিই তো। এই প্রথম বার ৪৮ দেশ নামছে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে। বেড়েছে বিশ্বকাপের পরিসর। ফিফা চেয়েছে, বিশ্বজুড়ে ফুটবলের জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে। আরও বেশি দলকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ করে দিতে। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? নাকি ফিফার এই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে? উত্তর মিলবে আগামী দু'মাসে।

প্রতিযোগিতা ছাড়িয়ে বিশ্বকাপ এখন সামাজিক অনুষ্ঠান।

২০১৬ সালে ফিফার সভাপতি হয়েই নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তিনি আরও বেশি দলকে সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি চাই, বিশ্বকাপ আর শুধু প্রতিযোগিতার মধ্যে আটকে না থাকুক। এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক।' সেটা করতে পেরেছেন ইনফান্তিনো।

বিশ্বকাপের বিবর্তন

ফিফার অধীনে ২১১টি দেশ থাকলেও বিশ্বকাপ সীমাবদ্ধ ছিল মূলত ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায়। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১৬টি দল বিশ্বকাপ খেলত। সে বছর ১৬টির মধ্যে ১০টি দেশ ছিল ইউরোপের। ১৯৮২ সাল থেকে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ২৪। ১৯৯০ সালে ২৪ দেশের মধ্যে ১৪টিই ছিল ইউরোপের।

১৯৮২ সালের আগে পর্যন্ত ১১টি বিশ্বকাপে আফ্রিকা থেকে চারটি দেশ সুযোগ পেত। কিন্তু ১৯৯০ সালে আফ্রিকা, এশিয়া ও কনকাকাফ জোন থেকে দু'টি করে দেশ বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৩২। কিন্তু গতবার কাতারেও আফ্রিকার মাত্র পাঁচটি দেশ খেলেছিল। ইউরোপের ১৩টি দেশ ছিল গত বার।

সুযোগ বেড়েছে আফ্রিকা, এশিয়ার।

এ বার ৪৮টি দেশ খেলছে বিশ্বকাপে। ইউরোপ থেকে রয়েছে ১৬টি দেশ। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এ বার ইউরোপের তিনটি দেশ বেড়েছে। কিন্তু এ বার আফ্রিকা থেকে ১০টি দেশ বিশ্বকাপে খেলবে। এশিয়া থেকে ন'টি, দক্ষিণ আমেরিকা ও কনকাকাফ জোন থেকে ছ'টি করে দেশ খেলবে। অর্থাৎ ইউরোপ বাদে বাকি মহাদেশ থেকে দলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে বিশ্বকাপে।

ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্টের প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গার বলেন, 'এটা স্বাভাবিক বিবর্তন। আমরা গোটা বিশ্বে ফুটবল ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি। আমার মতে ৪৮টি দেশই হওয়া উচিত। ফিফার ২১১ সদস্যের প্রায় ২৫ শতাংশ বিশ্বকাপে খেলছে।'

ছোট দেশগুলিও বিশ্বকাপে

দলের সংখ্যা বাড়ায় ছোট দলগুলির সুযোগ বেড়েছে। ১ লক্ষ ৬০ হাজার জনসংখ্যার কুরাসাও খেলছে এ বারের বিশ্বকাপে। পাশাপাশি কেপ ভার্দে, জর্ডন, উজবেকিস্তানের মতো দেশ প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলবে। এতে বিশ্বকাপের প্রচার ও প্রসার হবে।

বিপদ কমেছে বড় দলগুলির

দলের সংখ্যা বাড়ায় বড় দলগুলির বিপদ কমেছে। এ বার একটি অতিরিক্ত নক আউট রাউন্ড রয়েছে। ১২টি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল ও সেরা আট তৃতীয় স্থানাধিকারী দল নক আউটে যাবে। মাত্র ১৬টি দল বিদায় নেবে। গত বারও গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে জার্মানির মতো চার বারের চ্যাম্পিয়ন। এমনকি, আর্জেন্টিনাও প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ বার দলের সংখ্যা বাড়ায় প্রতি গ্রুপে ভাল জায়গায় রয়েছে বড় দলগুলি। ফলে প্রথম নক আউট রাউন্ডের আগে বড় দলগুলির বাদ পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

ম্যাড়ম্যাড়ে ম্যাচ বিশ্বকাপের জৌলুস কমাবে!

তবে এর একটি বিপরীত দিকও রয়েছে। আগে প্রথম ম্যাচ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকত। ঢিলেমির সুযোগ থাকত না। কিন্তু এ বার অনেক ম্যাচ খাতায়-কলমে জৌলুসহীন। যেমন, জার্মানি বনাম কুরাসাও, স্পেন বনাম কেপ ভার্দে, পর্তুগাল বনাম কঙ্গো। ধারেভারে কোনও ভাবেই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা নেই।

E.No. 391640/2026/530

ADVERTISEMENT FOR PRE-MATRIC AND POST-MATRIC SCHOLARSHIP TO SC & OBC STUDENTS OF ASSAM FOR THE ACADEMIC YEAR 2026-27.

The Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, Assam invites online application from the students belonging to Scheduled Castes (SC) and Other Backward Classes (OBC) community of Assam through National Scholarship Portal (NSP) for both Fresh and Renewal for the academic year 2026-27 for the schemes:

1) Pre-Matric Scholarship for SC Students (Class-IX & X) [Component-I]
2) Pre-Matric Scholarship for SC Students of Parents or Guardians Engaged in Unclean Occupation (Class I to X) [Component-II]
3) Post-Matric Scholarship for SC Students
4) Pre-Matric Scholarship to OBC Students (Class-IX & X)
5) Post-Matric Scholaship to OBC Students

Eligibility Criteria/Documents Required:

1) For Pre & Post-Matric Scholarship for SC & OBC Students:
   a) Caste Certificate: Only SC and OBC Community Students are eligible to apply for the respective schomrship (Caste certificate only issued by Office of the District Commissioner of their respective Districts is accepted).
   b) Parents/ Guardians Annual Income Certificate: Income Ceiling - Scholarships will be granted to the SC and OBC community students whose Parents/ Guardians annual income from all sources does not exceed Rs.2.5 lakhs per annum. The income certificate should be obtained only from the Circle Officer of respective Revenue Circle. **C)** Bonafide Certificate: Bonafide Certificate is required to be obtained from the Head of the Institutions is to be submitted.
2) **For Pre-Matric Scholarship for SC Students of Parents or Guardians Engaged in Unclean Occupation (Class-I to X) [Component-II]:**
   a) **No Income Ceiling** for the Students of Parents or Guardians Engaged in Unclean Occupation.
   b) **Unclean Occupation Certificate of Parents/ Guardians:** For the Students of Parents or Guardians Engaged in Unclean Occupation, eligible students wil submit a certificate from District Social Welfare office, identified officer of Local body, Civic Agency or any such authority as designated by State Government.
   c) **Bonafide Certificate:** A Bonafide Certificate is required to be obtained from the Head of the Institutions is to be submitted.

Intractions for Applicants;

1) Students while applying for scholarships for the above 5 (five) schemes are hereby required to register themselves in NSP through "NSP OTR app available in Google play store and perform Face-authentication for generating one Time Registration (OTR) number which has been made mandatory for applying for scholarship, (for details visit https://scholarships.gov.in)
2) Aadhaar and mobile number registered with Aadhaar are mandatory for generating OTR. However for minor applicants who apply without. 'Aadhaar, it will be mandatory for parent to provide Aadhaar.
3) Applicants are advised to give only that bank account details which remains in active mode so that payment of Scholarship does not fall as all the disbursement of Scholarship will be made through DBT mode. The authority shall not be responsible for any failure of transaction due to inactive or incorrect bank details.
4) Applicants to ensure that they have a bank account seeded with Aadhaar number (Mandatory).
5) The above conditions will be applicable for both fresh and renewal.

Timelines for all Scholarship Scheme in respect of SC & OBC Students through NSP Portal :

Sl. No.	Name of the Scheme	Students Application (opening date)	Students Application Closing (last date)	Institute Level Verification (last date)
1	Pre-Matric Scholarship for SC Students (Class-IX & X) [Component-I]	1st June 2026	30th September 2026	31st October 2026
2	Pre-Matric Scholarship for SC Students of Parents or Guardians Engaged in Unclean Occupation (Class-I to X) [Component-II]	1st June 2026	30th September 2026	31st October 2026
3	Post-Matric Scholarship for SC Students	1st June 2026	30th September 2026	31st October 2026
4	Pre-Matric Scholarship to OBC Students (Class-IX & X)	1st June 2026	30th September 2026	31st October 2026
5	Post-Matric Scholarship to OBC Students	1st June 2026	30th September 2026	31st October 2026

Director
Welfare of SC & BC, Assam
Dispur, Guwahati-06

DIPR/D/SMK 32 10-June-26

গোল না খাওয়ায় সেরা আর্জেন্টিনা, অনেক পিছিয়ে রয়েছে ব্রাজিল

জুরিখ, ৯ জুন : ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এবারের বিশ্বকাপে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া সব দলের মধ্যে 'ক্লিন শিট' (গোল হজম না করা) ধরে রাখার হারে সেরা আলবিসেলেস্তেরা। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো স্পোর্তের অফিসিয়াল পরিসংখ্যানভিত্তিক মাসকট 'গাতো মেস্ত্রে' ২০২৩ সাল থেকে এ হিসেব করেছে। এই চক্রে ৩৯ ম্যাচ খেলে ২৮ ম্যাচেই (৭১.৮ শতাংশ সফলতা) কোনও গোল হজম করেনি আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া আর কোনও দল এ সময়ে শতকরা হারে এত বেশি ম্যাচে 'ক্লিন শিট' ধরে রাখতে পারেনি। শুধু 'ক্লিন শিট' নয়, ২০২৩ সাল থেকে হিসেব করলে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে এই সময়ে সেরা রক্ষণভাগও আর্জেন্টিনার। ৩৯ ম্যাচে মাত্র ১৫ গোল হজম করেছে স্কালোনির দল। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া সব দলের মধ্যে এ সময়ে এটাই সবচেয়ে কম গোল হজম।

এ তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে আছে মরক্কো। তার মধ্যে ৬৩.৮ শতাংশ ম্যাচে গোল হজম করেনি। শীর্ষ পাঁচে বাকি তিন দল— সেনেগাল (৫৯ শতাংশ), জাপান (৫৫.৮ শতাংশ) ও ডিআর কঙ্গো (৫৫.৬ শতাংশ)। মরক্কো 'ক্লিন শিট' ধরে রাখায়ও দারুণ করেছে। এ চক্রে ৩৭ ম্যাচে তারা কোনও গোল হজম করেনি। কিন্তু আর্জেন্টিনার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলায় সফলতার শতকরা হারে পিছিয়ে আশরাফ হাকিমিরা। ২০২৩ সাল থেকে ৫৮টি ম্যাচ খেলেছে মরক্কো।

অন্যদিকে, পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এই চক্রে ২৯.৭ শতাংশ ম্যাচে 'ক্লিন শিট' ধরে রাখতে পেরেছে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ৪৮টি দলের মধ্যে এ সময়ে 'ক্লিন শিট' ধরে রাখার তালিকায় ৪৩তম ব্রাজিল। ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে এ পর্যন্ত ৪২ গোল (ম্যাচপ্রতি ১.১৭টি) হজম করেছে ব্রাজিল। ৩৭ ম্যাচের মাত্র ১১টিতে ক্লিন শট ধরে রাখতে পেরেছে তারা। ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে নিজেদের সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই গোল হজম করেছেন কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা।

বিশ্বকাপ শেষ ডাচ ডিফেন্ডারের

নিউইয়র্ক, ৯ জুন : সময়মতো কুঁচকির চোট কাটিয়ে উঠতে পারলেন না ইউরিয়েন টিম্বার। তাই বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল নেদারল্যান্ডস ডিফেন্ডারের। ২৪ বছর বয়সি টিম্বারের বিশ্বকাপ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটকে পড়ার কথা নিশ্চিত করেছে নেদারল্যান্ডস। বিশ্বকাপের আগে সোমবার উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতা শেষ প্রস্তুতি ম্যাচের পর জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে যান এই ফুটবলার। আর্সেনালের রক্ষণভাগের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য টিম্বার সবশেষ মাঠে নামেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে। পিএসজি-র বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে যাওয়া ওই ম্যাচে বদলি হিসেবে খেলেন তিনি।

গত ৩০ মে-র ফাইনালের আগে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছিলেন, টিম্বার ম্যাচ খেলার জন্য পুরোপুরি ফিট। এরপরেই নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপ দলে তাঁর জায়গা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না এই ফুটবলারের। এমন কিছু হতে যাচ্ছে, আগে থেকেই বুঝতে পারছিলেন ডাচ কোচ রোনাল্ড কুমান।

'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতই ফেভারিট' : জেমিমা

লন্ডন, ৯ জুন : মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ১২ জুন থেকে। ভারত তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে রবিবার বার্মিংহামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারত ছয় দলের গ্রুপ 'এ'-তে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে রয়েছে। এই গ্রুপ থেকে দু'টি দল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

টুর্নামেন্টে ভারতের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেমিমা রড্রিগেজ বলেন, 'দলের সবাই ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ী দলের অংশ ছিল, তারা জানে চাপ কেমন হয়। সবাই জানে, আমরা একবার লক্ষ্যে পৌঁছেছি এবং আবারও তা করতে পারি। এই বিশ্বাসটা দলের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে। আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমাদের সমর্থকরা আমাদের ঘরের মতো অনুভূতি দেয়। টুর্নামেন্টে আমরাই ফেবারিট, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

২৫ বছর বয়সি জেমিমা ঘরের মাঠে ২০২৫ সালে ভারতের প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম তারকা ছিলেন। বলেন, 'আমরা সাফল্যের কথা অনেক ভাবি, কিন্তু আমরা সাফল্য পেয়েছি। এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়। দলে ২০২৫ বিশ্বকাপ স্কোয়াডের বেশ কয়েকজন সদস্য রয়েছে। কিছু তরুণ খেলোয়াড়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই দলটা যথেষ্ট ব্যালান্সড।'

ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর বলেন, 'ওডিআই বিশ্বকাপ জয় আরও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জয়ের ব্যাপারে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমাদের প্রথম ওডিআই বিশ্বকাপ জেতার পর জীবন পুরোপুরি বদলে গেছে। আশা করি, আমরা ট্রফি জয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখব। অধিনায়ক হিসেবে আমি এটাই চাই এবং আমার মনে হয় আমাদের দলের প্রত্যেকেই এই স্বপ্ন দেখে আসছে। আশা করি, আমরা এই পথেই এগিয়ে যেতে থাকব।'

ভারতের প্রধান কোচ অমল মজুমদার বলেন, 'দল জয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে চায়। প্রতিটি টুর্নামেন্টেই চাপ থাকে এবং খেলোয়াড়রা এতে অভ্যস্ত। তারা বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলছে। আমরা প্রথমবারের মতো ওডিআই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে নামব। জেতাটা একটা অভ্যাস। তিন বছর ধরে আমরা প্রতিটি সিরিজ জেতার চেষ্টা করছি এবং প্রতিপক্ষ যে-ই হোক না কেন, প্রত্যেককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছি। এক মাস ধরে দল এ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছে। দলে প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমী এবং নিবেদিতপ্রাণ।'

ওলিসের হ্যাটট্রিকে দারুণ জয়ে প্রস্তুতি সারল ফ্রান্স

লিলে, ৯ জুন : কোত দি ভোয়ার বিপক্ষে অপ্রত্যাশিত হার হয়তো একটু নাড়িয়ে দিয়েছিল ফ্রান্সকে। মাইকেল ওলিসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে সেই ধাক্কা দারুণভাবে সামলে নিল তারা। দাপুটে পারফরম্যান্সে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল বিশ্বকাপের টপ ফেবারিট দলটি। লিলে সোমবার রাতে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে দিদিয়ে দেশমের দল।

চার দিন আগে কোত দি ভোয়ার বিপক্ষে গোলের জন্য ও লক্ষ্যে দ্বিগুণ শট নিয়ে এবং প্রথমে এগিয়ে গিয়েও হেরে যায় ফরাসিরা। ভুলগুলো শুধরে নিতে এবং জয়ে ফিরতে এদিন শুরু থেকে চাপ বাড়ান এমবাপে-দেম্বেলেরা।

প্রথম ১৫ মিনিটে তিনটি পরিষ্কার সুযোগ পায় দলটি, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি একটিও। কিলিয়ান এমবাপে প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেওয়ার পর, দ্বিতীয়টি গোলরক্ষক বরাবর মেরে হতাশ করেন।

বিশ্বকাপের বাছাই উতরাতে ব্যর্থ দলটির ওপর আধিপত্য ধরে রেখে ৪৩তম মিনিটে ডেডলক ভাঙতে পারে স্বাগতিকরা। উসমান দেম্বেলের শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর, আলগা বল ফাঁকায় পেয়ে কাছ থেকে শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ওলিসে।

দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে লুকা এরনঁদেজের হেড রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর, বুলেট গতির শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওলিসে। প্রথম ঘণ্টায় কেবল দুটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নিতে পারা সফরকারীরা ৬৪তম মিনিটে ব্যবধান কমায়। সতীর্থের পাস গোলমুখে পেয়ে জালে ঠেলে দেন প্যাট্রিক কেলি।

যদিও তাদের সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৪তম মিনিটে ডানদিকে দারুণ বুদ্ধিমত্তায় জায়গা বানিয়ে, ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল উঁচু শটে দূরের পোস্ট দিয়ে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ওলিসে।

জাতীয় দলের হয়ে বায়ার্ন মিউনিখ উইঙ্গারের গোল হলো সাতটি, ১৭ ম্যাচে। আগামী ১৬ জুন সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু হবে ফ্রান্সের। 'আই' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ ইরাক ও নরওয়ে।

আচমকাই ভারতীয় দল থেকে বাদ সিরাজ, পরিবর্ত কৃষ্ণ

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : আচমকাই ইংল্যান্ড সফরের দল থেকে বাদ পড়লেন মহম্মদ সিরাজ! গত শনিবার ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড সফরের ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়। সেখানে ছিলেন সিরাজ। কিন্তু মঙ্গলবার হঠাৎই ভারতীয় বোর্ড জানায়, ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন না সিরাজ। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর নামও এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, কেন আচমকা কোপ পড়ল তারকা পেসারের ওপর?

বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মেডিক্যাল টিম এবং দলীয় ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেই ইংল্যান্ড সফরের দল থেকে সিরাজকে বাইরে রাখা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট চাইছে, আপাতত সিরাজের বিশ্রামে থাকা প্রয়োজন। তাঁর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। কেন সিরাজের বিশ্রাম প্রয়োজন? বোর্ড মনে করছে, সামনে ঠাসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে ভারতের সামনে। বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল রয়েছে। সে কারণে সিরাজের ফিট থাকা প্রয়োজন।

যদিও সিরাজ ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের তোয়াক্কা না করেই গতবছর ইংল্যান্ড সফরে টানা পাঁচটি টেস্ট খেলেছিলেন। প্রত্যেকটি ম্যাচেই সাফল্য পেয়েছেন। তখন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বোর্ড কিছুই বলেনি। তা হলে এখন কেন সিরাজের ফিটনেস এবং ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এত আলোচনা, উঠছে প্রশ্ন। সিরাজের পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া হয়েছে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে, যিনি শেষ টি-২০ খেলেছেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে। সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে সিরাজ খেলেছেন ১৭টি ম্যাচ। প্রসিদ্ধ খেলেছেন ১২টি।

২১ বছর পর বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া-বধ

ঢাকা, ৯ জুন : ১৮ জুন ২০০৫, সোফিয়া গার্ডেন্স, কার্ডিফ। মহম্মদ আশরাফুলের সেঞ্চুরি। এতটুকু বললেই সবাই বুঝে নেন কোন্ ম্যাচের কথা বলা হচ্ছে। রিকি পন্টিংয়ের মহাপরাক্রমশালী দলের বিপক্ষে ঐতিহাসিক এক জয়।

এতদিন সেটিই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের একমাত্র জয় ছিল। অবশেষে আজ এল দ্বিতীয়টি, ২১ বছর পর আরেক জুনেই! মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের অলরাউন্ড নৈপুণ্য ও নাহিদ রানার গতিতে ধরাশায়ী হলো অস্ট্রেলিয়া। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে বাংলাদেশ জিতল ৮৬ রানে।

মীরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৮৪ রান করেছিল বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ৪২.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রান করার পর বজ্রপাত শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর বাগড়া দেয় বৃষ্টি।

তাতে আর একটি বলও মাঠে না গড়ানোয় ডিএলএস পদ্ধতিতে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করেন ম্যাচ রেফারি প্রকাশ ভাট। মীরপুরের সবুজাভ পিচে লক্ষ্যটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। ইনিংসের শুরুতেই তাসকিন আহমদের বলে ম্যাথু শর্টের বোল্ড হওয়া আর দ্বিতীয় ওভারে মুস্তাফিজুর রহমানের বলে মারনাস লাবুশেনের এলবিডব্লু হয়ে ফেরা রান তাড়াকে আরও কঠিন করে তোলে। শুরুর সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। আলোচিত ফাস্ট বোলার নাহিদ রানাই আসলে সফরকারীদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেননি।

১০ ওভারে ৪১ রান দিয়ে তিনি নিয়েছেন ৪ উইকেট। এই ম্যাচ দিয়েই প্রায় ৪ বছর পর বাংলাদেশ দলে ফেরা মোসাদ্দেকও দারুণ বোলিং করেছেন। ১০ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে তিনি নিয়েছেন ২ উইকেট। তবে মোসাদ্দেক আসল কাজটা করেছেন ব্যাট হাতে। ৭ চার ও ৩ ছক্কায় ৭০ বলে তার ৮৬ রানের দায়িত্বশীল ইনিংসই বাংলাদেশের সংগ্রহ তিনশোর কাছাকাছি নিয়ে যায়।

এর আগে শুরুতে সাইফ হাসানের উইকেট হারালেও তানজিদ হাসান ও নজমুল হোসেন শান্ত বাংলাদেশের বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন। তানজিদ-শান্ত দু'জনই ফিফটির দেখা পান। তবে অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচসেরা হয়ে প্রত্যাবর্তনের দিনটা স্মরণীয় করে রেখেছেন মোসাদ্দেক। মীরপুরেই বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ওয়ানডে আগামী ১১ জুন।

বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগেই 'কাঁপুনি' ইংল্যান্ড এবং পর্তুগাল শিবিরে!

মিয়ামি, ৯ জুন : বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগেই কেঁপে গেল ইংল্যান্ড। তবে এই কাঁপুনির সঙ্গে ফুটবলের কোনও সম্পর্ক নেই। ফ্লোরিয়ার ওয়েস্ট পাম বিচে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির করেছে টমাস টুখেলের দল। সোমবার সেখানে তীব্র ভূমিকম্প হয়। কম্পন অনুভূত হয়েছে ফ্লোরিডায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের পর্তুগাল শিবিরেও।

বুধবার কোস্টারিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন হ্যারি কেনরা। তার আগে ইংল্যান্ড শিবিরে আতঙ্ক ছড়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগে। আতঙ্ক ছড়ায় ফ্লোরিডায় রোনাল্ডোদের শিবিরেও। ফ্লোরিডায় প্রায় ১৫০ বছরের তীব্রতম ভূমিকম্পের সাক্ষী থাকলেন দু'দেশের ফুটবলারেরা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল কিউবার পশ্চিম উপকূলের কাছে। ফ্লোরিডা থেকে ৪০০ মাইল দূরে, ভূপৃষ্ঠের ১৬ কিলোমিটার নীচে। অরল্যান্ডো, মায়ামি এবং জ্যাকসনভিলেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক ছড়ায় কিউবায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'বেশ ভালই কেঁপেছে বাড়িঘর। আগে কখনও এমন হয়নি এখানে।' আর এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'ভূমিকম্প টের পাওয়ার পরই দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে এসেছিলাম। সকলেই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এমন ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা প্রথমবার হলো আমার।' মূল কম্পনের পর বেশ কয়েকটি আফটার শক বা ছোট কম্পনের কথা জানিয়েছে ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে। বিশ্বকাপের দুই আয়োজক দেশ আমেরিকা এবং মেক্সিকো সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। আপৎকালীন জিনিসগুলো হাতের কাছে রাখতে বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেই। এই অঞ্চলে ১৮৮০ সালে শেষবার এমন তীব্র ভূমিকম্প হয়েছিল। সেবার কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল ৬।

ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভূমিকম্পের জন্য ইংল্যান্ড শিবির থেকে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ফুটবলাররা সবাই নিরাপদে রয়েছেন। কয়েক দিন পর দল নিয়ে টুখেল চলে যাবেন কানসাস সিটিতে। সেখানে থেকেই বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো খেলবেন ১৯৬৬ সালের চ্যাম্পিয়নেরা। রোনাল্ডোরাও নিরাপদে রয়েছেন।

ইরানিদের টিকিট বাতিল করল ফিফা!

ওয়াশিংটন, ৯ জুন : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে গোটা ইরানকেই শত্রু ঠাওরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একটা সময় ইরান আদৌ বিশ্বকাপ খেলতে পারবে কিনা, সে নিয়েই সংশয় ছিল। সেই সংশয় কাটলেও আয়োজকদের নয়া সিদ্ধান্ত ইরান সমর্থকদের বিশ্বকাপ দেখার স্বপ্ন বিশবাঁও জলে। ইরানি ফুটবল সংস্থার দাবি, তাঁদের সমর্থকরা যে টিকিট কেটেছিলেন, সেটা শেষবেলায় বাতিল করে দিয়েছে ফিফা। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে বিপাকে ইরানি সমর্থকরা।

বিশ্বকাপের যে কোনও ম্যাচে মুখোমুখি দুই দেশের সমর্থকদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার টিকিট বরাদ্দ করা থাকে। যাতে দুই দলের সমর্থকরাই খেলা দেখতে পারেন। ইরানি ফুটবল সংস্থার দাবি, তাদের সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ টিকিট বাতিল করে দিয়েছে ফিফা। সংস্থার দাবি, 'ইরানের বহু সমর্থক ইতোমধ্যেই খেলা দেখতে পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের জন্য বরাদ্দ টিকিট বাতিল করে দিয়েছে ফিফা। এই অবস্থায় তারা কীভাবে খেলা দেখবেন?'

ইরানের সাফ কথা, আমেরিকার চাপেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ফিফা। এতে বিশ্বকাপ কালিমালিপ্ত হচ্ছে। ইরান গ্রুপে তাদের ম্যাচগুলো খেলবে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সিয়াটলে। কিন্তু আমেরিকা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ইরানকে বিশ্বকাপ খেলতে হচ্ছে মেক্সিকো থেকে। আমেরিকা জানিয়েছে, ম্যাচের দিন সকালে নির্দিষ্ট শহরে পা রাখবে সেই দল। আবার ম্যাচ খেলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের শহর ছাড়তে হবে। আমেরিকা বলছে, বিশ্বকাপের অছিলায় তাদের দেশে কোনওভাবে যাতে ইরান জঙ্গি ঢুকিয়ে না দিতে পারে, সে কারণে এই ব্যবস্থা। সেটা নিয়েও ক্ষুব্ধ ইরান। বলে রাখা দরকার, একটা সময় পর্যন্ত ইরান আদৌ বিশ্বকাপে খেলার ভিসা পাবে কিনা, সেটা নিয়েই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ছিল। পরে ইরানের ফুটবলার এবং কোচকে ভিসা দিলেও বহু সাপোর্ট স্টাফের ভিসা আটকে দিয়েছে আমেরিকা। এবার সমর্থকদেরও ভিসা বাতিল করে দেওয়া হলো।

বৈভবের ব্যর্থতার দিনে জিতল ভারত

কলম্বো, ৯ জুন : সদ্য আইপিএলে অবিশ্বাস্য ফর্মে ছিল সে। কোটি টাকার লিগে রানের ফুলঝুরি ছুটছিল তার ব্যাট থেকে। তবে ভারতীয় এ দলের জার্সিতে সেই ঝাঁজ দেখা গেল না বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটে। তবে বৈভবের ব্যর্থতার দিন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, তিলক বর্মাদের ব্যাটে শ্রীলঙ্কার এ দলকে হারিয়ে দিল ভারত। অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়লেন কেকেআর তারকা অনুকূল রায়। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা এ দলের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় এ দলের অধিনায়ক তিলক বর্মা। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭৭ রান তোলে টিম ইন্ডিয়া। ওপেনে নেমে এক ওভারে পরপর ৩টি বাউন্ডারি মারলেও মাত্র ১৪ রানে আউট বৈভব। তবে বৈভব ব্যর্থ হলেও ইনিংসের হাল ধরেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। তিনি ১০১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে গেলেন। জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ সিরিজেও সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। অথচ তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। অধিনায়ক তিলক এদিন ৬০ রান করেছেন। অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের দুই গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসে ভর করে কঠিন পিচে ৫০ ওভারে ২৭৭ তুলে দেয় ভারত।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা দারুণ করেন শ্রীলঙ্কা এ দল। প্রথম উইকেটের জুটিতেই ৯৩ রান করে দেন শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার। এরপর পালটা আঘাত হানে টিম ইন্ডিয়াও। ১০৯ রানের মধ্যে ৩ উইকেট তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া। এরপর ফের জুটি বাঁধেন সাদিরা সামারবিক্রমা ও সাহান আর্সিঙ্গে। একটা সময় মনে হচ্ছিল ওই জুটি ম্যাচ ভারতের হাত থেকে বের করে নেবে। তখনই আঘাত হানেন কেকেআর তারকা অনুকূল রায়। পরপর দুই উইকেট তুলে চাপে ফেলে দেন শ্রীলঙ্কাকে। এরপর নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ২৬৯ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ভারতের হয়ে হয়ে দু'টি করে উইকেট পান আর্শাদ খান, অনুকূল রায়, আয়ুষ বাদোনি এবং বিপ্রাজ নিগম। এধরনের লিস্ট এ সিরিজগুলো আয়োজন করা হয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিকেটের স্বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্য কিছুটা পূরণ হলো অনুকূল, আর্শাদদের পারফরম্যান্সে।

পেরুকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরে নিল স্পেন

মাদ্রিদ, ৯ জুন : ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই দুর্দান্ত এক গোলে দলকে এগিয়ে নিলেন মিকেল ওইয়ারসাবাল। প্রথমার্ধেই ব্যবধান দ্বিগুণ করলেন পেদ্রি। পরে পেরুর গোলরক্ষকের ভুলে সহজ জয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করল স্পেন। বৈশ্বিক আসরের মূল লড়াইয়ে নামার আগে মঙ্গলবার সকালে পেরুকে ৩-১ গোলে হারায় স্পেন। আগের ম্যাচে ইরাকের সঙ্গে ১-১ ড্র করে ২০১০ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপের আগে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠ ছাড়া স্প্যানিশরা গোলের উদ্দেশ্যে নেওয়া প্রথম শটেই জালের দেখা পায়। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে চমৎকার গোলটি করেন রেয়াল সোসিয়েদাদের ওইয়ারসাবাল। এরপর চলে আক্রমণ, পাল্টা-আক্রমণ। ভালো কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে স্পেন। ৩২তম মিনিটে ফেররান তরেসের ক্রসে ফাঁকায় বল পেয়ে সহজে জালে পাঠান বার্সেলোনা মিডফিল্ডার পেদ্রি।

দ্বিতীয়ার্ধে অষ্টম মিনিটে ভুল করে বসেন পেরুর গোলরক্ষক পেদ্রো গাইয়াসি। ইয়েরেমি পিনোর ক্রস ঠেকাতে গিয়ে উল্টো জালে পাঠিয়ে দেন তিনি। ৬৬তম মিনিটে একটি গোল শোধ করতে পারে পেরু। সতীর্থের পাসে বক্সের বাইরে বল পেয়ে একটু এগিয়ে দাভিদ রায়াকে পরাস্ত করেন হাইরো ভেলেস।

দলদলে কাদার মাঠে শুরু ডিএসএ-র অ্যাথলেটিক্স

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৯ জুন : সম্ভাবনা নয়, জুন মাসে প্রকৃতির হিসেব অনুযায়ী বৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। তা-ও শুরু হলো জেলার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার আন্তঃক্লাব ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। এসএম দেব স্টেডিয়ামে সকালে আসরের সূচনা হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। ডিএসএ-র সভাপতি শিবব্রত দত্ত পতাকা উত্তোলন করে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আশুতোষ রায়, ভারপ্রাপ্ত সচিব দেবাশিস সোম, জিবি সদস্য হীরক চৌধুরী, আজীবন সদস্য নির্মাল্য নাথ, মাইনর গেমস সচিব সত্যজিৎ দাস, চন্দন শর্মা, বাহারুল ইসলাম, দেবেন শুক্লবৈদ্য, হিরণ্ময় দাস, শঙ্কর সরকার, তপন দাস এবং অসম অ্যাথলেটিক সংস্থার প্রেরণ করা তত্ত্বাবধায়ক গোবিন্দ মালাকার। অবজারভারের সামনেই দৌড়তে গিয়ে বারবার পিছলে পড়ছিলেন অ্যাথলিটরা।

অবজারভার গোবিন্দ মালাকারের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন ডিএসএ-র সভাপতি শিবব্রত দত্ত (বাঁয়ে)। পাশের ছবিতে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে অ্যাথলিটররা। মঙ্গলবার এসএম দেব স্টেডিয়ামে।

পুরুষ ১০০ মিটারে ট্র্যাকে নেমে শুরুতেই পিছলে পড়ে যান ভেটেরান এফসি-র এন সত্যজিৎ সিংহ। বেরিয়ে এসে আফসোস প্রকাশ করেন সত্যজিৎ। বলেন, 'নির্ঘাত প্রথম স্থান পেতাম।' এরপর জানান, ২০২৪-২৫ বর্ষের আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্সে হোজাইর হয়ে ট্র্যাকে নেমে পুরুষ ১০০ মিটারে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন সত্যজিৎ। জানালেন, মাঠে কাদার জন্যই এখানে প্রথম স্থান হাতছাড়া হলো। অবশ্য পরবর্তী সময়ে ২০০ মিটারে প্রথম স্থান অর্জন করেন তিনি।

এক নজরে প্রথম দিন— আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টের প্রথম তিন স্থানাধিকারী— **পুরুষ বিভাগ : ১০০ মিটার :** মোজাক্কির আলম লস্কর (ডন বস্কো টিসি), রিলহইসিক চরই (বিবিসি), গৌরব সিন্‌হা (ইভিনিং ক্লাব)। **২০০ মিটার :** এন সত্যজিৎ সিংহ (ভেটেরান এফসি), গৌরব সিন্‌হা (ইভিনিং ক্লাব), প্রীতম দাস (এসপিএ)। **৪০০ মিটার :** অজয় গোয়ালা (টাউন বয়েজ ক্লাব), অসীম বড়াইক (অম্বিকাপুর ক্লাব), জয় দাস (জেএসআর ক্লাব)। **১০০০০ মিটার :** ভবতোষ দাস (এজেএসএ), আহাদ উদ্দিন চৌধুরী (মালুগ্রাম ক্লাব), আব্দুল হোসেন (এএসএস)।

মহিলা বিভাগ : ১০০ মিটার : হাফিজা বেগম বড়ভূইয়া (এসপিএ), শিল্পী দাস (এসপিএ), মায়া দাস (এসপিএ)। **২০০ মিটার :** হাফিজা, মায়া, শিল্পী। **১৫০০ মিটার :** শিল্পী, রঞ্জিতা যাদব, মায়া।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : **তৈমুর রাজা চৌধুরী,** ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80